উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 20 March 2025 Thursday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 299

সেনসেক্স : ৭৫,৪৪৯.০৫ (+১৪৭.৭৯)
নিফটি : ২২,৯০৭.৬০ (+৭৩.৩০)

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৫°	৩৫°	৩৫°	৩৫°
সর্বনিম্ন	১৯°	১৭°	১৮°	১৮°

কৃতিত্ব দাবি ট্রাম্পের, খোঁচা বাইডেনকে
৮

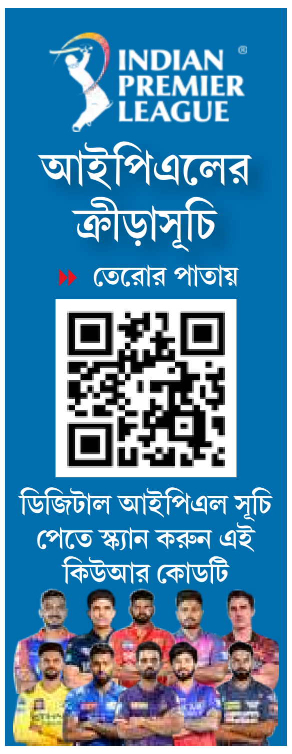

বিজ্ঞানই সত্য

কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ।
...কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ধারণা থেকেই আসে বিজ্ঞান।
-অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

চ্যালেঞ্জ সামলে পৃথিবীতে সুনীতারা

ফ্লোরিডা, ১৯ মার্চ : প্রথমে আকাশের বুকে একটি ছোট্ট বিন্দু। ক্রমশ সেটা বাড়তে বাড়তে সমুদ্রের কাছে এসে পরপর খুলে গেল চারটি প্যারাসুট। তাতে ঝুলে ফ্লোরিডা উপকূলে নেমে পড়ল স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগন ক্যাপসুল 'ফ্রিডম'। শেষ হল দীর্ঘ প্রতীক্ষার। ৮ দিনের মিশনে বেরিয়ে ২৮৬ দিন পর নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস (৫৯) এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোর (৬২)। তাঁদের অভিবাদন জানান মার্কিন নৌবাহিনীর উদ্ধারকারীরা।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার কাকভোরে আগুনের গোলার মতো ড্রাগন যান তীব্রবেগে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ফ্লোরিডার জলে নামতেই সবার আগে সুনীতাদের স্বাগত জানায় একঝাঁক ডলফিন। সমুদ্রের বুকে ভাসমান মহাকাশযানের চারপাশে ঘুরে ঘুরে খেলা করতে দেখা যায় কয়েকটি ডলফিনকে। কখনও জলের নীচ থেকে মাথা উঁচু করে দেখছিল অদ্ভুতদর্শন যানটিকে। আবার পরমুহূর্তেই ডুব দিচ্ছিল তারা। চরাচরেও তখন উৎসবের আমেজ। গুজরাটে সুনীতার বংশের পূর্বসূরিদের গ্রামে অকাল দেওয়ালি।

চাপমুক্ত সুনীতার পরিবার জানিয়েছে, শীঘ্রই পার্টি ডেকে সামোসা খাওয়ানো হবে সমস্ত গ্রামবাসীকে। সুনীতার ভগ্নীপতি ফাল্গুনী পাণ্ড্য বলেন, 'সতেরো ঘণ্টা চোখের পাতা লাগেনি। এ এক অলৌকিক ভোর। ড্রাগন ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত ভিতরের কাঁপুনি থামছিল না। বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময়টাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক।' তিনি জানান, সুনীতার শিকড় ভারতে। ভারতবাসীর সঙ্গে ওঁর নাড়ির টান। স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার পর খুব শীঘ্রই তিনি ভারতে আসবেন।

১৭ ঘণ্টার যাত্রা শেষে ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৩টে ২৭ মিনিটে সুনীতাদের নিয়ে স্পেসএক্সের মহাকাশযান ফ্লোরিডার সমুদ্রে অবতরণ করে। মহাকাশ থেকে সুনীতাদের এই মর্ত্যে ফেরা নির্বিঘ্নেই ঘটেছে বলে দাবি নাসার।

সুনীতাদের সঙ্গে এদিন একই মহাকাশযানে ফেরেন নাসার নিক হেগ এবং রুশ নভশ্চর আলেকজান্দ্র গোরবুনভ। তাঁরা বলেন, এর চেয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন আর হয় না। সুনীতার সহযাত্রী নভশ্চর হেগের কথায়, এরপর দশের পাতায়

সুনীতা ও স্বপ্ন নয়ের পাতায়

এভাবেও ফিরে আসা যায়...

পার্থসারথি চক্রবর্তী
(ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী)

সুনীতা উইলিয়ামসদের ঘরে ফেরা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের জয়। কিন্তু এটাই আমাদের প্রথম জয়, এমনটা কিন্তু নয়। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) তৈরি করার মধ্যে দিয়ে আগেই বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা উড়েছে। বিজ্ঞানের জয়ের পথ মসৃণ বলেই তো স্পেস সেন্টারে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অহরহ যাতায়াত করতে পারছেন। তাঁরা সেখানে পৌঁছে সেন্টার মেরামতের পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন উন্নতমানের গবেষণা।

সুনীতাদের নিয়ে এত আলোচনা, হইচই কেন? মাত্র আটদিনের জন্য আইএসএসে গিয়েছিলেন সুনীতা এবং তাঁর সফরসঙ্গী বুচ উইলমোর। পরিবর্তে ২৮৬ দিন কাটিয়ে ফিরেছেন। আর এটাই অনেকের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে। বারবার তৈরি হয়েছে টেনশন। প্রশ্ন উঠেছে, তাঁরা ফিরতে পারবেন তো? এতকিছুর পরে চন্দ্রবিন্দুর সেই গানের কলি সবার মুখে মুখে- এভাবেও ফিরে আসা যায়। আর এতেই বিজ্ঞানের জয় দেখছেন অনেকে।

তবে গেলাম আর ফিরে এলাম, সুনীতার কাছে বিষয়টা ততটা সহজ কিন্তু ছিল না। প্রাণসংশয়ের ঝুঁকি তো ছিলই। পাশাপাশি পৃথিবীতে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার মধ্যে ছিল আরও ঝক্কি। ছিল ভয়। কেননা, পৃথিবীতে ফিরে এসে পরেরদিন বাজার-অফিস ছুটে বেড়ানোর 'পারমিশন' তাঁর থাকবে না। বিষয়টা এত সহজ নয়। এখানকার আবহাওয়া, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সুনীতাদের কয়েকমাস সময় লাগবে। এই সময়টাও যথেষ্ট ঝক্কির, মহাকাশে থাকার মতোই।

বুধবার সকালে ফ্লোরিডার উপকূলে যখন হাসিমুখে সুনীতাকে দেখা গেল, তখন সব দুশ্চিন্তা যেন এক লহমায় উবে যায়। এতকিছু ঘটিয়ে ফেলার পরেও বিষয়টা যেন তাঁর কাছে জলভাত মনে হচ্ছিল। তবে সবকিছুর মধ্যেও সুস্থ শরীরে তাঁকে ফিরিয়ে আনার মধ্যে বড় হয়ে উঠছে সেই বিজ্ঞানের জয়গাথা। নাসার পাশাপাশি নভশ্চরদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে এরপর দশের পাতায়

'আমি এসে গেছি', হাত নেড়ে যেন সেই বার্তাই দিতে চাইছেন সুনীতা উইলিয়ামস। ফ্লোরিডায়।

কীভাবে অবতরণ

- স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগন নেমে আসে ফ্লোরিডার কাছে সমুদ্রবক্ষে
- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে খুলে যায় চারটি প্যারাসুট
- মন্থর গতিতে ভাসতে ভাসতে নেমে আসে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে
- বুধবার ভোর ৩ টে ২৭ মিনিটে (ভারতীয় সময়) সুনীতারা ফেরেন পৃথিবীতে
- মহাসাগরের ওই স্থানে আগেই পৌঁছে যায় মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ
- ওই জাহাজের সঙ্গে জুড়ে যায় সুনীতাদের ক্যাপসুল
- এরপর ক্যাপসুলটিকে হাইড্রলিক পদ্ধতিতে জাহাজে তোলা হয়
- ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৪টে ২২ মিনিটে প্রথমে বেরিয়ে আসেন নিক
- তারপর একে একে গোরবুনভ, সুনীতা এবং বুচকে বার করে আনা হয়

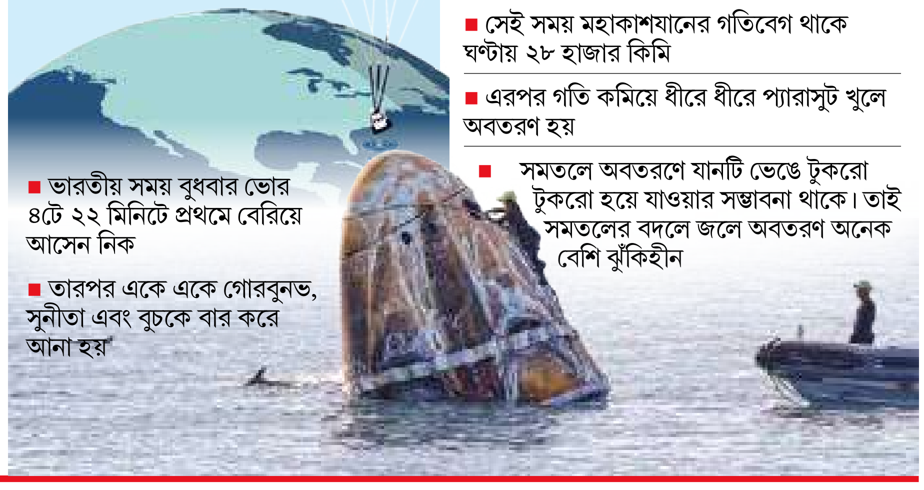

এবারের মহাকাশযাত্রার বিশেষত্ব

- আগের দশকে বাণিজ্যিকভাবে সর্বসাধারণের মহাকাশ সফরের ভাবনা শুরু
- যৌথভাবে প্রস্তুতি শুরু করে দেয় এলন মাস্কের সংস্থা এবং নাসা
- ঠিক হয়, যে যানটিতে মহাকাশ সফর হবে, তার পাইলট হবেন সুনীতা
- সেইমতো সুনীতা ও বুচকে প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে আইএসএসে পাঠানো হয়
- শুধু বাণিজ্যিক সফর নয়, চাষবাসের পরিকল্পনাও ছিল যাত্রার উদ্দেশ্য
- সুনীতারা মহাকাশে চাষবাস নিয়ে গবেষণা করেছেন, ফলিয়েছেন লেটুস

জলেই কেন অবতরণ

- পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে অবতরণ করতে সময় লাগে ৪৫-৬০ মিনিট
- সেই সময় মহাকাশযানের গতিবেগ থাকে ঘণ্টায় ২৮ হাজার কিমি
- এরপর গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে প্যারাসুট খুলে অবতরণ হয়
- সমতলে অবতরণে যানটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সমতলের বদলে জলে অবতরণ অনেক বেশি ঝুঁকিহীন

কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : প্রতিবেশী 'দাদা'কে বিশ্বাস করে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার শিকার হল এক কিশোরী। ওই দাদার হাত থেকে বাঁচতে পালাতে হল কিশোরীকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দেবীডাঙ্গা এলাকায়। শেষপর্যন্ত নিজের বাড়ি থেকেই মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সোনু সাহানি। ওই কিশোরীর অভিযোগ, ঘোরাতে নিয়ে যাওয়ার অছিলায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে জোর করে ঢুকিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল ওই তরুণ। কোনওমতে সে ওই তরুণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ ও ওই কিশোরীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পাশাপাশি বাড়ি হওয়ায় সোনুর সঙ্গে ছোট থেকেই পরিচয় রয়েছে ১৬ বছরের ওই কিশোরীর। তার সঙ্গে বিভিন্ন সময় ঘুরতেও গিয়ে থাকে সে। ওই তরুণ

মনে মনে যে এমন ফন্দি এঁটে ফেলবে, সেটা কল্পনাও করেনি ওই কিশোরী ও তার পরিবার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই তরুণের সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কিশোরী। তার পরিবার প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগে জানিয়েছে, বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দেবীডাঙ্গায় মেয়েকে ঘোরাতে নিয়ে যায় সোনু। সেখানে ঘোরার সময় সে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে জোর করে নিয়ে যায় কিশোরীকে। সেখানেই তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

পুলিশকে ওই কিশোরী জানিয়েছে, তরুণের হাত ছাড়িয়ে কোনওমতে সে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে গোটা ঘটনা জানায়। পরিবারের সদস্যরা এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাতেই সোনুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

গত কয়েক মাসে শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় এই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। শহরের খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকায় প্রতিবেশী তরুণ এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বিহারে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এরপর দশের পাতায়

বাস ধরতে অ্যাম্বুল্যান্সে সওয়ার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ মার্চ : সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েও অ্যাম্বুল্যান্স পেলেন না রোগী। অথচ সেই অ্যাম্বুল্যান্সে চেপেই রীতিমতো ৭০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বাস ধরতে গেলেন হাসপাতালের কর্মী। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের এমন নজিরবিহীন ঘটনা সামনে আসতেই তোলপাড় হাসপাতাল প্রশাসন। পথ দুর্ঘটনায় আহতের জন্য সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স না দিয়ে তা হাসপাতালের কর্মীর ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সুপার নিজেই নেন বলে অভিযোগ। রোগীকল্যাণ সমিতি হাসপাতাল সুপারের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত করে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে রোগীকল্যাণ সমিতি। উত্তর দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, হোলির দিন ইসলামপুর শহরের কলেজ মোড়ের বাসিন্দা গোপালচন্দ্র ঘোষকে একটি বাইক ধাক্কা মারে। গুরুতর অবস্থায় ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একাংশ ওই রোগীর জন্য অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু আচমকা 'সুপারের নির্দেশে' সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স বাতিল করে দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। জখম ব্যক্তির আত্মীয় তপন দত্তের বক্তব্য, মর্মান্তিক ওই ঘটনা কখনও ভুলব না। সরকারি পরিষেবা থেকেও গরিব মানুষকে ঋণ নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে শিলিগুড়ি ছুটতে হল। আমাদের জন্য বরাদ্দ অ্যাম্বুল্যান্স আচমকা কেন বাতিল হল তা রহস্যের।

গত মঙ্গলবার সুপার সুরজ সিনহার ঘনিষ্ঠ হাসপাতালের কর্মী দেবরাজ সরকার কলকাতা যাওয়ার বাস সময়ে ধরতে পারেননি। দেবরাজকে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে বাস ধরতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত সুপার নিজেই নেন বলে অভিযোগ। এই সিদ্ধান্তের জন্য যেমন রোগীর জন্য বরাদ্দ অ্যাম্বুল্যান্স শেষমুহূর্তে বাতিল করা হয়, তেমনই সরকারি টাকায় দেবরাজকে ৭০ কিলোমিটার দূরে বাস ধরতে পৌঁছে দেওয়া হয় অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে।

এ বিষয়ে সুপারের সাফাই, দেবরাজের ইমার্জেন্সি ছিল বলে অ্যাম্বুল্যান্সে ডালখোলা পর্যন্ত বাস ধরার জন্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমাদের হাসপাতালে মাত্র একটি অ্যাম্বুল্যান্স। যেটি কলবুকের জন্য বরাদ্দ। আর হোলির দিন আমি অসুস্থ ছিলাম। ফলে সেদিনকার ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করতে পারব না।

তবে সুপার যাই বলুন না কেন, রোগীকল্যাণ সমিতি জানিয়েছে, এরপর দশের পাতায়

সরকারি পরিষেবা পেলেন না রোগী

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স।

জিমির খোঁজে পোস্টার সুশান্তর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : রোজ সকালে স্কুটার নিয়ে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরছেন সুশান্ত। কোনও বাড়ি থেকে জিমির গলার আওয়াজের মতো শব্দ পেলেই সোজা চলে যাচ্ছেন সেখানে। বাড়ির কর্তাকে অনুরোধ করছেন যার আওয়াজ পেলাম তাকে একটু দেখাবেন? কিন্তু কেন পোষ্যকে দেখতে চান সুশান্ত? কীসের টান? জিমি আসলে সুশান্তর প্রিয় সারমেয়। সেই সারমেয় হারিয়ে গিয়েছে। তার খোঁজে দিনভর শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুশান্ত। স্নেহের জিমির খোঁজ পেতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তিনি একশোটিরও বেশি পোস্টার লাগিয়েছেন। সেখানে ওই সুশান্তর কাতর আবেদন, 'গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত আটটা নাগাদ এই কুকুরটিকে বাড়ির সামনে থেকে কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। কেউ এই কুকুরটির সন্ধান দিলে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।'

জিমির সঙ্গে সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল চার বছর আগে। সুভাষপল্লির মিলন মন্দির রোডে থাকা অ্যাপার্টমেন্টের কিছুটা দূরে কোনও এক শীতের রাতে প্রতিবেশীর ডাকে মাস চারেকের সারমেয়টিকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। বয়সে প্রবীণ সুশান্ত ঘটক ছুটে গিয়েছিলেন ওই সারমেয়টিকে বাঁচাতে। বড় কুকুরদের তাড়ায় ওই সারমেয়টি তখন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ে। সেই শুরু।

সুশান্ত সারমেয়টিকে পরম পরশে বুকে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও যেন তৈরি হয়ে গিয়েছিল আত্মিক সম্পর্ক। নাম দিয়েছিলেন জিমি। এরপর কেটে গিয়েছে চার বছর। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে অবসর জীবন কাটানোর মধ্যেই কোথাও যেন সন্তানসম হয়ে গিয়েছিল সেই 'জিমি'। সন্ধ্যায় স্কুটারে করে ঘোরানো, সকাল-বিকেল বিস্কুট, ভাত-মাংস দেওয়ার মধ্যে ক্রমশই গাঢ় হচ্ছিল জিমি ও সুশান্তর সম্পর্ক। তবে হঠাৎ করে সেদিন সন্ধ্যায় সাদা-কালো রঙের সারমেয়টি উধাও হয়ে যাওয়ায় ফের 'একলা' হয়ে পড়েছেন বছর সত্তরের অবসরপ্রাপ্ত ওই প্রবীণ। কী হয়েছিল?

কথাটা বলার সময় চোখে জল চলে আসে সুশান্তর। বলে চললেন, 'জিমি সন্ধ্যায় অ্যাপার্টমেন্টের সামনেই খেলা করত। ওইদিন সন্ধ্যায় আমি অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে গিয়েছিলাম। রাত নয়টার পরেও জিমি ভেতরে না আসায় বাইরে গিয়ে দেখি, জিমি নেই।' কিছুদিন আগে সারমেয় 'সম্ভ'-কে ঘিরে এক হয়ে গিয়েছিল ওপার বাংলা-এপার বাংলার আবেগ। আবেগের ঢেউ ঘিরে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্ভ-র ছবিতে। এর মধ্যেই শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় নজরে পড়ছে জিমির ছবি। সুশান্ত কাতর আবেদন, 'কেউ আমার জিমিকে খুঁজে পেলে, আমার কাছে ফিরিয়ে দিক।'

'বিজয়ার পরে'র মুকুটে নয়া পালক

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : আগেই দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে শিলিগুড়ির ছেলে অভিজিৎ শ্রীদাসের প্রথম বাংলা ছবি 'বিজয়ার পরে'। এবার ফিল্মফেয়ারে বেস্ট ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হল 'বিজয়ার পরে' ছবির মুখ্য অভিনেত্রী মমতাশংকরকে।

মমতাশংকরের স্বীকৃতিতে খুশি 'বিজয়ার পরে' ছবির পুরো টিম। ফিল্মফেয়ারে তিনটি বিভাগে নমিনেশন পায় অভিজিতের ছবি। বেস্ট ডেবিউ ডিরেক্টর (অভিজিৎ নিজে), সেরা সহ অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং সেরা অভিনেত্রী (ক্রিটিকস চয়েস) মমতাশংকর।

বিচারে সেরা মমতাশংকর

পরিচালক অভিজিৎ বলেছেন, 'ফিল্মফেয়ারের মতো মর্যাদাসম্পন্ন অ্যাওয়ার্ডে মনোনীত হওয়া আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। যেখানে অনেক বড় বড় পরিচালক মনোনীত ছিলেন। বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্রে যাঁদের অবদান রয়েছে। সেখানে আমি তাঁদের পাশে বসার সুযোগ পেয়েছি, এটাই আমার কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি।'

বিজয়ার পরে খুব তাড়াতাড়ি ওটিটিতে মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অ্যাওয়ার্ডের চেয়েও অভিজিতের কাছে মুখ্য বিষয়টি হল তাঁর ছবিটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এত বড় একটি মঞ্চে। শিলিগুড়ির ছেলের এই সাফল্যে খুশি শহরবাসী।

বৌদ্ধ ফোরামের সাংবাদিক বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : বিহারের বুদ্ধগয়া মন্দিরের পরিচালনা সমিতিতে থাকুক শুধু বৌদ্ধরাই। এই দাবিতে গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে অল ইন্ডিয়া বৌদ্ধ ফোরামের নেতৃত্বে বুদ্ধগয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে শামিল হয়েছেন বৌদ্ধরা। একই দাবি নিয়ে বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করল নর্থবেঙ্গল বুদ্ধিস্ট সোসাইটি। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির কার্যকরী সভাপতি ভরতচন্দ্র বড়ুয়া, যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ লামা, হারাধন বড়ুয়া, তপন বড়ুয়া প্রমুখ।

ভরত বলেন, 'বুদ্ধগয়া মন্দিরের পরিচালনা সমিতিতে নয়জনের মধ্যে এখন মাত্র চারজন বৌদ্ধ রয়েছেন। আমাদের দাবি, এই সমিতি যেন পুরোপুরি বৌদ্ধদের হাতেই থাকে। এই দাবি আজকের নয়, বহু পুরোনো। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বুদ্ধগয়ায় অনশনে শামিল হয়েছেন বৌদ্ধরা। দেশের নানা প্রান্ত থেকে বৌদ্ধরা সেখানে যাচ্ছেন কর্মসূচিতে শামিল হতে।' ভরত জানান, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই দাবিতে চিঠি পাঠিয়েছেন। সমস্ত জেলার জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

মাছ ধরতে ভিড় লাটাগুড়ির পুকুরে

বিমুখ পাখিরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি ১৯ মার্চ : মাছ ধরতে ভিড় হচ্ছে জেলা পরিষদের পুকুরে। ফলে মুখ ফেরাচ্ছে পরিযায়ী পাখিরা। ক্ষুব্ধ পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে, পরিবেশপ্রেমীরা। সমস্যা সমাধানে পুকুরের গেটে তালা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জেলা পরিষদ।

লাটাগুড়ির কেন্দ্রস্থলে থাকা জেলা পরিষদের পুকুরে গত কয়েক বছর ধরে আস্তানা গেড়েছে পরিযায়ী পাখির দল। জঙ্গলের বন্যপ্রাণীর পাশাপাশি এই পুকুরের পরিযায়ী পাখিরা পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয়দের দাবি মেনে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম পর্যায়ে পুকুরের চারপাশ বাঁধাইয়ের পাশাপাশি পুকুরপাড়ের পাশে মুক্ত মঞ্চ ও একটি পাখি দেখার জন্য ওয়াচ টাওয়ার গড়ে তুলেছে। প্রথম পর্যায়ের

কাজ শেষ হলেও পর্যটকদের জন্য এখনও খোলা হয়নি এই পুকুর। দ্বিতীয় পর্যায়ে পুকুরটিকে ঘিরে আরও কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে জেলা পরিষদের। তারপরই পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে পুকুরটি। তবে বেশকিছুদিন থেকেই এই পুকুরে একাংশ স্থানীয় বাসিন্দা প্রবেশ করে দিনভর জাল দিয়ে মাছ ধরছিলেন। ফলে পাখিদের ভিড় কমছিল। এতেই ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমী থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীরা। লাটাগুড়ির পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'মানুষের অসচেতনতার জন্য পাখিরা পুকুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এটা মানা যায় না। প্রশাসনের উপযুক্ত পদক্ষেপ দরকার।' লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের মন্তব্য, 'এই পুকুরের চারপাশ ঘেরা রয়েছে। পুকুরে প্রবেশের গেটগুলিতে যাতে তালা মেরে রাখা হয় সেই দাবি জানানো হবে সংশ্লিষ্ট মহলে। পাশাপাশি, সচেতনতামূলক পোস্টার পুকুর পাড়ে লাগানোর চিন্তাভাবনা চলছে।'

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ জানান, যতদিন না পুকুরটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে, ততদিন যাতে পুকুরপাড়ের গেটে তালা মেরে রাখা যায় সেই চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি, সামাজিক অনুষ্ঠানে জল ভরার জন্য এলাকাবাসীর যাতে সমস্যা না হয়, সেজন্য নির্দিষ্ট স্থানে চাবিও রাখা হবে বলে জানান তিনি।

এসআরএমবি-তে যোগ রোহিতের

নিউজ ব্যুরো

১৯ মার্চ : এসআরএমবি'র নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে যোগ দিলেন ভারতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তী অধিনায়ক কপিল দেব, এমএস ধোনির পর রোহিতের যোগদান এসআরএমবি'র ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করল। বিগত কয়েক দশক ধরে এই সংস্থাটি উন্নত ও শক্তিশালী ভারত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এসআরএমবি'র ডিরেক্টর আশিস বেরিওয়ালা বলেন, 'টিএমটি বার থেকে উইন্ডো সেকশনের রিয়ালএজ আজ দেশের নির্মাণশিল্পে এসআরএমবি'র সামগ্রী হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কপিল শর্মাকে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আট বছর আগে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন এমএস ধোনি। এবার রোহিত শর্মা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ করলেন চ্যাম্পিয়নদের পছন্দের ক্যাম্পেন।' তাঁর আরও সংযোজন, বিজ্ঞাপন শুটিংয়ে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০০৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০০৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

হারানো/প্রাপ্তি

আমি দীপক কর, পিতা মৃত পরেশ চন্দ্র কর, ঠিকানা ১ নং ডাবগ্রাম কলোনি, পোস্ট- রবীন্দ্র সরণি, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি। আমার 2.5 কাঠা জমির দলিলটি রাস্তায় হারিয়ে যায়। যার R.S. খতিয়ান নং 587, L.R. খতিয়ান নং 659, R.S. প্লট নং 80/747, L.R. প্লট নং 176 ও 177, শিট নং13, L.R. শিট নং 134, মৌজা ডাবগ্রাম, জেলা জলপাইগুড়ি, সেল ডিড নং 4136. উক্ত দলিল কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। 98320-66924. (C/115259)

অ্যাফিডেভিট

D.L. No. WB 71 2005 0895344তে আমার নাম ভুলবশত Ratan Kumar Chhetri আছে, গত 19.03.2025 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Ratan Chhetri এবং Ratan Kumar Chhetri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/114775)

ড্রাইভিং লাইসেন্সে (No. WB 6920000890803) ভুল থাকায় 18/03/2025-এ আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট করে আমি Tapan Roy, পিতা-Late Nagendra Chandra Roy থেকে Tapan Ray, পিতা- Late Nagendra Chandra Ray হলাম। আমার জন্মতারিখ 09.04.1975 এর পরিবর্তে 29.04.1975 করা হল। (C/115509)

বিক্রয়

City Auto বিক্রি। Tata Majic- BH4 ফুলবাড়ি to চম্পাসারি ভায়া H.C. Road, Ph. No- 8101618595. (C/115658)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 8927713227. (C/115258)

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য অভিজ্ঞ ম্যানেজার এবং রুম বয় চাই। বয়স-20-35 মধ্যে। বেতন - 15 হাজার, 10 হাজার। ইন্টারভিউ 23/3/25 (11 A.M.). M : 98323-15933. (C/115661)

Ashalata Basu Vidyalaya, an English Medium School (H.S.), urgently requires teacher in English. Interested candidates with M.A., B. Ed & M.Ed., preferably English Medium back ground/ fluency in English can submit the CV with testimonials within 26th March'25 from the date of publication in the school office, addressing Principal, Ashalata Basu Vidyalaya, Old Police Line, Jalpaiguri- 735101, E-mail- ashalatabasuvidyalayal@gmail.com, only shortlisted candidates will be called for Screening Test, Demonstration & Interview. (C/114776)

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

কুরুখ রক্ষায় প্রশিক্ষণ

বীরপাড়া, ১৯ মার্চ : উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মাতৃভাষা কুরুখ। তবে তাঁদেরই একটা বিরাট অংশ এখন আর ওই ভাষায় কথা বলেন না। বাংলা এবং হিন্দি ভাষায় কথা বলতেই তাঁরা বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। আর নিজেদের মধ্যে তাঁরা সাদরি ভাষায় কথা বলেন। হারিয়ে যেতে বসা সেই কুরুখ ভাষা সংরক্ষণে এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর এগিয়ে এল। তাদের উদ্যোগে এবং কুরুখ লিটারারি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া নামে একটি সংগঠনের পরিচালনায় বীরপাড়ায় কুরুখ ভাষা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। সারনা এসটি ক্লাবে গত ১৭ মার্চ থেকে ওই শিবির শুরু হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। কেন্দ্রীয় সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক মহেশ মিনজ সহ চারজন ওই ভাষায় শতাধিক পড়ুয়াকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

পড়ুয়ারা বেশিরভাগ জনই মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের। কীভাবে কুরুখ ভাষায় কথা বলতে হয়, কীভাবে লিখতে হয় তা শেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যাকরণবিধির পাঠও চলছে। মহেশ বলেন, 'চর্চার অভাবে কুরুখ ভাষা বিলুপ্ত হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা এখন সাদরি ভাষায় কথা বলেন। অথচ সাদরি শুধুমাত্র একটি সংযোগকারী ভাষা। ঝাড়খণ্ডেও সাদরি ব্যবহৃত হয়। ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নন এমন মানুষরাও ওই ভাষায় কথা বলেন। ফলে কুরুখ সংকটের মুখে পড়েছে।'

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী পড়ুয়ারা বাংলা বা হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করেন। তাই তারাও ওই দুটি ভাষাতেই সাবলীল। বানারহাট হিন্দি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র বিশাল লাকড়াও শিবিরের একজন প্রশিক্ষক। তিনি বলছেন, 'মাতৃভাষা সংরক্ষণেই এই শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চর্চা বাড়ানোর মাধ্যমেই কুরুখ ভাষাকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। আর চর্চার অন্যতম প্রথম ধাপ হল কথা বলা।'

আকাশ ইনভিক্টস চালু

নিউজ ব্যুরো

১৯ মার্চ : জেইই প্রস্তুতির জন্য আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড আকাশ ইনভিক্টস চালু করল। ওই উন্নতমানের প্রোগ্রাম সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আকাশ ইনভিক্টস প্রোগ্রামে প্রায় ৫০০ জন অভিজ্ঞ জেইই ফ্যাকাল্টি রয়েছেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের শীর্ষস্থানীয় আইআইটি র‍্যাংক পেতে সাহায্য করবেন। ওই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা এখনও এক লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থীকে আইআইটিতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। সেখানে শারীরিক শিক্ষা ও বিশেষ অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে, যা জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। আকাশ ইনভিক্টসের উদ্দেশ্য হল, পড়ুয়াদের সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা প্রদান করা।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...ভরোসে কা প্রতীক ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

সার্কেল শাস্ত্র সেন্টার এন.জে.পি (শিলিগুড়ি)
তৃতীয় তলা, ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১
ইমেল : cs8289@pnb.co.in টেলি : ০৩৫৩-২৪৩৫৭৬

পিএনবি/এনজেপি শিলিগুড়ি/শাস্ত্র/ /২০২৪-২৫ তারিখ : ১৭.০৩.২০২৫

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] স্থাবর সম্পত্তির জন্য

যেখানে,
নিম্নে স্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ার সুবাদে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সেকশন ১৩(১২)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ এর ক্ষমতাবলে ২০.১২.২০২৪ তারিখের হিসেবে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে- ঋণগ্রহীতা **শ্রী তন্ময় আগরওয়াল, শ্রী প্রবীন আগরওয়ালের পুত্র, এবং শ্রীমতী স্মৃতি মাহেশ্বরী মাহালানী, শ্রীমতী স্মৃতি মাহেশ্বরী মাহালানী ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৪-এইচ, পঞ্চম তলা, যশোদা হাইটস, ডন বস্কো কলোনি, জ্যোতিনগর, সেবক রোড, টি পয়েন্টের নিকট, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১ ডাকা হয়েছে, যেখানে নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য টা: ৩১,০৪,৬২৯.৩২ (টাকা : একত্রিশ লক্ষ চার হাজার ছয়শত উনত্রিশ এবং বত্রিশ পয়সা)** মাত্র নোটিশে উল্লেখিত নোটিশ জারি হওয়ার তারিখ / রসিদের তারিখের থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করতে বলা হচ্ছে।
যদি ঋণগ্রহীতা অর্থমূল্য শোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের উদ্দেশে নোটিশ জারি করা হয়েছে যে, নিম্নে স্বাক্ষরকারী নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটি সেকশন ১৩ অ্যাক্টের অধীনস্থ সাব সেকশন (৪) এর দ্বারা পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২ এর রুল ৮ এর ক্ষমতাবলে ২০২৫ সালের মার্চ মাসের ১৭তম দিনে দখল নিয়ে নেবে। তথাপি, নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিটিকে কোনওপ্রকারে ব্যবহার না করার জন্য। যদি, সম্পত্তিটিকে কোনওভাবে ব্যবহার করা হয় তবে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অর্থমূল্য **টা: ৩১,০৪,৬২৯.৩২ (টাকা : একত্রিশ লক্ষ চার হাজার ছয়শত উনত্রিশ এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র)** -এর উপর সুদ এবং অন্যান্য চার্জ দাবি করার সমস্ত রকমের অধিকার রয়েছে।
ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতা / বন্ধকদাতাকে সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৮) এর দ্বারা সুরক্ষিত সম্পত্তিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুক্ত করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণের আহ্বান জানানো হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা ঃ-
বসবাসযোগ্য ফ্ল্যাটটির নং ৪-এইচ, পঞ্চম তলায়, ১০১২ স্কোয়ার ফিট পরিমাপের (যেটি সমানুপাতিক ভাগে বিভক্ত সিঁড়ি এবং লিফ্টের এলাকা যেটি সম্পূর্ণ নির্মিত এলাকার ২০% এর বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে) -যেটি শ্রী তন্ময় আগরওয়াল শ্রী প্রবীন আগরওয়ালের পুত্র এবং শ্রীমতী স্মৃতি মাহেশ্বরী মাহালানি শ্রী তন্ময় আগরওয়ালের স্ত্রী এবং একটি গ্যারেজ অংশভাগ হিসেবে ১১০ স্কোয়ার ফিট পরিমাপের, নীচ তলার একটি বহুতল একটি ভবনের অগভীর স্থানে- ২০ কাঠা পরিমাপের একটি অবিভক্ত জমিতে প্লট নং-২৬০, খতিয়ান নং ৫৪৯, জে.এল. নং-০২, শিট নং ০৮, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, মৌজা-ডাবগ্রাম, থানা-ভক্তিনগর, জ্যোতিনগরের অধীনস্থ, দুই মাইল, সেবক রোড, তাৎপর্যপূর্ণ হোল্ডিং নং-ভিএল/১০০/এ/৫৭ শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ৪১ এর অধীনস্থ, জেলা-দার্জিলিং-এ অবস্থিত।
স্থান : শিলিগুড়ি **অনুমোদিত আধিকারিক**

E-Tender Notice
NIT No.: PBSSM/CoB/01/24-25 for Construction of Additional Classroom for High & Higher Secondary School, Cooch Behar
The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender. The details can be obtained from http://wbtender.gov.in.
Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

e-Tender Notice
DDP/N-43/2024-25 & DDP/N-44/2024-25
e-Tenders for 17 (Seventeen) nos. of works under SBM (G) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-43/2024-25 & DDP/N-44/2024-25 is 26.03.2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ABRIDGE NOTICE
Application for NIT No-21/KCK-II and 22/kck-II, 23/kck-II Sl. No. 01 and sl no-1-10 and sl no-1-3 is invited by the E.O/BDO Kaliachak-II Block from the bidders. Last date of bid submission is 02.04.2025 and 26.03.2025 and 26.03.2025 upto 18:00 Hrs. Tender ID-2025 DDM_828115_1 and 2025_ DMM_828136_1-10 2025_ZPHD_827966_1-3 respectively. Submission of bid regarding NIT no-18/KCK-II dated-03.03.2025 and corrigendum vide memo no-76/1(15)/kck-II dated-11.03.2025 is extended to 26.03.2025 upto 18.00 Hrs. Details are available in the www.wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & EO
Kaliachak-II Dev. Block/PS
Mothabari, Malda

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩ তারিখ : ১৮.০৩.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপন লটের জন্য ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in -তে প্রকাশ করা হয়েছে। [illegible]
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে। MLD-254/2024-25
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আমার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

মিঠিঝোরা রাত ১০.১৫ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সঙ্গী, ১০.০০ প্রেমের কাহিনী, দুপুর ১.০০ চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধে ৭.৩০ গ্রেফতার, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু, ১.০০ হেমলক সোসাইটি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মিস কল, বিকেল ৪.১৫ সিঁদুরের বন্ধন, সন্ধে ৭.৩৫ শুধু তোমারই জন্য, রাত ১০.৩৫ বাঘ বন্দি খেলা
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুতুলের অভিশাপ, দুপুর ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ১০.০০ দাদার কীর্তি, ১.০০ রবিবার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগপঞ্চমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বাক্সবন্দি
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৮ জ্বলজ্বলা, দুপুর ২.০১ ফুল অওর কাঁটে, বিকেল ৫.২৪ ইজ্জত, সন্ধে ৭.৩০ খিলাড়ি ৪২০
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ সিং ইজ ব্লিং, দুপুর ১.৫৬ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.৩৯ জাল : দ্য ট্র্যাপ, সন্ধে ৭.৩০ সূর্য : দ্য সোলজার, রাত ১০.৩৯ বুলন্দি
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ জলি এলএলবি, ২.৩০ অকিরা, বিকেল ৫.০০ দম লগাকে হইসা, সন্ধে ৬.৪৫ ম্যায় মেরি পত্নী অওর ওহ, রাত ৯.০০ গেস্ট ইন লন্ডন, ১১.১৫ ডিয়ার ড্যাড
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৫৫ লভ হস্টেল, ২.৩২ সাইনা, বিকেল ৪.৫০ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৩৪ ধড়ক, রাত ৯.০০ দোবারা, ১১.১৬ এনএইচ ১০
রমেডি নাউ : দুপুর ১.৫০ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার, বিকেল ৫.৪০ ফার্স্ট ডটার, রাত ৯.০০ আইস এজ-ডন অফ ডায়নোসরাস, ১০.৩০ ফলেন

দাদার কীর্তি রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

দম লগাকে হইসা বিকেল ৫.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

দ্য থমাস ক্রাউন দুপুর ১.৫০ রমেডি নাউ

কিল রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের চাকরির খবরে আনন্দ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃষ : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। কোনও আত্মীয়ের সাহায্য পেয়ে আনন্দ। মিথুন : যেচে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মায়ের শরীরের দিকে নজর দিন। কর্কট : কোনও পরিকল্পনা বাস্তব হতে পারে। মেয়ের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে আনন্দলাভ। সিংহ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যায় পড়তে পারেন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। দীর্ঘদিন পরে প্রিয় বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। তুলা : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। নতুন ব্যবসার প্রয়োজনে বেশিকিছু ধার করতে হতে পারে। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা। ধনু : সমাজে সুবক্তা হিসেবে প্রশংসিত হবেন। পেটের অসুখে জরুরি কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। মকর : বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনা। ছেলের জন্য গর্ব। কুম্ভ : কোনও কারণে টাকার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতারককে চিনতে পেরে স্বস্তি। মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২৯ ফাল্গুন, ২০ মার্চ, ২০২৫, ৬ চ'ত, সংবৎ ৬ চৈত্র বদি,১৯ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৭, অঃ ৫।৪৪। বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ১০।৪৯। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৮।১১। ব্রজযোগ দিবা ৩।৩২। গরকরণ দিবা ১০।১ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।৪৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।১১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৪৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১০।৪৯ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি- ২।৪৫ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৫ গতে ১।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৭।১৩ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৮।১১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৫ মধ্যে নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ - রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN
Unlock Your Dreams to Become a Doctor
ALLEN NEET(UG) 2024 Results validated by
Official result validator
EY
AIIMS (MBBS)
660
ALLENites secured seats out of 2207 in AIIMS 2024
GMCs (MBBS)
10000+
ALLENites secured their seat in Govt. Medical Colleges (2024)
Turning Dreams Into Success Stories
NEET (UG) 2024 AIR 1
720/720 Divyansh Jitender 2-Year classroom student
720/720 Mazin Mansoor 2-Year classroom student
720/720 Neha K. Mane 1-Year classroom student
720/720 Prachita 2-Year classroom student
720/720 Taijas Singh 2-Year classroom student
Siliguri Success Stories in NEET (UG)-2024
710/720 AIR 289 Peehu Agarwal 1-year classroom student STATE TOPPER (OTHER)
651/720 AIR 26030 Diwash Sharma 1-year classroom student SIKKIM TOPPER
697/720 AIR 1728 Arindam Dey 2-year classroom student
690/720 AIR 3531 Tiyasha Paul 1-year classroom student
681/720 AIR 6524 Prabhat Chaurasia 2-year classroom student
676/720 AIR 8630 Tamanna Khadanga 2-year classroom student
662/720 AIR 17028 Sukaynna Mitra 2-year classroom student
658/720 AIR 20468 Snehal Suman 1-year classroom student
ADMISSIONS OPEN
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.) | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass
Batches starting from 25 March
SIGN-UP FOR ASAT
GET UP TO 90% SCHOLARSHIP*
23 & 30 March
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
ALLEN Siliguri Center
95137 84242 allen.ac.in/siliguri
ALLEN Kota Center
0744-3556677 allen.ac.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

চেষ্টা চলছে, অজুহাত

তালাবন্ধ কর্মতীর্থ ভবন। অমিল পানীয় জল। আমআদমির সমস্যা সমাধানে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি? শুনলেন মহম্মদ হাসিম।

আনন্দ ঘোষ
সভাপতি, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি

জনতার চার্জশিট

জনতা : আপনার অফিসের পাশেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কন্যাশ্রী পার্ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পার্ক সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই কেন?

সভাপতি : আমরা এবার এই পার্ক মেরামতের জন্য দুই ধাপে মোট চার লক্ষ টাকার টেন্ডার করেছি। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

জনতা : ভৈষাটিতে ব্লকের একমাত্র কর্মতীর্থ ভবন দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ। স্বাভাবিকভাবে বন্ধ এখানকার ১৬টি স্টল। পুনরায় স্টলগুলি চালু করার কোনও পরিকল্পনা আছে?

সভাপতি : এটা চালু করার জন্য আমরা জেলা শাসক, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে জানিয়েছি। এই ভবনের দায়িত্বভার আমরা পুরোটাই নিতে চাইছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা কোনও উত্তর পাইনি।

জনতা : গোটা ব্লকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প পুরোদমে চালু করা যায়নি। বিশেষ করে গোঁসাইপুর, আপার ও লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এ নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। কী বলবেন?

সভাপতি : এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতে জমির সমস্যা রয়েছে। আমরা লোয়ার বাগডোগরার ধীমালে একটা জমি চিহ্নিত করেছি। আরও জমির খোঁজ চলছে। আপাতত নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদুভিটায় গোটা ব্লকের জন্য প্রকল্প চালু রয়েছে।

জনতা : আপনার সঙ্গে বিডিও'র প্রায়ই বিবাদ লাগে। এর জেরে কাজকর্ম চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন অন্য কর্মীরা। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

সভাপতি : বিডিও'র সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও বিবাদ নেই। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী অফিস চালাতে হবে। সরকারি টাকার হিসেব এবং মিটিং নিয়ে বিডিও'র সঙ্গে সমস্যা হয়েছিল। বিষয়গুলি সভাধিপতি, জেলা শাসককে জানানোর পরে কিছুটা মিটেছে।

জনতা : ব্লকজুড়ে পানীয় জলের মারাত্মক সমস্যা। ১২১টির মধ্যে ১০০টি সংসদে এখনও ঘরে ঘরে পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছায়নি। এ ব্যাপারে কিছু ভাবছেন কি?

একনজরে

মোট আসন সংখ্যা : ১৮
গ্রাম পঞ্চায়েত : ৬টি
জনসংখ্যা : ১,৫৭,৯৩১
(২০১১ *সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন :১৮২.৪৬ বর্গকিলোমিটার

সভাপতি : ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছানোর জন্য ২০২৫ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। চেষ্টা চলছে।

জনতা : বহু কৃষক এখনও জমির পাট্টা পাননি কেন?

সভাপতি : বেশ কিছু জায়গায় জমির চরিত্র পরিবর্তন না হওয়ায় আমরা পাট্টা দিতে পারছি না। জমির চরিত্র পালটাতে একটা রেজোলিউশন কপি জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

জনতা : আপনার দপ্তরের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জমি সংক্রান্ত মামলায় জেল খেটেছেন। তারপরেও ভুয়ো দলিল, খতিয়ান বানিয়ে জমি দখলের অভিযোগ উঠছে। কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

সভাপতি : জমি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। কোথাও সরকারি জমি ভুয়ো দলিল, খতিয়ান বানিয়ে বিক্রি হয়ে থাকলে সেগুলো পুনরায় উদ্ধার করা হবে।

এই জল এল, ওই চলে গেল...

শুক্রবার থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা বহুদিনের। তবে এই সমস্যা সমাধানে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। প্রথম পর্যায়ের কাজ চলতে চলতেই এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে প্রথম পর্যায়ে গজলডোবা থেকে ফুলবাড়ি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রথম পর্যায়ের কাজ চলাকালীন আগামী শুক্রবার থেকে একসঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। এই পর্যায়ে পুকুর তৈরি, বিদ্যুতের পাওয়ার স্টেশন স্থাপন সহ বেশ কিছু কাজের জন্য ২৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলেছেন, 'প্রথম পর্যায়ের কাজ চলছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে শুক্রবার থেকে। ২০২৬ সালের মধ্যে দুই পর্যায়ের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।' দুলাল আশাবাদী হলেও এত দ্রুত কাজ শেষ হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

২৮৭ কোটি

প্রথম পর্যায়ে গজলডোবা থেকে ফুলবাড়ি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ এগিয়েছে

সিদ্ধান্ত হয়েছে, শুক্রবার থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে

এই পর্যায়ে পুকুর তৈরি, বিদ্যুতের পাওয়ার স্টেশন স্থাপন সহ বেশ কিছু কাজের জন্য ২৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ

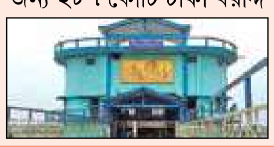

কেন্দ্রের আম্রুত প্রকল্প এবং রাজ্য সরকারের যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে পুরনিগম। প্রায় ৫১১ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হতে আরও বছর দুয়েক সময় লাগবে বলা হলেও, যে গতিতে কাজ হচ্ছে তাতে এই পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই (২০২৭ সালে পুরভোট) জলসমস্যা মিটবে বলে পুরনিগম আশাবাদী। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে ফুলবাড়িতে একটি স্টোরেজ পন্ড (পুকুর) তৈরি করা হবে। পাশাপাশি ওভারহেড রিজার্ভার, বিদ্যুতের সাব-স্টেশন এবং কিছু পাইপলাইনের কাজ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য খরচ হবে ২৮৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ হবে জল সরবরাহ। আশা করা হচ্ছে, প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হতে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যাবে।

দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয় গতবছর। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে পাইপ বসানোর কাজ অনেকটা এগিয়েছে। তবে ইনটেক ওয়েল নিয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। সেই জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত কাজ শুরু বলে পুরনিগম সূত্রের খবর। এখন দেখার, শহরবাসী কবে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের সুবিধা পায়।

রেহাই নেই শহরবাসীর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ফের জলসমস্যা শহর শিলিগুড়িতে। রেহাই মিলছে না শহরবাসীর। কোনও ওয়ার্ডে জল মিলছে না। কোথাও আবার সময়মতো আসছে না। কোনও ওয়ার্ডে অল্প সময়ের জন্য আসছে, কোথাওবা জল এলেও মন্থর গতি। সবমিলিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

কেন এই সমস্যা? বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন পাতার কাজ করতে গিয়ে মাটি কাটার সময় জলের পাইপে ফেটে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শহরের কলেজপাড়া, সুভাষপল্লির বাসিন্দারা এই অভিযোগ তুলছেন। সম্প্রতি ডাবগ্রামের মাতৃসদনে জলের পাইপ ফাটার ছবি ধরা পড়েছে। এসবের কারণেই কী জলসমস্যা তৈরি হয়েছে, প্রশ্ন উঠলেও স্পষ্ট কোনও জবাব দিচ্ছে না পুরনিগম।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তার ফোন সুইচড অফ থাকায় তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য জলসমস্যা নিয়ে 'কোনও অভিযোগ পাইনি' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথা, 'এমন কোনও খবর আমার কাছে নেই। তবে যদি এরকম কোনও সমস্যা হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই সেটা সমাধান করা হবে।'

ফাটছে পাইপ

- শিলিগুড়িতে জলের সমস্যা অব্যাহত
- কোথাও জল একেবারেই মিলছে না, কোথাও অল্প সময়ের জন্য আসছে
- কোথাও জল আসছে, কিন্তু মন্থর গতির কারণে অতিষ্ঠ শহরবাসী
- বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন পাততে গিয়ে জলের পাইপ ফাটছে
- ডেপুটি মেয়র দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন

ডেপুটি মেয়র কোনও খবর পাননি বলে মন্তব্য করলেও শহরবাসী কিন্তু অন্য কথা বলছেন। মাঝেমধ্যে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ২০ নম্বর ওয়ার্ডে জল আসছে না। বিকেলের দিকে বালতি হাতে আশপাশে থাকা কুয়ো থেকে জল আনতে দেখা গিয়েছে ওয়ার্ডবাসীদের। তাঁদের মধ্যে একজন গীতা সরকার বলছিলেন, 'এই জল (কুয়োর) দিয়ে বাকি কাজ করা যাবে ঠিকই, কিন্তু পানীয় জলের কী হবে?' তারপর তিনি জানালেন, মাঝেমধ্যেই এমন সমস্যা দেখা যায়। 'আমরা কি রোজ জল কিনে খাব নাকি?' প্রশ্ন তুলেছেন গীতা।

একই অবস্থা ডাবগ্রামে। সম্প্রতি কলের সামনে এসেও খালি বালতি হাতে ফিরে যেতে দেখা গিয়েছে অনেকজনকে। তাঁদের মধ্যে একজন সুশান্ত রায় বললেন, 'মাঝেমধ্যেই এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বিষয়টা অসহ্য হয়ে উঠছে। কখনও জল আসছে না। কখনও এলেও গতি কম। এভাবে চলে নাকি!'

বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন পাতার কাজ করতে গিয়ে এই সমস্যা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন এক বাসিন্দা দিলীপ সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'মাটির নীচ দিয়ে তার নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। কাজ করতে গিয়ে পাইপ ফেটে যাচ্ছে। সে কারণেই সমস্যাগুলো বেশি করে মাথাচাড়া দিচ্ছে হয়তো।' এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া উচিত বলে মনে করছেন তাঁর মতো সকল ভুক্তভোগী।

র‍্যাশনের সামগ্রী বিলিতে অনিয়ম

চোপড়া, ১৯ মার্চ : র‍্যাশনের সামগ্রী বিলিতে অনিয়মের অভিযোগে দোকানে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকদের একাংশ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া ব্লকের শীতলগছ এলাকার ১০ নম্বর র‍্যাশনের দোকানে। গ্রাহকদের অভিযোগ, অনেক সময় হাতে স্লিপ ধরিয়ে দেওয়ার পরেও সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না। এদিনও দোকানের সামনে লম্বা লাইন ছিল। পরিমাণের থেকে চাল কম দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। আর তাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।

গ্রাহকদের মধ্যে দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'পরিমাণে এক কেজি চাল কম দেওয়ার বিষয়টি একাধিকবার ডিলারকে জানিয়েও লাভ হয়নি।' পূর্ণকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'এখানে নিয়ম মেনে র‍্যাশন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না।' গ্রাহকদের বিক্ষোভের কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে আসেন ব্লক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের আশ্বাসে গ্রাহকরা বিক্ষোভ তুলে নেন। ডিলার চন্দ্রমোহন সিংহ শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর ছেলে অক্ষয়কুমার সিংহ অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বাবার অসুস্থতার কারণে কর্মচারীদের মাধ্যমে সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। তবে এ ধরনের অভিযোগ ঠিক নয়।' তবে অনেক সময় চাল, আটার প্যাকেট ফেটে যাওয়ায় পরিমাণের তুলনায় গ্রাহকরা কিছুটা কম সামগ্রী পেতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। চোপড়া ব্লকের খাদ্য দপ্তরের সার্কেল ইনস্পেকটর চিরঞ্জিত বিশ্বাসকে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে খাদ্য দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক মহম্মদ মুসির আহমেদ বলেন, 'তেমন কোনও সমস্যা নয়। সার্ভার বিভ্রাটের কারণে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

দোকানে বিক্ষোভ

হিমঘরের পথে

একদিকে আলু কুড়ানির দল। অন্যদিকে, আলুবোঝাই গাড়ির লাইন। বুধবার সকালে ইসলামপুর ব্লকের কলতাহার কালীবাড়ি মোড়ে রাজু দাসের তোলা ছবি।

গন্ডার বেশি, উদ্বিগ্ন বন দপ্তর

লাটাগুড়ি, ১৯ মার্চ : এ যেন কভি খুশি, কভি গম! তিন বছরে গরুমারায় বেড়েছে ছয়টি গন্ডার। এই খবরে একদিকে উচ্ছ্বসিত বন দপ্তর। এরই সঙ্গে ঘনাচ্ছে চিন্তার মেঘও। গন্ডারদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় বন দপ্তর। চোরাশিকারিদের থেকে গন্ডারদের বাঁচাতে বনে পাহারায় জোর দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে তথ্য আদানপ্রদান চলছে বনবস্তিবাসী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে। কোনও গন্ডার গরুমারা থেকে পাশের জঙ্গলে চলে গেলে সেগুলিকে ফিরিয়ে না এনে সেখানেই তাদের নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

গত ৫ এবং ৬ মার্চ গরুমারায় দু'দিন ধরে গন্ডার শুমারি হয়। শুমারি শেষে মঙ্গলবার শুমারির রিপোর্ট প্রকাশ করে বন দপ্তর। তাতে দেখা যায়, গরুমারার গন্ডারের সংখ্যা ৫৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬১। সেগুলোর মধ্যে ২৭-২৮টি গন্ডার সাব-অ্যাডাল্ট। নবপ্রজন্মের গন্ডারের সংখ্যা বেশি থাকায় খুশি বন দপ্তর।

বর্তমানে গরুমারা ছাড়াও আশপাশের নাথুয়া, রামশাই সহ জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বিভিন্ন বনাঞ্চলে গন্ডারদের অবাধ বিচরণ রয়েছে। এর আগে গরুমারা ছেড়ে আশপাশের এলাকায় গন্ডার চলে গেলে কুনকি হাতি দিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনত বন দপ্তর। কিন্তু বর্তমানে সেই সিদ্ধান্তে বদল এনেছে বন দপ্তর। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'কোনও বনাঞ্চলে গন্ডার চলে গেলে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ সেই গন্ডারের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়। সেই কাজে গরুমারা বন বিভাগও তাদের সহযোগিতা করে।'

তবে গন্ডারের এই বাড়বাড়ন্তে চিন্তার ভাঁজ বনকর্তাদের কপালে। এর আগে গরুমারায় গন্ডার শিকারের ইতিহাস বেশ বড়। ২০১৭ সালে চোরাশিকারিদের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় দুই গন্ডারের। সেগুলির খড়্গ চুরি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর। সেবার অবশ্য চোরাশিকারিদের টার্গেট হয় একটি গন্ডার। ২০২১ সালে মণিপুর থেকে এক চোরাশিকারি ধরা পড়ে পুলিশের জালে। তদন্তে নেমে জানা যায়, গরুমারার এই গন্ডার নিধনযজ্ঞে যোগ রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গি সংগঠনের।

গরুমারা

এবার সংখ্যা বাড়ায় ফের চোরাশিকারিদের নজরে পড়তে পারে গরুমারার গন্ডার। তাই তাদের নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না বন দপ্তর। হেঁটে কিংবা হাতির পিঠে চেপে গন্ডারদের নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির (জেএফএমসি) সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

ন্যূনতম ৯ হাজার টাকা পেনশন দাবি

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিমের মাধ্যমে ন্যূনতম ৯ হাজার টাকা পেনশন চালু সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নামল পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতি। কেন্দ্র যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেয়, বরিষ্ঠ নাগরিকদের রেলের ভাড়ায় ফের ছাড় দেয়, সেই দাবি তোলা হয়েছে। দাবির সমর্থনে সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে বুধবার শিলিগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ হয়। পেনশনারদের বকেয়া ডিএ প্রদান, মেডিক্লেম থেকে জিএসটি প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবি তোলা হয়। আন্দোলনে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বক্তব্য রাখেন সিটুর দার্জিলিং জেলা সভাপতি মোহন পান্ডা ও জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ।

সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুণ্ডু বলেন, 'দেশের প্রায় ৩৭ লক্ষ পেনশনার মাসিক ন্যূনতম ১০০০ টাকা করে পেনশন পান। তাঁদের অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

কার্সিয়াংয়ের বৈঠক নিষ্ফলা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : আগুন লাগার ঘটনার পরদিনই লংভিউ চা বাগান নিয়ে কার্সিয়াংয়ে বৈঠকে বসলেন শ্রম দপ্তরের কর্তারা। শ্রমিকরা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে এখনও অনড়। বুধবার কার্সিয়াংয়ের বৈঠক থেকে এ নিয়ে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। এদিনের বৈঠকে অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

এমনিতে লংভিউ বাগানের ফ্যাক্টরি বন্ধ। শুধুমাত্র পাতা তোলার ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় মালিক-শ্রমিক উভয়পক্ষকে। মঙ্গলবার বাগানে চা গাছে আগুন লাগে। অনেক গাছ পুড়ে যায়। আগুন প্রাকৃতিক কারণে লেগেছে, নাকি কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে ধরিয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে এলাকায়।

২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় শ্রমিকরা

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডিমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রদাস শর্মা বলেছেন, 'পাতা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই বাগান খোলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। রাজ্য সরকার ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার কথা বলেছে। সেখানে ২০ শতাংশ বোনাসের বিষয়টি সরকার কী করে বলবে? বোনাস নিয়ে অযৌক্তিক দাবি করা হচ্ছে।'

চুরি

চোপড়া, ১৯ মার্চ : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের জাদুগছ গ্রামে মঙ্গলবার রাতে এক বাড়িতে সিঁধ কেটে চুরি হয়। বাড়ির মালিক নারায়ণ সিংহ বলছেন, 'দুষ্কৃতীরা শোয়ার ঘরের সিঁধ কেটে ভিতরে ঢুকে একটি মোবাইল, নগদ, সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়।' চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে, কালাগছ বাজারে একটি দোকানে চুরির অভিযোগে এক তরুণকে পাকড়াও করে বুধবার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা।

সাইবার প্রতারণা রুখতে সচেতনতা প্রচার গ্রামে

চোপড়ায় পথনাটক, সাইকেল র‍্যালি পুলিশের

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৯ মার্চ : সাইবার প্রতারণা এখন শুধুমাত্র আর শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রতারকদের জাল ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলেও। এই যেমন চোপড়ায়। গত এক-দুই বছরে বেশ কয়েকটি সাইবার ক্রাইমের ঘটনা ঘটেছে। টাকা খুইয়েছেন বহু গ্রামবাসী। চোপড়ার গ্রামে সাইবার প্রতারণার ঘটনা এড়াতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশকর্তারা। বুধবার সাইকেল র‍্যালি আয়োজন করা হয়।

এদিন সকালে তিস্তাপল্লির মাঠ থেকে এই সাইকেল র‍্যালি বের হয়। উদ্বোধন করেন ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। র‍্যালির একদম শুরুতে দেখা যায় খোদ পুলিশ সুপার জবি থমাসকে। তাঁর মতোই সাইকেলে চেপে র‍্যালিতে অংশ নেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা।

র‍্যালিটি ইসলামপুর থেকে শুরু হয়ে রামগঞ্জ, সুজালিতে যায়। তারপর সেখান থেকে লক্ষ্মীপুর হয়ে চোপড়ায় প্রবেশ করে। র‍্যালির পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় পথনাটিকার মাধ্যমে সাইবার প্রতারণা নিয়ে সচেতন করা হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপাও।

ইতিমধ্যেই চোপড়ায় সাইবার প্রতারণার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। অপরাধীদের ধরতে কালঘাম ছুটছে পুলিশের। অসাবধানতায় সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। তাই ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রামীণ এলাকায় হ্যান্ডবিল বিলি করা থেকে সহায়তা ক্যাম্পের মতো কর্মসূচি করে চলেছে।

এদিন পথনাটিকার মাধ্যমে সচেতনতায় অংশ নেন বিভিন্ন এলাকার তরুণরাও। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে জামা এবং শংসাপত্র, মেডেল দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার বলেন, 'সাইবার ক্রাইম অনেকটাই বেড়েছে গ্রামীণ এলাকায়। যত ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ছে, প্রতারকরারা তাদের জাল বিস্তার করছে। এবার গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।'

পুলিশ যতই সচেতনার উদ্যোগ নিক না কেন, গত কয়েক মাসে গ্রামীণ এলাকায় ঘটে যাওয়া সাইবার অপরাধের ঘটনায় উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্যের নজির নেই উর্দিধারীদের। প্রতারকদের ধরতে এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ সাইবার ক্রাইম থানা। তাই পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে। তবে একথা অনস্বীকার্য, জনসাধারণের অসচেতনতাই প্রতারকদের অস্ত্র। আর সেখানেই আরও সচেতন হওয়ার বার্তা দিতে চাইছে পুলিশ। এখন দেখার, এই উদ্যোগে সাইবার অপরাধ এড়ানো যায় কি না।

চোপড়ায় সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা প্রচারে সাইকেল র‍্যালি।

পেশায় টোটোচালক, নেশা সিলিন্ডার চুরি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : টোটো চালানো পেশা রাজা দাসের। কিন্তু চুরি করা তার নেশা। তবে হাতের সামনে যা পাব, তা-ই ঝেড়ে দেব, তেমন চোর নয় এই মক্কেল। সে শুধুমাত্র গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে। সিলিন্ডারের প্রতি তার অগাধ 'ভালোবাসা'। বছর তেইশের রাজা সকাল থেকে যাত্রীর খোঁজে ঘুরে বেড়ায় শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা। তবে কোনও দোকানে কিংবা বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার নজরে এলেই গেরস্তের বিপদঘণ্টা বেজে যায়। সিলিন্ডার চুরি করে টোটোয় তুলে মুহূর্তে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার জুরি মেলা ভার।

গত কয়েকদিনে পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজা। এর আগে বেশ কয়েকবার শ্রীঘরে কাটিয়েছে এই টোটোচালক। তারপরেও অভ্যাস বদলায়নি। শেষমেশ গত মঙ্গলবার ফের পুলিশের জালে ধরা পড়ে রাজা।

বুধবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। তারপরেই পুলিশকর্মীদের একাংশ বলেন, কিছুদিনের জন্য শান্তি! তারপর জেল থেকে বেরিয়ে কি আবার সিলিন্ডার চুরি করতে বেরোবে রাজা? এমনটা হলে ফের পুলিশের মাথাব্যথা শুরু হয়ে যাবে বলে মত নীচুতলার উর্দিধারীদের।

এখনও রহস্য

- স্কুলের মিড-ডে মিল রান্নার ঘর থেকে চুরি যায় গ্যাস সিলিন্ডার
- তদন্তে নেমে দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা টোটোচালক রাজা দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ
- জিজ্ঞাসাবাদ করে টিকিয়াপাড়া থেকে চোরাই সিলিন্ডারটি উদ্ধার হয়
- এর আগেও সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে রাজা অনেকবার গ্রেপ্তার হয়েছে
- মূলত নেশার টাকা জোগাতে সে সিলিন্ডার চুরি করত
- তবে শুধুমাত্র গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করত কেন, তা এখনও রহস্যই

ধৃত রাজা দাস।

জানা যাচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার চুরিতে 'স্পেশালিস্ট' এই তরুণের বাড়ি দেশবন্ধুপাড়ায়। বাড়িতে মা-বাবা রয়েছেন। আয়ের উৎস টোটো। কিন্তু যাত্রী তোলার পাশাপাশি টোটো হয়ে উঠেছিল রাজার চুরির পরে পালানোর 'অস্ত্র'। এতেই বহু সিলিন্ডার চাপিয়ে চম্পট দিত সে। টোটো চালিয়ে মোটামুটি সংসার চলে যাচ্ছিল রাজার। তা সত্ত্বেও চুরির নেশা মাথায় চাপল কেন? পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মূলত নেশার টাকা জোগাতেই নাকি রাজা গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করত। তারপর সেটা বিক্রি করে দিত।

মঙ্গলবার রাজা গ্রেপ্তার হয় গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করতে গিয়েই। তাও আবার যেখানে-সেখানে নয়, একেবারে স্কুলে। চলতি মাসের ৭ তারিখ অরবিন্দপল্লির একটি প্রাথমিক স্কুলের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতের অন্ধকারে মিড-ডে মিল রান্নার ঘরের দরজা ভেঙে কেউ শুধুমাত্র সিলিন্ডার চুরি করে পালিয়েছে। তদন্তে নামে পুলিশ। তারপরেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে রাজা।

তদন্তকারীরা জানান, সিলিন্ডার চুরির ধরন দেখেই সন্দেহ হয়, এই কাজ রাজা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তারপর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই রাজা চুরির বিষয়টি স্বীকার করে, এমনটাই দাবি পুলিশের। শেষমেশ টিকিয়াপাড়ায় একটি আগাছায় ভরা জায়গা থেকে চুরি যাওয়া সিলিন্ডারটি উদ্ধার করা হয়।

এর আগে মিলনপল্লি, রথখোলা এবং বাঘা যতীন রোড থেকে সিলিন্ডার চুরি করেছে সে। তবে এতকিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গ্যাস সিলিন্ডার কেন? আপাতত এই প্রশ্নের কোনও জুতসই উত্তর পায়নি পুলিশ। পরবর্তী তদন্তে কী উঠে আসে, সেটাই এখন দেখার।

আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত

বাগডোগরা, ১৯ মার্চ : বনকর্মীদের চোখ ফাঁকি দিতে অন্য পথ ধরলেও, শেষরক্ষা হল না। বনকর্মীদের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত কাঠের আসবাবপত্রবোঝাই একটি ট্রাক ধরা পড়ল। গোপন খবরের ভিত্তিতে বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা মঙ্গলবার রাতে ঘাঁটি গেঁড়েছিলেন ঘোষপুকুর টোল গেটে। কিন্তু ঘোষপুকুর এড়িয়ে শিবমন্দির আসার জন্য অন্য পথ ধরে পাচারকারীরা। ওই খবর পেয়েই নির্দিষ্ট একটি জায়গায় পৌঁছে বনকর্মীরা গাড়িটির পিছু নেন। শিবমন্দির এলাকায় ধরা পড়ে যায় কাঠের আসবাবপত্রবোঝাই ট্রাকটি। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে ট্রাকটি শিলিগুড়ি আসছিল। বাজেয়াপ্ত আসবাবপত্রের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রাথমিকভাবে কাঠের আসবাবপত্রের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ট্রাকের চালক এবং আসবাবপত্রের মালিককে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

আলোচনা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : গত দু'বছরের মতো এবারেও শিলিগুড়িতে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। পাশাপাশি ওই দিন রাজ্য দিবসও পালন করা হবে। বুধবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেন। বর্ষবরণের দিন সকাল আটটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। সকালে প্রথমে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের কাছ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। এরপর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শোভাযাত্রাটি আবার বাঘা যতীন পার্কে এসেই শেষ হবে। সেখানে সমবেত কণ্ঠে রাজ্য সংগীত গাওয়া হবে। বিকেলে এলাকায় বৈশাখী আড্ডার আয়োজন করা হবে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে বলেও এদিন মেয়র জানিয়েছেন।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ মার্চ : তিনটি পৃথক অভিযানে উদ্ধার ৯০টি মোষ। বুধবার ফাঁসিদেওয়া থানা ২৮টি, বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র ২৮টি, ঘোষপুকুর ফাঁড়ি ৩৪টি মোষ উদ্ধার করেছে। মোষ পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত হাবিবুর রহমান (২৮) উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা, আমানুর হক (৩৫) অসমের ধুবড়ি, জাভেদ আলি (৩১) উত্তরপ্রদেশের রামপুরের বাসিন্দা। পাচারে ব্যবহৃত দুটি কনটেনার এবং একটি লরি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মোষগুলি অসমে পাচার করা হচ্ছিল বলে জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক জামিন মঞ্জুর করেছেন।

খুনের তদন্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : মাটিগাড়ায় রিতা গুপ্তা শা খুনের ঘটনায় পুলিশ রাজেশ গুপ্তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও দুই ছেলের খোঁজ চালাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'গেম ইজ ওভার' লেখাটি পোস্ট করার পরেই ওই তিনজনের ফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তরা ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে কি না, সেব্যাপারেও তদন্ত করছে পুলিশ। তাদের খোঁজে পুলিশের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে।

সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ১৯ মার্চ : দ্বিতীয়বারের জন্য বিজেপির দার্জিলিং জেলা সভাপতি মনোনীত হয়েছেন অরুণ মণ্ডল। সেই উপলক্ষ্যে দলের আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হল। বুধবার সন্ধ্যায় মণ্ডল কমিটির সভাপতি সুভাষ ঘোষ, জেলা সম্পাদক মানবেন্দ্র সিনহা, জেলার সাধারণ সম্পাদক চন্দন দাস প্রমুখ অরুণকে সংবর্ধনা জানান।

উফ কী গরম...। কাজের ফাঁকে জলপান। বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

বেপরোয়া বাইকে ঘনঘন বিপদ

ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ফাঁসিদেওয়ায়

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ মার্চ : জাতীয় সড়কের পাশাপাশি রাজ্য সড়কে মোটরবাইকের বেপরোয়া দাপাদাপিতে বিপদ সমানে বাড়ছে। সেগুলির ধাক্কায় সাধারণ পথচারীরা সমস্যায় পড়ছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকচালকরা প্রাণসংকটে পড়ছেন। গতির পাশাপাশি বাইকগুলির সুবাদে শব্দদানবের তাণ্ডবও সমানে বেড়েই চলেছে। বহু বাইকে মডিফায়েড সাইলেন্সারের সুবাদে প্রচণ্ড শব্দের বাড়বাড়ন্ত। সমস্যা মেটাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকেজুড়ে দাবি জোরালো হয়েছে।

দার্জিলিং জেলা পুলিশের ট্রাফিক ইনস্পেকটর (গ্রামীণ) পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচল রুখতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রচুর টাকার মামলা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এবিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারও চালানো হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নাক-কান-গলা বিভাগের প্রধান ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো বললেন, 'এ ধরনের বিকট শব্দের জেরে সমস্ত বয়সি মানুষের প্রচণ্ড সমস্যা হতে পারে। খুব কাছ থেকে জোরে হওয়া শব্দে কানের পর্দা ফেটে পর্যন্ত যেতে পারে। এজন্য অবশ্যই পদক্ষেপ প্রয়োজন।'

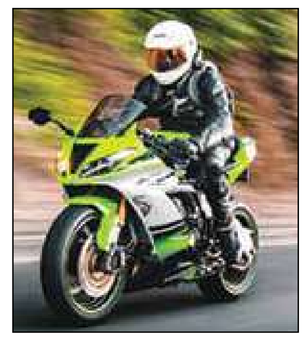

বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচল রুখতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রচুর টাকার মামলা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এবিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারও চালানো হচ্ছে।

-পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
ট্রাফিক ইনস্পেকটর (গ্রামীণ)

দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুধুমাত্র ফাঁসিদেওয়া ব্লকেই ভয়াবহ তিনটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোষপুকুরের লালগদির কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগ রক্ষাকারী সেতুর নীচে পড়ে স্থানীয় বাকু লাইনের বাসিন্দা সোম মার্ডি (২০) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় কান্তিভিটার সুনীল হেমব্রম গুরুতর জখম হয়েছিলেন। অন্যদিকে, ১৯ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট ব্লকের আমবাড়ি বাজার এলাকায় খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে একটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে বিশ্বজিৎ বর্মন ও গৌরবকুমার শর্মা নামে দুজন মারা যান। ২০ ডিসেম্বর ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন কমলা চা বাগানের বাকু লাইনে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মোটরবাইক নিয়ে যাওয়ার সময় ফোর লেন সড়কের মাঝে থাকা গর্তে পড়ে কমলা চা বাগানের বাসিন্দা রাজ মিঞ্জ নামে এক মোটরবাইকচালক গুরুতর জখম হন।

সমস্যার জেরে বেপরোয়া বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি জোরালো হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার সাম্যব্রত দেবনাথ বলেন, 'পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করলে কাজে দেবে।' বিধাননগরের অসীম দাস থেকে ধনিয়া মোড়ের শ্যামল বর্মনের মতো অনেকেই কড়া ব্যবস্থার দাবিতে সরব হয়েছেন।

নতুন বাতাস কই, প্রশ্ন সিপিএমে

পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি সেই প্রবীণরাই

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : বৃদ্ধতন্ত্রের বদনাম ঘোঁচাতে রাজ্য কমিটিতে সিপিএম এক ঝাঁক তরুণ মুখকে নিয়ে এসেছে। নতুন বাতাসের বার্তা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতীক-উর-রহমান থেকে সায়নদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থীও করা হয়েছিল। এই তো সেদিন ডানকুনির সভায় রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের উপস্থিতিতে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে 'ক্যাপ্টেন' হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু সত্যি কী সিপিএমে যুবদের আধিপত্য বেড়েছে? এই প্রশ্ন উঠছে আগামী মাসে মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠেয় দলের পার্টি কংগ্রেসে দার্জিলিং জেলার প্রতিনিধি তালিকাকে কেন্দ্র করে। দার্জিলিং জেলার প্রতিনিধি হিসেবে সেই ষাটোর্ধ্ব, সত্তরোর্ধ্ব নেতাদের ওপরই যে দল ভরসা করছে, তা স্পষ্ট হয় তালিকায়। যা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনে। কোনও যুব নেতা বা নেত্রীকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়ে গেলে আখেরে দলেরই লাভ হত বলে মনে করছে দলের একটা বড় অংশ।

রাজ্য থেকে জেলা কমিটিতে পরিবর্তন ঘটছে, কিছু তরুণ মুখকে সামনে এনে বার্তা দিতে চেয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। ২-৬ এপ্রিল পর্যন্ত মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত হবে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। এই পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেবেন রাজ্য কমিটির সদস্যরা। রাজ্য কমিটির সদস্য হওয়ার সুবাদে শিলিগুড়ি থেকে দলের বর্ষীয়ান নেতা জীবেশ সরকার সহ দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক ও গৌতম ঘোষের মতো নেতারা পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিতে যাচ্ছেন। পাশাপাশি, প্রতিনিধি হিসেবে যাওয়ার কথা রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাম পরিষদীয় নেতা মুন্সী নুরুল ইসলাম ও দিলীপ সিংয়ের। অর্থাৎ এবারও প্রবীণ নেতৃত্বর আধিপত্য থাকছে পার্টি কংগ্রেসে। যা নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ দানা বাঁধছে দলের অন্দরে। দলের এক যুব নেতার কথায়, 'রাজ্য কমিটির বৈঠকেই নিয়ে যায় না, আবার পার্টি কংগ্রেস।' দলের একটা অংশের প্রশ্ন, যুব থাকতে থাকতে অনেকেই এখন প্রবীণের পথে পা বাড়াতে শুরু করেছেন। তাঁরা এখন যদি সুযোগ না পান, তবে আর কবে তাঁরা এ ধরনের বড় বড় কনফারেন্সে গিয়ে শিক্ষা লাভ করবেন?

যদিও এ সবের গুরুত্ব দিতে রাজি নন দলের প্রবীণ নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকই হোক কিংবা পার্টি কংগ্রেস, যুবদের সেখানে একেবারে 'নো এন্ট্রি'। অথচ দার্জিলিং জেলায় সিপিএমের একাধিক যুব নেতা-নেত্রী রয়েছেন যাঁদের বৈঠকগুলিতে যাওয়ার যোগ্যতাও রয়েছে। অনেকের বক্তব্য, তাঁদের এখন শেখার সময়। প্রবীণরা ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। পরবর্তী প্রজন্ম যদি অভিজ্ঞ না হয়ে ওঠে, তবে অদূরভবিষ্যতে জেলায় দল চলবে কী করে? সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন অবশ্য বলেন, 'রাজ্য কমিটির সদস্যরা তো যাবেন। পাশাপাশি আমরা একটা নামের তালিকা করে রাজ্য কমিটির কাছে পাঠাই। সেখান থেকেই সবকিছু চূড়ান্ত হয়।'

দলে অসন্তোষ

- ২-৬ এপ্রিল পর্যন্ত মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত হবে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস
- তাতে যোগ দেবেন রাজ্য কমিটির সদস্যরা
- জীবেশ সরকার, সমন পাঠক ও গৌতম ঘোষের মতো নেতারা পার্টি কংগ্রেসে যাচ্ছেন
- অর্থাৎ এবারও প্রবীণ নেতৃত্বর আধিপত্য থাকছে পার্টি কংগ্রেসে
- যা নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ দানা বাঁধছে দলের অন্দরে

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : থারুঘাটি পিকনিক স্পট এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হল বুধবার। সেইসঙ্গে ভক্তিনগর থানার পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ওই তরুণের নাম চিরঞ্জিত বর্মন। সে বিনয় মোড় এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ২৮৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় থারুঘাটি এলাকায় ওই তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখা যায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ তাকে পাকড়াও করে। তারপর তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে ওই ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোথা থেকে সে মাদক এনেছিল সেব্যাপারে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

ইউথ পার্লামেন্ট

চোপড়া, ১৯ মার্চ : চোপড়ার কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে বুধবার বিকশিত ভারত ইউথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠান হয়। দু'দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেড়শো তরুণ-তরুণী অংশ নিয়েছেন।

ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রকের অধীনে নেহরু যুবকেন্দ্র উত্তর দিনাজপুর ও আশার আলো এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন। প্রথম দিন ৭৫ জন তরুণ-তরুণী প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অংশ নেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
একফ্রেমে বন্দি।। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার শুভঙ্কর পরিদা।

দুপুরেও সড়ক সাফাই

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : শিলিগুড়ি শহরের প্রধান সড়কগুলি এবার থেকে দুপুরেও পরিষ্কার করবে পুরনিগম। শহরের ২২টি প্রধান সড়ককে তিনটি জোনে ভাগ করে চলবে সাফাই। তার জন্য সাত-আটজন সাফাইকর্মী নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একটি দল। তাঁদের কাজে নজর রাখবেন চারজন সুপারভাইজার। কাজের জন্য রাখা হবে চারটি টিপার, ডাম্পার এবং দুটি আর্থমুভার। ইতিমধ্যে বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি পাশ হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী মাস থেকেই শুরু হতে পারে কাজ। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'সকাল ও বিকেলে সাফাইয়ের পরও দেখা যাচ্ছে, অনেকে আবর্জনা ফেলে দিয়ে যাচ্ছেন। তাই দুপুরেও শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

শিলিগুড়ির প্রধান রাস্তাগুলি বর্তমানে দিনে দু'বার করে পরিষ্কার করা হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় হিলকার্ট রোড, বিধান রোড। তবে এখন থেকে ২২টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিনে তিনবার করে সাফাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই সমস্ত রাস্তা থেকে সকাল, রাতের পাশাপাশি দুপুরেও আবর্জনা তোলা হবে। রাস্তাগুলিকে এ, বি, সি- তিনটি জোনে ভাগ করে সাফাই করা হবে। বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে 'এ' জোনে, তার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকে 'বি' এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকে 'সি' জোনে ভাগ করা হয়েছে।

'এ' জোনে রয়েছে দার্জিলিং মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়, শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির থেকে গুরুংবস্তি বাজার হয়ে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট, মার্গারেট স্কুল মোড় থেকে নর্থবেঙ্গল ক্লিনিক রোড হয়ে মলহোত্রা টাওয়ার, এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড়, ভেনাস মোড় থেকে উড়ালপুল হয়ে এনজেপি নেতাজি মোড়, ঝংকার মোড় থেকে জ্যোতিনগর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা। 'বি' জোনে রয়েছে জলপাই মোড় থেকে রামঘাট, থানা মোড় থেকে আলো চৌধুরী মোড় হয়ে গেটবাজার, দাদাভাই মোড় থেকে ওয়াইএমএ ক্লাব মাঠ হয়ে চিলড্রেন্স পার্ক মোড়, থানা মোড় থেকে জলপাই মোড়, এয়ারভিউ মোড় থেকে জলপাই মোড় হয়ে তিনবাত্তি মোড় পর্যন্ত রাস্তা। এছাড়া এই জোনে পড়েছে এনজেপি গেটবাজার থেকে শক্তিগড় পিডব্লিউডি মোড়, ভেনাস মোড় থেকে বাঘা যতীন পার্ক হয়ে ঘোগোমালি মোড় পর্যন্ত পথ।

'সি' জোনে রয়েছে হাতি মোড় থেকে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, হাসপাতাল মোড় থেকে মহকুমা পরিষদ রোড হয়ে পাকুড়তলা মোড়, সেবক মোড় থেকে ভক্তিনগর চেকপোস্ট, নজরুল সরণি থেকে ইসকন রোড পর্যন্ত রাস্তা। এর পাশাপাশি আরও কিছু রাস্তা রয়েছে তালিকায়।

উদ্যোগ পুরনিগমের

'পি'-র মুখাগ্নি আলমগিরের

বীরপাড়া, ১৯ মার্চ : ডিমডিমা নদীর শুকনো খাত ঘেঁষা বাড়িতে বছরভর যাওয়া-আসা, হাসিকান্না! কখনও সেখান থেকেই 'পঞ্চভূতে' বিলীন হওয়া! আজন্ম অবহেলার শিকার ছিলেন ওই বৃদ্ধা। বাড়ি কোথায়, পরিবারে কেউ আছেন কি না, জানা যায়নি। দু'বেলা আহার জুটত একটি বাড়িতে জামাকাপড় কাচা, ধোয়ামোছার কাজ করে। তবে বৃদ্ধাকে 'ডাইনি' সন্দেহে ছুড়ে ফেলা হয়। শেষমেশ তাঁর ঠাঁই হয় 'হেভেনে'। ডিমডিমা চা বাগানের সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের ওই আশ্রয়গৃহ থেকে বুধবার বৃদ্ধার নিথর দেহটা বের করে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর 'জাত' জানা যায়নি। তবে তিনি হিন্দু, ওই অনুমান করে বৃদ্ধার দেহটি দাহ করা হল। মুখাগ্নি করলেন সাজুর বড় ছেলে আলমগির তালুকদার। ২০১৭ সালের জুন মাস থেকে হেভেনে ছিলেন তিনি।

সাজু ওই বৃদ্ধার নাম রেখেছিলেন 'পি'! সাজুর কথায়, 'ওই বৃদ্ধা কথা বলতে পারতেন না। মুখ দিয়ে কিছু শব্দ বের হত। একটি ছিল 'পি'। তাই তাঁকে 'পি' বলেই ডাকতে শুরু করি। তিনি আমাকে 'বা' বলে ডাকতেন। হয়তো বাবা বলে ডাকতে চাইতেন।' বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন পি। এদিন সকালে আশ্রয়গৃহেই প্রয়াত হন। সাজু কলকাতায় রয়েছেন। খবর পেয়ে তিনি বড় ছেলেকে 'পি'র মুখাগ্নি করার নির্দেশ দেন। রমজান মাস চলছে। রোজা করছেন আলমগির। বাবার নির্দেশ পেয়ে পি'র দেহ নিয়ে রওনা হন ধূপগুড়ির শ্মশানের দিকে। সঙ্গে নরেশ আর গোপাল। ওঁরা দুজনই আশ্রয়গৃহের আবাসিক।

চুরির কিনারা হয়নি

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : মিলনপল্লির সরকারি আবাসনে চুরির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে সেখানকার নিরাপত্তা। গত সোমবার সকালে ওই আবাসনে চুরি হয়। তারপর দু'দিন কেটে গেলেও কোনও কিনারা হয়নি। এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে শিলিগুড়ি থানার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। দ্রুত চুরির কিনারা হবে। অভিযোগ, আবাসনের বি-৭ ব্লকের ছাদের ওপর থেকে দড়ি ফেলে তা বেয়ে সেকেন্ড ফ্লোরের একটি কোয়ার্টারের ব্যালকনির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, গয়না, নগদ নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দিয়েছে। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। সেকারণে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন আবাসিকরা। তাঁদের বক্তব্য, আবাসনে স্থায়ী নিরাপত্তাকর্মী কিংবা সিসিটিভি ক্যামেরা কিছুই নেই। তাঁরা নিজেরা টাকা তুলে দুজন অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী রেখেছেন। তবে এত বড় আবাসনে মাত্র দুজন নিরাপত্তারক্ষী নজরদারির জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন আবাসিকরা।

এবিষয়ে আবাসন দপ্তরের শিলিগুড়ি ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিহির সরকার বলছেন, 'অন্য কোনও আবাসন থেকে এমন চুরির অভিযোগ আসেনি। তবে মিলনপল্লির আবাসিকরা যদি মনে করেন, নিরাপত্তার স্বার্থে সিসিটিভি বসানো প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে মাস পিটিশন জমা দিতে পারেন।' বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মিহির।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার কর্মী বাবলি চক্রবর্তীর কথায়, 'দুটো আলমারির তালা ভেঙে টাকা, অলংকার নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দিয়েছে। পুলিশ ঘটনার কিনারা করার আশ্বাস দিয়েছে। তবে ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত।' বাবলির স্বামী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'দিনের বেলায় হাউজিংয়ে কোনও নিরাপত্তা নেই। যে কেউ বিনা বাধায় ঢুকে পড়ছে।'

এই আবাসনে চুরির ঘটনা নতুন নয়। এর আগে সাইকেল চুরি হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিকের ফ্ল্যাটেও চুরি হয়েছিল। বর্তমানে আবাসনে ৯০টি পরিবার রয়েছে। মিলনপল্লি সরকারি আবাসন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি পাপন সরকার বলেছেন, 'নিরাপত্তার বিষয়টি একাধিকবার আবাসন দপ্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। আমরা ফের জানাব।'

প্রো টি২০ লিগ ফ্র্যাঞ্চাইজির ট্রায়াল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : নতুন ক্রিকেটারদের খোঁজে প্রথমবার শিলিগুড়িতে ট্রায়াল নেবে সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স। বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স এপ্রিল মাসে শিলিগুড়িতে ট্রায়ালের আয়োজন করবে, যা প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের জন্য একটি বড় সুযোগ হতে চলছে বলে মনে করছে শহরের ক্রিকেট মহল। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) পরিচালিত বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে মূল দলে খেলার সুযোগ পেতে পারেন এই ট্রায়ালে নির্বাচিত ক্রিকেটাররা। এপ্রিল মাসেই এই ট্রায়াল হবে। তবে তারিখ ও মাঠ এখনও ঠিক করা হয়নি।

ঋদ্ধিমান সাহা, রিচা ঘোষ, কামাল হাসান মণ্ডল, খালেক আবদুলের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা শিলিগুড়ি থেকে উঠে এসেছেন। তবে, শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্য বা জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে উত্তরবঙ্গের ক্রিকেটারদের। জেলা থেকে যাতে প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পান, সেজন্য কয়েকবছর ধরেই শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে চেষ্টা করা হচ্ছিল। সম্প্রতি সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে এলে তাঁর কাছেও এই দাবি জানানো হয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেন, 'এখানে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। যদি এখানে ট্রায়াল হয় তাহলে তারা এই খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। গতবছর ছেলেদের বিভাগে একজন মাত্র বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল শিলিগুড়ি থেকে।'

এখানে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। যদি এখানে ট্রায়াল হয় তাহলে তারা এই খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। গতবছর ছেলেদের বিভাগে একজন মাত্র বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল শিলিগুড়ি থেকে।

-মনোজ ভার্মা, *ক্রিকেটসচিব শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ*

গতবছর বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সের নজরকাড়া খেলায় মুগ্ধ হয়েছিল ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে চলতি বছর এই দলে খেলার জন্য উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলার প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খুঁজছেন সার্ভোটেক স্পোর্টসের সিইও ঋষভ ভাটিয়া। তিনি বলেন, 'আমরা নতুন ক্রিকেটারদের এই দলে জায়গা দিতে চাই। তাদের জন্য এই ট্রায়াল উপযুক্ত মঞ্চ।' ট্রায়ালে নির্বাচিত ক্রিকেটাররা শিলিগুড়ি সার্ভোটেক স্ট্রাইকার্স দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে নেট সেশন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। সেখানে পারফর্ম করতে পারলে মূল দলে খেলার দরজাও খুলে যেতে পারে।

গতবছর শিলিগুড়ি থেকে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে কলকাতা রয়্যাল টাইগার্স-এর হয়ে মাঠে নেমেছিলেন শিলিগুড়ির ঘোগোমালির চয়নপাড়ার বাসিন্দা অনীক নন্দী। শিলিগুড়িতে ট্রায়াল হওয়ার কথা শুনে তিনি বলেন, 'শিলিগুড়িতে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা রয়েছে, যারা হয়তো কোনও কারণে কলকাতায় খেলার সুযোগ পায় না। শিলিগুড়িতে ট্রায়াল হলে তাদেরও সুযোগ মিলবে।'

ট্র্যাক্টর আটক

খড়িবাড়ি, ১৯ মার্চ : বুধবার সকালে খড়িবাড়ি থানার একটি দল স্বর্ণমতি নদীর বিভিন্ন ঘাটে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় ভালুকগাড়া সংলগ্ন এলাকায় দুটি ট্র্যাক্টরে বালি বোঝাই চলছিল। পুলিশের গাড়ি দেখে ট্র্যাক্টর ছেড়ে পালায় চালক ও শ্রমিকরা। বাজেয়াপ্ত করা হয় বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'লাগাতার অভিযান চলছে। এদিন দুটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা মানসী গোস্বামী - কে 04.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40B 84084 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "জীবন খুব ভালোভাবে একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে। ডিয়ার লটারি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারের জয়লাভের মাধ্যমে আমাকে এক কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে। আমি আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনধারা উন্নত করতে পারবো। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ চৈত্র ১৪৩১

নতুন যুগের সূচনা

৯ মাসেরও বেশি সময় একরাশ উৎকণ্ঠা, আশঙ্কার পাহাড় পেরিয়ে অবশেষে ঘরে ফিরলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। বুধবার ভারতীয় সময় ভোর তিনটে সাতাশ মিনিটে ফ্লোরিডা উপকূলে সুনীতা এবং বুচ উইলমোরকে নিয়ে সফল অবতরণ করে এলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগন।

মাত্র ৮ দিনের মিশনে মহাকাশে গিয়েছিলেন সুনীতা এবং উইলমোর। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে তাঁদের না নিয়েই মহাকাশ থেকে ফিরে এসেছিল স্টারলাইনার মহাকাশযানটি। সেই থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সুনীতাদের ঠিকানা। গত ৯ মাসে একাধিকবার তাঁদের ফিরিয়ে আনার কথাবার্তা শোনা গিয়েছে। একবার একটি মহাকাশযান পাঠানোও হয়েছিল। কিন্তু সাফল্য অধরাই থেকে গিয়েছিল।

বরং সময় যত দীর্ঘায়িত হয়েছে, তত ক্ষীণ মনে হচ্ছিল সুনীতাদের সুস্থ এবং নিরাপদে ঘরে ফেরার সম্ভাবনা। যেহেতু সুনীতার সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র রয়েছে, তাই ঘরের মেয়ের নিরাপদে ফেরার বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগে রেখেছিল এদেশের মানুষকেও। ২০০৩ সালে আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা নভশ্চর কল্পনা চাওলা নাসার অভিযানে মহাকাশ থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গিয়েছিলেন।

সেরকম মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে সুনীতাদের ঘরে ফেরার ক্ষেত্রে না হয়, সেজন্য নাসা, স্পেসএক্স, মার্কিন প্রশাসনের পাশাপাশি উদ্বেগের প্রহর গুনছিল ভারত। তাই স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুনীতাদের নিয়ে ফ্লোরিডার উপকূলে অবতরণ করতেই খুশির জোয়ার নামে তাঁদের প্রতীক্ষায় থাকা মানুষজনের মধ্যে।

গুজরাটের মেহসানায় সুনীতার পৈতৃক গ্রাম খুশিতে ফেটে পড়ে। তবে পৃথিবীতে এলেও সুনীতাদের বিপদ এখনও কাটেনি। একটানা ২৮৬ দিন মহাকাশে থাকার কারণে সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সঙ্গীর এখন সবথেকে বড় পরীক্ষা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া।

মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণহীন যাপন করেছিলেন তাঁরা। যেহেতু নাসার অভিযানগুলিতে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকার জন্য মহাকাশচারীদের ৬ মাসের প্রস্তুতি দেওয়া হয়ে থাকে, তাই তাঁরা পৃথিবীতে ফেরা মাত্র দুর্বল হয়ে পড়েন, তা নয়। তবে মাধ্যাকর্ষণহীন স্থানে থাকা এবং না থাকার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় আগামী কয়েক মাস সুনীতাদের বিভিন্ন রকমের শারীরিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে।

যদিও সুনীতা এবং তাঁর সঙ্গী দীর্ঘ ৯ মাস বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটানোর পর যেভাবে হাসিমুখে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, তা কুর্নিশযোগ্য। তাঁদের সেই মানসিক সক্ষমতার তারিফ করে বলা যেতেই পারে, তাঁরা আগামীদিনেও এভাবে সমস্ত শারীরিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়ামসদের জয়যাত্রা শুধু মহাকাশ গবেষণার এক-একটি মাইলফলক নয়। বরং মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এক-একটি বিজয়কেতন।

সুনীতারা ফেরার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, স্পেসএক্স কর্তা এলন মাস্কের পাশাপাশি উচ্ছ্বসিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। মোদি ইতিমধ্যে সুনীতাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একধাপ এগিয়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ভারতের মেয়ে সুনীতাকে ভারতরত্ন দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

ইদানীংকালে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছে। চন্দ্রযান, মঙ্গলযান, আদিত্য এল-১'এর মতো একাধিক মহাকাশ অভিযান সাফল্যের মুকুট পরেছে। কিছু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ইসরোর বিজয়রথ চলছেই। সেই কারণে এবার সাধারণ বাজেটে মহাকাশ গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। সুনীতাদের সাফল্য ইসরোর সেই পথ চলাকে আরও বেশি উৎসাহিত করবে, দিশাও দেখাবে।

স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগনে চেপেই আর কয়েকদিনের মধ্যে অ্যাক্সিওম-৪ মিশনে যাচ্ছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে যাচ্ছেন তিনি। আশা করা যায়, সুনীতাদের বিজয়যাত্রা ভারতের ওই মহাকাশ অভিযানকে নতুন দিশা দেখাবে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় সুনীতারা এক নতুন যুগের সূচনা করলেন।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

মাস্ক যখন হয়ে ওঠেন মুখোশ

সুনীতাদের প্রত্যাবর্তনে ফের শিরোনামে এলন মাস্ক। তাঁকে নিয়ে ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটিতে চলছে অন্য বিতর্ক।

অতনু বিশ্বাস

বিস্তর গণ্ডগোল লেগেছে দুনিয়ার অভিজাততম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটিতে। এমনিতে এইসব বিজ্ঞান সংস্থার খটোমটো কাজকর্মে সাধারণ মানুষের নৈমিত্তিক আগ্রহ থাকার বড় একটা কথা নয়, যদি না সেটা বৃহত্তর সমাজকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এবারের বিষয়টা তেমনই। বিষয়ের কেন্দ্রে ধনকুবের এলন মাস্ক- দুনিয়ার ধনীতম মানুষ এবং ট্রাম্প প্রশাসনের অন্দরে যাঁর রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা এখন বাঁধন-ছেঁড়া পর্যায়ের।

মহাকাশ থেকে সুনীতা উইলিয়ামসদের সফল প্রত্যাবর্তনে আবার নতুন করে খবরের শিরোনামে মাস্ক। তাঁর সংস্থা স্পেসএক্স এই অভিযানের সঙ্গে জড়িত। ট্রাম্প বন্ধু মাস্ক দাবি করেছেন, তিনি বাইডেনের আমলেও এই কাজ করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে করতে দেওয়া হয়নি। এই বিতর্কে জড়ানোর আগে আর এক বড় বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়েছেন মাস্ক।

ঘটনাটা ব্রিটেনের ৩৬৫ বছরের পুরোনো অভিজাত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটিকে নিয়ে, যা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। বিভিন্ন সময়ে যার ফেলো ছিলেন আইজ্যাক নিউটন, চার্লস ডারউইন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কিংবা স্টিফেন হকিং-এর মতো বিজ্ঞানের জগতের মহানক্ষত্ররা। ঝড় উঠেছে সেই অভিজাত প্রতিষ্ঠানের অন্দরে। যার আঁচ পড়েছে সামগ্রিক সমাজজীবনেও। এবং তা একইসঙ্গে সংশয়ে ফেলেছে এমন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ভূমিকাকেও।

রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবে কোনও বিজ্ঞানীকে নির্বাচিত করা হয় এক কঠিন বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে। এই সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়াকে তাই অনেকেই কোনও বিজ্ঞানীর জীবনের চূড়ান্ত সম্মানপ্রাপ্তি হিসেবে মনে করেন। বাস্তবিকই তা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মানগুলির অন্যতম। গত কয়েক মাস ধরে কিন্তু প্রবল দাবি উঠেছে মাস্কের রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ কেড়ে নেওয়ার।

এমনিতে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনই সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়াটাও তো রোজ রোজ ঘটে না। আসলে প্রত্যেক সোসাইটিরই কিছু আচরণবিধি থাকে, যা মানতে হয় সদস্যদের। রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ কেড়ে নেওয়ার ঘটনা বোধকরি শেষবার ঘটেছিল প্রায় আড়াইশো বছর আগে, ১৭৭৫ সালে। বিভিন্ন জালিয়াতি এবং বিশ্বাসের গুরুতর লঙ্ঘনের অভিযোগে রয়্যাল সোসাইটি থেকে সেবার বিতাড়িত হন জার্মান বিজ্ঞানী এবং লেখক রুডলফ এরিক রাসপে। আর আজ দুনিয়ার ধনীতম মানুষটির নানা ধরনের আচরণকেও 'বিজ্ঞানের প্রতি হুমকি' বলে মনে করছেন দুনিয়ার বহু বিজ্ঞানী। সেইসঙ্গে তাঁরা দাবি তুলেছেন মাস্কের ফেলোশিপ প্রত্যাহার করার। আর তাই প্রবল আলোড়ন তুলেছে বৃহত্তর সমাজেও। কারণটা সহজবোধ্য- তিনি এলন মাস্ক বলে কথা।

এ বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ হিসেবে প্রথম ফেলোশিপ পরিত্যাগ করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক স্নায়ুমনোবিজ্ঞানের এমিরেটাস অধ্যাপক ডঃ ডরোথি বিশপ। গত বছর দু'বার তিনি অভিযোগ জানান রয়্যাল সোসাইটিতে। দু'ক্ষেত্রেই সোসাইটি পরামর্শ নেয় আইনজ্ঞদের। কিন্তু কিছু করে ওঠে না আইনি ঝঞ্ঝাটের ভয়ে। তারপর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যান্ড্রু মিলার পদত্যাগ করেন ফেব্রুয়ারিতে। তারপর পদত্যাগ করেন বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক জীববিজ্ঞান এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অধ্যাপক কিট ইয়েটস। তালিকা বাড়তে থাকে। নামজাদা সংবাদপত্র এনিয়ে খবর আর প্রতিবেদন ছাপতে থাকে। চাপ বাড়তে থাকে রয়্যাল সোসাইটির ওপরেও।

তারপর ঝড় ওঠে। বৃহত্তর বিজ্ঞান সমাজের প্রায় ৩,৫০০ বিজ্ঞানী স্বাক্ষর করেন এক খোলা চিঠিতে, যার বয়ান লিখেছেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের স্ট্রাকচারাল বায়োলজির এমিরেটাস অধ্যাপক স্টিফেন কারি। চিঠিটা রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ব্রিটিশ রাশি বিজ্ঞানী স্যর অ্যাড্রিয়ান স্মিথকে উদ্দেশ্য করে লেখা। এই চিঠিও যেন এক হতাশার প্রকাশ। তারপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একজন 'গডফাদার' এবং ২০২৪-এর পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী জিওফ্রে হিন্টন- যিনি নিজে রয়্যাল সোসাইটির একজন ফেলোও বটে- তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন, মাস্ককে ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটি থেকে বহিষ্কার করা উচিত। হিন্টনের মতে তা মাস্ক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব প্রচার করেন এবং নাৎসি স্যালুট করেন বলে নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির যে বিশাল ক্ষতি তিনি করছেন সেই কারণে।

অনেক বিশিষ্টজন এবং রয়্যাল সোসাইটির ফেলোই কিন্তু বিশ্বাস করেন যে কিছু ব্রিটিশ রাজনীতিবিদকে নিয়ে মাস্কের সাম্প্রতিক মন্তব্য লঙ্ঘন করেছে রয়্যাল সোসাইটির ফেলোদের জন্য নির্দিষ্ট আচরণবিধি। আজকের ট্রাম্প প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই মাস্ক। সেই ক্ষমতার অঙ্গ হিসেবে মাস্কের আচরণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। মার্কিন সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি বা 'ডজ'-এর শীর্ষপদে থাকাকালীন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অভূতপূর্ব পরিমাণ সরকারি অনুদান হ্রাস করার ক্ষেত্রে মাস্কের অবদান প্রভূত। এছাড়াও মাস্কের বিরুদ্ধে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এর মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর এবং রাজনৈতিক প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগও আনা হয়েছে। মাস্কের কোম্পানি নিউরালিংক মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্পিউটারের সংযোগ ঘটাতে সচেষ্ট। কিন্তু এক্ষেত্রে রয়েছে স্বচ্ছতার অভাবের গুরুতর অভিযোগ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গুড ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস না মানার অভিযোগ। এছাড়াও, আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের ওপর মাস্কের আক্রমণ এবং অ্যান্টনি ফাউসির মতো বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে তাঁর অপবাদমূলক অভিযোগকেও ভালো চোখে দেখেননি অনেক বিজ্ঞানী। এছাড়াও মাস্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ভ্যাকসিন নিয়ে জনগণের দ্বিধাকে উসকে দেওয়ার এবং জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে সন্দেহবাদী হয়ে ওঠার। মোট কথা, বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে অভিযোগ অনেক। এবং গুরুতর।

রয়্যাল সোসাইটির ফেলোর সংখ্যা ১,৭০০-র বেশি। তাঁদের মধ্যে স্টিফেন কেরির চিঠিটিতে স্বাক্ষর করেছেন ৬০ জনেরও বেশি। তবে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সকলেই যে এর সঙ্গে একমত, তেমন নয়। বিভিন্ন কারণে, অবশ্যই। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক স্যর আন্দ্রে গেইম যেমন বলেছেন যে, খুব কম লোকই বলতে পারেন যে তাঁরা জীবনে মাস্কের মতো অর্জন করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে মাস্কের ফেলোশিপ প্রত্যাহার করা রাজনৈতিকভাবেও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। কেউ কেউ আবার দাবি করেছেন যে, মাস্ককে অপসারণ করলে তা বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আস্থা কমিয়ে দিতে পারে, কারণ তা রাজনীতি এবং বিজ্ঞানের মধ্যে বিভাজন রেখাকে অস্পষ্ট করে তুলে নষ্ট করবে বিজ্ঞানের অখণ্ডতা। তা ক্ষতি করতে পারে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতার। বিজ্ঞানের রাজনীতিকরণ উচিত নয়, এমনটাই বলছেন তাঁরা।

কিন্তু এলন মাস্ককে অভিজাত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করাই বা হয়েছিল কেন, সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। এবং এ প্রশ্ন এখন উঠছে বারবার। মাস্ককে ফেলো মনোনীত করা হয় ২০১৮-তে। সোসাইটির মতে, সেটা ছিল বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। অবদানটা কী ছিল? রয়্যাল সোসাইটির ঘোষিত কারণ ছিল- মাস্ক ছিলেন তাঁর কোম্পানি 'স্পেসএক্স'-এর প্রধান ডিজাইনার, যেখানে তিনি তত্ত্বাবধান করেছিলেন পৃথিবীর কক্ষপথ এবং অবশেষে অন্যান্য গ্রহে অভিযানের জন্য রকেট এবং মহাকাশযানের উন্নয়নের; বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি 'টেসলা'-র পণ্যের নকশা, প্রকৌশল এবং উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করেছিলেন তিনি; 'নিউরালিংক'-এ মানবমস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য অতি-উচ্চ ব্যান্ডউইথ ব্রেন-মেশিন ইন্টারফেস তৈরি করেছিলেন তিনি; এবং তিনি বোরিং কোম্পানিতে একটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সঙ্গে দ্রুত, সাশ্রয়ী টানেলিং প্রযুক্তি একত্রিত করেছিলেন। এছাড়াও, অতীতে তিনি ছিলেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইন্টারনেট পেমেন্ট সিস্টেম পে প্যাল এবং প্রথম ইন্টারনেট মানচিত্র এবং দিকনির্দেশনা পরিষেবাগুলির মধ্যে একটি জিপ২-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা।

এতে কিন্তু সন্তুষ্ট নন অনেক তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী। তাঁদের যুক্তি হল, এলন মাস্ক নিজে তো উদ্ভাবক নন, নন একজন শিক্ষাবিদ। বরং তিনি একজন প্রকৌশলী এবং ব্যবসায়ী। তাই সোসাইটি কেন তাঁকে ফেলোশিপটি দিয়েছিল সে বিষয়ে সোসাইটির আত্মসমালোচনার অবকাশ আছে বৈকি।

মার্চের গোড়ায় একটি বৈঠক হয় রয়্যাল সোসাইটির। সোসাইটি সার্বিকভাবে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী উভয়ের ওপর ভুল তথ্য এবং আদর্শগতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আরও সম্ভাব্য পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিবৃতিতে কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি মাস্কের নাম। বৈঠকের ফলশ্রুতিতে এলন মাস্কের রয়্যাল সোসাইটি ফেলোশিপ এখনও বহাল রয়েছে। এবং বহাল থাকে এলন মাস্কের রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ।

তবে, গল্পটি এখানে শেষ নাও হতে পারে। এলন মাস্কের ফেলোশিপ পর্বটি রাজনীতি, সমাজ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব সংঘাতের ত্রিভুজ তৈরি করেছে। তা সমাজবিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে রূপ দিতে চলেছে নতুন করে।

চূড়ান্ত ফলাফল যা-ই হোক না কেন, মাস্কের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে অভিজাত রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে যে বিভাজন দেখা দিয়েছে তা এই মর্যাদাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে- এবং সার্বিকভাবে এ গ্রহের ক্ষেত্রেও- বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড, বৈজ্ঞানিক আচরণবিধি আর দর্শন, এবং বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অনুশাসনে হয়তো আনতে পারে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

(লেখক কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

২০২০ আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি ফুটবলার পিকে ব্যানার্জি।

১৯৬৬ গায়িকা অলকা ইয়াগনিকের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

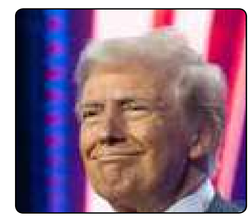

সুনীতাদের আগে সেরে উঠতে হবে। মহাকাশে গেলে কারও পেশি ও মাধ্যকর্ষণের মধ্যে কোনও টান থাকে না। হাজার পাউন্ড ওজন স্বচ্ছন্দে তুলে নিতে পারে। সেরে ওঠাটা খুব সহজ নয়। বেশ কঠিন। ওঁরা সেরে উঠলে নিশ্চয়ই হোয়াইট হাউসে আসবেন। তখন দেখা হবে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

তামিলনাড়ুর এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে শৌচালয়ে জল জমে গিয়েছিল। সেই জমা জল ঝাঁটা হাতে পরিষ্কার করছে দুই ছাত্রী। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। প্রধান শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করেছে তামিলনাড়ু শিক্ষা দপ্তর। ক্ষুব্ধ ছাত্রীদের পরিবার।

ভাইরাল/২

কারাগারের লৌহ কপাট ভাঙা হয়নি। তাহলে বন্দি পালাল কী করে? পুলিশ আবার ধরার পর পালানোর রহস্য ফাঁস করল বন্দি। দুটি রডের মধ্যে মুণ্ডুটা বের করল, পরমুহূর্তে শরীর গলিয়ে বেরিয়ে এল। হতভম্ব পুলিশ।

জনমন
জনমত

তসলিমাকে এই বাংলায় চাই

তসলিমা নাসরিন বাংলা সাহিত্যজগতের একজন স্বনামধন্য লেখিকা। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নানা প্রকার নির্যাতনের বিষয় তাঁর বিভিন্ন বই বিশেষ করে লজ্জা এবং দ্বিখণ্ডিত বই দুটিতে প্রকাশ করার জেরেই মৌলবাদীদের রোষের বলি হয়ে ২০০৭ সালের নভেম্বরে তাঁকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

সম্প্রতি, সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যসভায় উক্ত লেখিকাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন। তিনি সওয়াল করেছেন, যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তসলিমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হোক। এই যে বছরের পর বছর অন্য দেশে বা নিজের দেশেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে তাঁকে- এটা তো বিশ্বের সব মানুষের কাছে মানবতার লজ্জা। কারণ, মতপ্রকাশ করার অধিকার তো সকলেরই আছে। অবশ্য বিভিন্ন মানুষের মতামতের ভিন্নতা তো থাকতেই পারে। অনেকের কাছে তাঁর মতামত গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আবার অনেকের কাছে নাও হতে পারে- এটাই স্বাভাবিক।

সর্বোপরি তিনি একজন লেখিকা তথা কবি। এই বাংলার মাটিতে ফিরে এলে তিনি অবশ্যই বাংলা সাহিত্যকে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী করতে পারবেন। তাই তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

ভীমনারায়ণ মিত্র, দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

শিলিগুড়ির সমস্যা ড্রেন

শিলিগুড়ি পুরসভার বাজেটে অনেক কাজের কথা বলা হলেও, আরও কয়েকটি কাজের কথা থাকলে ভালো হত। প্রথমেই বলা দরকার ভাঙাচোরা ড্রেন মেরামত। ড্রেন ভাঙা থাকলে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। শহরের ফাঁকা জমিগুলি কার্যত এক-একটি ছোট ছোট ডাম্পিং গ্রাউন্ড, যা নিঃসন্দেহে শহরের সৌন্দর্যায়নে বাধা তৈরি করবে।

এছাড়া রেল নিয়ে অনেক কথা আছে। কিন্তু এনজেপিতে ডিআরএম অফিস স্থাপনের কোনও দাবি করা হয়নি। অথচ ডিআরএম অফিস হলে অন্যান্য দাবিগুলো রেলের প্রয়োজনে রেলের পক্ষ থেকেই করা হয়ে থাকে।

ধ্রুব সরকার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

পাহাড়ি হাওয়ায় লেপচা নারীরাই দৃষ্টান্ত

পাহাড়ে সিটং বিখ্যাত কমলালেবুর জন্য। এখন সেখানে লেপচা মহিলারা নতুন দৃষ্টান্ত গড়েছেন নারীর ক্ষমতায়নের।

ময়ূখ ভট্টাচার্য

'মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।' উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি নির্জনতার মাঝে লেপচা নারীদের সংগ্রামের গল্প যেন রবিঠাকুরের এই অমর পংক্তির প্রতিচ্ছবি। শত প্রতিকূলতার মাঝেও তারা একলা পথ চলে- কৃষি, উদ্যানপালন, পর্যটন ও স্বনির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলছেন।

লেপচারা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যাঁরা মূলত সিকিম, দার্জিলিং, ভুটান, মেঘালয় ও অরুণাচলপ্রদেশে বসবাস করেন। এঁরা যুগ যুগ ধরে পাহাড়ি কৃষি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। পাহাড়ে সিটংয়ে লেপচারা কৃষি, উদ্যানপালন ও পর্যটনের মাধ্যমে জীবনযাপন করে আসছেন। বিশেষত সিটংয়ের লেপচা নারীরা পথ দেখাচ্ছেন নয়া আয়ের।

তাঁরা মূলত জৈব চাষের মাধ্যমে শাকসবজি উৎপাদন করেন, যা স্থানীয় হোমস্টে ও বাজারে বিক্রি হয়। গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি, শুয়োর চারণ ও স্থানীয় ব্রুম ঘাস সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ফুলঝাড়ুও উৎপাদন করেন, যা তাঁদের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁরা আধুনিক কৃষিতেও দক্ষতা অর্জন করছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের সহায়তায় এঁদের কৃষি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে।

অহলধারার সিঙ্কোনা গবেষণাকেন্দ্র লেপচাদের বিকল্প কৃষি উদ্যোগে সহায়তা করছে। সিঙ্কোনা চাষ ছাড়াও কিউই, ব্লুবেরি ও অ্যাভোকাডোর পরীক্ষামূলক চাষ শুরু হয়েছে, যা সফল হলে পাহাড়ি কৃষিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রকের অধীনে একটি প্রকল্পে কর্মসূত্রে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় গিয়ে লক্ষ করেছি, এই সম্প্রদায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন জিটিএ'র কৃষি বিভাগ- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপ পরিচালক ইউনুস লেপচা। এই সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকারি সহায়তা এবং কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করছেন।

আরও দেখেছি, সিটংয়ের লেপচা নারীরা কৃষির পাশাপাশি কুটিরশিল্পেও সাফল্য অর্জন করছেন। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী 'টোটোলা' সরকারি সহায়তায় ছাতু উৎপাদন করছে। 'টোটোলা' স্বনির্ভর নারীগোষ্ঠী, যা লেপচা নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত।

টুংবুং দাওরোম, আংসো তিস্থু রেই, ল্যাং কাঠথাক বুউ, মি চেই আরাইয়ের মতো জনপ্রিয় লেপচা লোকগানের তালে তালে পাহাড়ের ঢালে তাঁরা গড়ে তুলছেন কম্পোস্ট পিট, তৈরি করছে জৈব সার। যা স্থানীয় ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাজারজাতও করছে। সীমিত পুঁজি ও সরকারি ভরতুকি কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলেছে নার্সারি ও গ্রিনহাউস, যেখানে প্রচুর পুষ্টি সমন্বিত পাহাড়ি শাকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অর্কিড, রডোডেনড্রন, বনসাই ও চারাগাছ পরিচর্যা হচ্ছে ও পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্ববাজারে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, সিটংয়ের লেপচা নারীদের সাফল্যের অ-উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উত্তরা খাওয়াস। যিনি নিজের প্রচেষ্টা এবং সরকারি সহায়তায় সেখানে অ্যাগ্রোফার্ম হোমস্টে শুরু করেছেন। নিজস্ব খামারে শাকসবজি হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী লেপচা পদ্ধতিতে রান্না করে পর্যটকদের দেওয়া হয়। যা পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের।

সিটংয়ের লেপচা নারীদের এই আত্মনির্ভরতার যাত্রা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, বরং এক সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিচিত্র। আজ স্থানীয় আইমিত লেপচা, লাদুপ সিরিং লেপচাদের মতো অনেক মহিলারাই জীবনের নতুন উড়ানের স্বপ্ন দেখছেন। কার্সিয়াংয়ের পাহাড়ের কোলে এই ছোট্ট গ্রাম সিটং তাই হয়ে উঠেছে নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(লেখক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। কৃষি গবেষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৩

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। সৌন্দর্য, রমণীয়তা, মাধুর্য, লাবণ্য ৩।ঈষৎলাল ৪।অমৃত, মদ, সুরা ৫।স্বর্গ, মর্তও পাতাল ৭।গাছ, বৃক্ষ ১০।উগ্র, কঠোর, কষায় ১২।সেবামূলক কাজে শ্রমদান ১৪। ভৃত্য, ক্রীতদাস, তাসবিশেষ ১৫। সাধারণ মানুষের সেবাযত্ন, জনসাধারণের উন্নতিকল্পে সেবা ১৬। কাঁটা, বাধা, কলঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। অযথা জাঁক করে বেড়ায় যে ২। গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ৩। প্রদীপ দিয়ে দেবমূর্তি বরণ, আরতি ৬। ব্যবসা বাণিজ্য করে যে, পদবিবিশেষ ৮। রক্ত ৯। বোকা, স্থূলবুদ্ধি ১১। কাঠ ইত্যাদিতে আঘাতের মৃদু শব্দ ১৩। সুরের অলংকার, স্বরকম্পনবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৯২

পাশাপাশি : ২। সুধাকর ৫। পরাত ৬। ককবরক ৮। পটা ৯। তারা ১১। পর্যবসিত ১৩। শবর ১৪। কামদার।

উপর-নীচ : ১। উপবন ২। সুত ৩। কটক ৪। পাতক ৬। কটা ৭। বজরা ৮। পণব ৯। তাত ১০। জনরব ১১। পদাতি ১২। সিকিম ১৩। শর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জামিন নয়

যাদবপুর কাণ্ডে ধৃত অপর ছাত্র সৌপ্তিক চন্দ্রের জামিন হল না। আলিপুর আদালত তাঁকে বুধবার পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

ডেথ সার্টিফিকেট

মৃত্যুর আটমাস পর পাওয়া গেল আরজি করের নিহত তরুণী চিকিৎসকের ডেথ সার্টিফিকেট। রাজ্য সরকারের 'জন্ম-মৃত্যু' তথ্য পোর্টালে ওই সার্টিফিকেট আপলোড করা হয়েছে।

৬ ঘণ্টা কাজ

গরমের দিনগুলিতে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ৬ ঘণ্টা কাজ করবেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বুধবার একথা জানিয়েছেন।

আর্জি খারিজ

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন হাইকোর্ট তাঁর আর্জি খারিজ করায় জেলেই থাকতে হবে অয়নকে।

রোজনামচা।। *বুধবার কলকাতার নিউ মার্কেটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

শুভেন্দুকে কালো পতাকা

বারুইপুরে শেষপর্যন্ত গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে সভা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বারুইপুরে সভা করতে গিয়ে তৃণমূলের প্রতিরোধের মুখে পড়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির অভিযোগ, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিছিল ও দলীয় সভা করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে বিরোধী দলনেতা সহ দলীয় বিধায়কদের। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২৭ মার্চ বারুইপুরের এসপি অফিস ঘেরাও করার ডাক দিয়েছে বিজেপি।

সম্প্রতি বারুইপুরে মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা এবং বিধানসভায় অনৈতিকভাবে বিরোধী দলনেতা সহ বিজেপি বিধায়কদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্র বারুইপুরে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করার কর্মসূচি নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই লক্ষ্যে বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ বিধানসভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন বিজেপি বিধায়ক বাসে চেপে বারুইপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানকার রাসের মাঠ থেকে এসপি অফিস পর্যন্ত মিছিল করে এসপি অফিস প্রাঙ্গণে সভা করার কথা ছিল বিজেপির। শুভেন্দু তথা বিজেপির এই কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই সাজো সাজো রব ছিল দুই শিবিরে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনের সভা ও কর্মসূচির জন্য অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু একইসঙ্গে এদিন বারুইপুরে শুভেন্দুর যাত্রাপথে সকাল থেকেই তৃণমূলের কর্মসূচি চলছিল।

স্বাভাবিকভাবেই শুভেন্দু ও বিজেপি বিধায়কদের সভাস্থলে পৌঁছোনো নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশের দিক থেকে সবুজসংকেত পাওয়ার পরই বিধানসভা থেকে রওনা দেন শুভেন্দু। বারুইপুরে ঢোকার মুখে পদ্মপুকুরে শুভেন্দু ও বিজেপিকে কালো পতাকা দেখানোর জন্য প্রস্তুত ছিল তৃণমূলও। স্বাভাবিকভাবেই শুভেন্দুর কনভয় পদ্মপুকুরে পৌঁছোনোর পরই উত্তেজনা চরমে ওঠে। বারুইপুরে রাসমাঠের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'ধারে তৃণমূলিরা 'চোর চোর চোরটা শিশিরবাবুর ছেলেটা' বলে স্লোগান দেয়। শুভেন্দুর অভিযোগ, বিমান বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস ও অজয় ভদ্রের নেতৃত্বে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে বারুইপুরে ঢুকতে না দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। যদিও গৌতম বলেন, 'আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচি করেছি। কালো পতকা দেখিয়েছি। শুভেন্দু আসায় বারুইপুর অপবিত্র হয়েছে। বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর যাত্রাপথ গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করব।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, গন্তব্যে পৌঁছোনোর আগেই অন্তত দু-বার তাঁর কনভয় আটকানো হয়েছে। হামলা করা হয়েছে তাঁর গাড়ির ওপরেও। এমনকি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্তও করেছিলেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, লাঠি, বাঁশ সহ অস্ত্র নিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়ির ওপর হামলা চালিয়েছে।

যদিও তিনি জানিয়েছেন, গাড়িতে আঘাত করলেও গাড়ির কাচ ভাঙেনি। এই হামলার জন্য সরাসরি জেলা পুলিশ সুপারের দিকে আঙুল তুলেছেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, কনভয়ে থাকা তাঁর গাড়িকে দুষ্কৃতীদের কাছে চিহ্নিত করে দেন পুলিশ সুপার নিজেই। শেষপর্যন্ত মিছিল করার কর্মসূচিতে কিছুটা কাটছাঁট করে রাস মাঠ পর্যন্ত পৌঁছে সেখানেই গাড়িকে অস্থায়ী মঞ্চ করে সভা করেন শুভেন্দু। সেই সভা থেকেই বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তোপ দাগেন শুভেন্দু। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেখ শাহজাহানের সঙ্গে তুলনা করে শুভেন্দু বলেন, 'বিধানসভার অধ্যক্ষ শুধু অগণতান্ত্রিক নন, তিনি শেখ শাহজাহানের মতো গুন্ডায় পরিণত হয়েছেন। বারুইপুরে আমাকে ঢুকতে না দিতেই দুষ্কৃতীদের দিয়ে হামলা করিয়েছেন তিনি।'

ঘটনাক্রম

- বুধবার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন বিজেপি বিধায়ক বারুইপুরের উদ্দেশে রওনা দেন
- একইসঙ্গে বারুইপুরে শুভেন্দুর যাত্রাপথে সকাল থেকেই তৃণমূলের কর্মসূচি চলছিল
- শুভেন্দুর কনভয় পদ্মপুকুরে পৌঁছোনোর পরই উত্তেজনা চরমে ওঠে
- শেষপর্যন্ত কর্মসূচিতে কিছুটা কাটছাঁট করে গাড়িকে অস্থায়ী মঞ্চ করে সভা করেন শুভেন্দু

কারও মুখে পদবি ভুল, কারও নাম

সুনীতাকে অভিনন্দন মমতা-শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামসের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল তৃণমূল-বিজেপিতে। বুধবার বিধানসভায় সুনীতাকে অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি জানান। পিছিয়ে নেই বিজেপিও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সুনীতার প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে একে 'শতাব্দীর সেরা সাফল্য' বলে দাবি করেছেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবিকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

২৮৬ দিন মহাকাশে কাটিয়ে অবশেষে নিরাপদে ফিরলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গীরা। সুনীতার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে উন্মুখ হয়েছিল সারা বিশ্ব। স্বাভাবিকভাবেই বুধবার তাঁর সফল প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সুনীতাকে অভিনন্দন জানানো ও তাঁর কৃতিত্বের ভাগীদার হতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। বুধবার বিধানসভায় সুনীতার প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুনীতার এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য এই সদন থেকে তাঁকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে তিনিও পড়াশোনা করছেন বলে দাবি করেন। যা নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রীকে। কল্পনা চাওলার প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে সুনীতা উইলিয়ামসকে সুনীতা চাওলা বলে ফেলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় যখন সুনীতা উইলিয়ামস প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখছিলেন, ঠিক সেই সময় বিধানসভার গেটে এসে পৌঁছোন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ততক্ষণে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সুনীতা চাওলা এই বিভ্রান্তি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই চর্চাকে উসকে দিতেই বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'এই মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃতই মূর্খ মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে রাকেশ শর্মাকে রাকেশ রোশন বলেছিলেন। তবু শিক্ষা হয়নি। এদিনও সুনীতা উইলিয়ামসকে সুনীতা চাওলা বানিয়ে ফেলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর এই মন্তব্য রাজ্যের লজ্জা, গোটা দেশের লজ্জা। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত তাঁর ভুল স্বীকার করে নেওয়া।'

যদিও এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বারুইপুরে দলীয় কর্মসূচির উদ্দেশ্যে দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বিধানসভা থেকে রওনা হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে সুনীতা উইলিয়ামস প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে সমালোচনা করতে গিয়ে নিজেও একই ভুলের শিকার হন শুভেন্দু। এবার শুভেন্দুর মুখে শোনা গেল সুনীতা নয়, সোনিয়া উইলিয়ামস। যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল সংশোধন করে নেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় যুযুধান দুই শিবিরেই কিছুটা স্বস্তি ফেরে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে বিজেপির সমালোচনায় অস্বস্তিতে পড়েছিল শাসকদল। যদিও গোটা বিষয়টিকে পাত্তাই দিতে চায়নি তৃণমূল। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করা নিছক ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। এটা একেবারেই স্লিপ অফ টাং। এখন নিজের ভুলের পর সেটা উনিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

এদিন রাজ্য সরকারের নিয়োগ দুর্নীতি ও ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছিল বিজেপি। কিন্তু অধ্যক্ষ বিজেপির আনা মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ করে দিলেও তা নিয়ে সরব হতে দেখা গেল না তাদের। বরং প্রথমার্ধের অধিবেশন মুলতুবি হতেই সুনীতা উইলিয়ামসকে অভিনন্দন জানাতে বুকে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বিধানসভায় মিছিল করতে দেখা গেল বিজেপিকে।

সুনীতা ঘরে ফেরায় পদ্ম বিধায়কদের উচ্ছ্বাস। বুধবার বিধানসভার বাইরে।

পুলিশের আচরণে ক্ষুব্ধ শুভেন্দু-নৌশাদ

কলকাতা, ১৯ মার্চ : এ যেন একযাত্রায় পৃথক ফল। অভিযোগ একই। কিন্তু একজন পেলেন উসকানির অভিযোগ, আরেকজনের অভিযোগ শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করতে উদ্যোগী হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার বিধানসভায় ঢোকার মুখে পুলিশ তাঁকে হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ঘটনায় বিধানসভায় তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু। অন্যদিকে আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও এদিন পুলিশের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করেছেন। সেই ঘটনা জানতে পেরে নৌশাদকে আশ্বস্ত করতে তৎপর হন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। একই দিনে বিধানসভার এই দুটি ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির কারণে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। বিধানসভার গেটে বিরোধী দলনেতা গাড়ি থেকে নামার পরেই কার্যত ক্ষিপ্ত হন। উপস্থিত এক পুলিশকর্তাকে রীতিমতো হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, নিরাপত্তার এই বাড়াবাড়ি কার জন্য? শুভেন্দু অভিযোগ করেন, তাঁকে বিধানসভায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে। হেনস্তা করার অভিযোগও তোলেন পুলিশের বিরুদ্ধে। যদিও পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে। আসলে উনিই উসকানি দিতে চেয়েছেন। উনিই উসকানি দিয়ে হাওয়া গরম করতে চাইছেন।'

বিধানসভার ৩ নম্বর গেটের বাইরে রাখা ছিল নৌশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি। বিধানসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেরোতে পারেন, এই বার্তা পেয়ে উপস্থিত এক পুলিশকর্তা নৌশাদের গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। নৌশাদের অভিযোগ, নির্দেশ নিয়ে তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। ওই পুলিশকর্তার আচরণ সঠিক ছিল না। তিনি গর্হিত কাজ করেছেন। নৌশাদের সঙ্গে পুলিশকর্তার বাকবিতণ্ডার খবর এসে পৌঁছোয় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সূত্রের খবর, সেই কথা শুনে তিনি মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বিষয়টি দেখার জন্য তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন। শেষপর্যন্ত অরূপ নৌশাদকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসেই শেষপর্যন্ত শান্ত হন নৌশাদ।

সব ধর্মকে আমরা সম্মান করি : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য বিধানসভা। বুধবারও তার ব্যতিক্রম হল না। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্রই মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। কিন্তু স্পিকার তা খারিজ করে দেন। তারপরই সুনীতা উইলিয়ামসকে অভিনন্দন জানানোর কর্মসূচির জন্য বিজেপি বিধায়করা বেরিয়ে আসেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন যখন অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন একমাত্র বিরোধী বিধায়ক হিসাবে ছিলেন আইএসএফ-এর নৌশাদ সিদ্দিকী। স্বাস্থ্য বাজেটের ওপর ভাষণ দিতে গিয়ে ধর্মকে এদিনও টানেন মমতা। তিনি বলেন, 'একদল শুধু বলে যাচ্ছেন হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে যখন কেউ এরাজ্যে চিকিৎসার জন্যে আসেন, তখন কিন্তু আমরা কোনও ধর্ম দেখি না। সমস্ত ধর্মকেই আমরা সম্মান করি। সমস্ত ধর্মের মানুষকে আমরা চিকিৎসা দিই।'

> একদল শুধু বলে যাচ্ছেন হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে যখন কেউ এরাজ্যে চিকিৎসার জন্যে আসেন, তখন কিন্তু আমরা কোনও ধর্ম দেখি না। সমস্ত ধর্মকেই আমরা সম্মান করি। সমস্ত ধর্মের মানুষকে আমরা চিকিৎসা দিই।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন শাসকদলের বিধায়করা টেবিল চাপড়ে সমর্থন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই রাজ্যের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে।' ১৪ বছরের তৃণমূল শাসনকালে রাজ্যে নতুন করে কতগুলি মেডিকেল কলেজ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে তা পরিসংখ্যান দিয়ে মমতা বলেন, 'রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে রাজ্য সরকার। ১৪ হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ হয়েছে। বাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবা দেশে তো বটেই, বিশ্বেও সেরা। এখানে বাইরের লোকেরা এসেও চিকিৎসা করান। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় না। তা সত্ত্বেও আমরা সব স্তরের চিকিৎসকদের বেতন বাড়িয়েছি।'

ইফতার পার্টিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার একবালপুরে নবাব আলি পার্কে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

রামনবমী তর্জায় পারদ চড়াচ্ছে বিজেপি

কলকাতা, ১৯ মার্চ : রামনবমী নিয়ে সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু লাখো লোকের মিছিলই নয়, পুলিশ প্রশাসনকে রীতিমতো হুঁশিয়ারিও দিলেন শুভেন্দু। বুধবার বিধানসভার গেটে শুভেন্দু বলেন, 'রামনবমীতে লাখো লোক পথে নামবেন। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব প্রশাসনের। কোন পথে ওরা মোকাবিলা করবে, ঠিক করুক পুলিশ।'

বুধবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, রামনবমীতে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রস্তুত পুলিশ। অশান্তির আশঙ্কায় পুলিশ প্রশাসনকে আগাম সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই আবহে এদিন নতুন করে শুভেন্দুর এই হুঁশিয়ারি রামনবমী ঘিরে উত্তেজনার পারদ বাড়াবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অভিযোগ, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে হাওয়া দিতেই রামনবমীর মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে হাতিয়ার করতে চলেছে বিজেপি। বিরোধীদের এই অভিযোগ নিয়ে অবশ্য কোনও রাখঢাক করতে চায় না বিজেপিও। হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিতে রামনবমীর মতো ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে এবার বাড়তি প্রস্তুতি নিতে চলেছে সংঘ পরিবার। সেই লক্ষ্যেই মাঠে নেমেছেন রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টার বয় শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু বলেন, 'রামনবমীতে হিন্দু সনাতনীরা তিলক পরে ধ্বজ নিয়ে মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে পথে নামবেন। ওই ধ্বনি নিয়ে অনেকের আবার অ্যালার্জি আছে। কেউ কেউ জয় শ্রীরাম শুনলে গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে যান। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা হিন্দু সনাতনীদের বলব, রামনবমীতে জোর গলায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলুন।'

রামনবমীতে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে আশ্বস্ত করে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, 'সবদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। রামনবমীতে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় আমরা প্রস্তুত।' যদিও রামনবমীর দিনে কলকাতায় আইপিএল ম্যাচের দিন পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানিয়েছে পুলিশ। সেই ঘটনাকে সামনে এনে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু।

বাম আমলের প্রকল্প প্রত্যাহার

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বাম আমলের ১০টি ইনসেনটিভ প্রকল্প প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য সরকার। তার মধ্যে ৮টি ইনসেনটিভ প্রকল্প শিল্প দপ্তর ও বাকি ২টি ইনসেনটিভ প্রকল্প পর্যটন দপ্তরের অধীনে। বুধবার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত বিল পেশ করেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। ওই ১০টি প্রকল্প চালু রেখেও কোনও নতুন শিল্প আসেনি। বরং ওই ইনসেনটিভ প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া ১৫টি সংস্থা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। সেই কারণে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ধ্বনি ভোটে এই বিল পাশ হয়ে যায়।

পরে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওই প্রকল্পগুলি চালু রেখে কত উদ্যোগপতিকে আগ্রহী করা সম্ভব হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই প্রকল্প এখন অপ্রাসঙ্গিক। সেই কারণে সেগুলি প্রত্যাহার করে যুগোপযোগী প্রকল্প আনার প্রক্রিয়া চলছে।' রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা তথ্য দেখিয়ে বলেন, 'এই প্রকল্পগুলি এখন নতুন করে কোনও বিনিয়োগকারীকে আগ্রহী করছে না। এই প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেওয়া মানে আমরা শিল্পবিরোধী নই। বরং শিল্পপতিদের আগ্রহী করতে নানা প্রকল্প নিয়েছি।'

চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ঝাঁপালেন নয়না

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মার্চ : গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতা আসনটি তৃণমূল দখল করলেও গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে চৌরঙ্গী ও শ্যামপুকুর। চৌরঙ্গী কেন্দ্রের বিধায়ক কলকাতা উত্তরের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। চৌরঙ্গী আসনে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে পড়তে হবে, তা ইতিমধ্যে সমীক্ষা করে জেনেছে তৃণমূল। তাই ওই কেন্দ্রে এখন থেকেই বিশেষ নজর দিতেই স্থানীয় বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের নির্দেশের পরই ওই কেন্দ্রে কর্মীসভা ডেকেছিলেন নয়না। সেখানে ওয়ার্ড ধরে ধরে আলোচনা হয়েছে।

নয়না বুধবার বিধানসভায় বলেন, 'আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই সেরকমভাবে কাজ করব। বাড়তি কিছু বলেননি, বলেছেন দেখে নিতে হবে। আমরা এর ওপরে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছি।'

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু চৌরঙ্গী নয়, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজার কেন্দ্র শ্যামপুকুর ও অবাঙালি অধ্যুষিত বলে পরিচিত জোড়াসাঁকোয় বিশেষ নজর দিচ্ছে তৃণমূল।

বিদেশযাত্রার আগে সতর্কবার্তা মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বাকি মাত্র একদিন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে লন্ডন সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ মার্চই তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা। স্বল্প সময়ের সফরে গেলেও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ সতর্ক তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে রাজ্যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি খুব সুখকর নয়। শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে ধর্ম নিয়ে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলছে। যা একেবারেই পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। প্রশাসনের আশঙ্কা, শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে এই রেষারেষি বন্ধ না হলে যে কোনও সময়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে।

এই আশঙ্কা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী যে ক'দিন বিদেশে থাকবেন, পরিস্থিতির ওপর বিশেষ নজর থাকবে তাঁর। এই ব্যাপারে নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মা সহ রাজ্য প্রশাসনের একাধিক শীর্ষকর্তার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছেন তিনি। বুধবার নবান্ন প্রশাসন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাওয়ার আগে সম্ভবত আবার বৈঠক করবেন। শুধু পুলিশ প্রশাসন নয়, সরকারি কাজকর্ম নিয়েও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন তিনি দেশের বাইরে থাকবেন, ততদিন নিয়মিতভাবে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে।

নবান্ন সূত্রের খবর, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সরকারি কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য এবারও তিনি আলাদাভাবে তাঁর মন্ত্রীসভার কোনও সতীর্থকে বিশেষ দায়িত্ব দিচ্ছেন না। তবে মন্ত্রীসভার প্রবীণ সদস্য ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এই বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এক প্রবীণ মন্ত্রীর কথায়, এবার মুখ্যমন্ত্রীর ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফেরার কথা। সম্ভবত এই স্বল্পদিনের সফরের জন্য সরকারের কাজ দেখতে বিশেষ কাউকে দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী দিয়ে যাচ্ছেন না। সম্মিলিতভাবে আমাদেরকেই সবটা দেখতে হবে। তাছাড়া বিদেশে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ থাকবে রাজ্য প্রশাসনের।'

কোর্ট বললেই ২ থেকে ৩ লক্ষ নিয়োগের আশ্বাস

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে শূন্যপদে নিয়োগে মামলা যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা জোরদার প্রচারে আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। বুধবার বিধানসভায় স্বাস্থ্য বাজেটের ওপর ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই রাজ্যের শূন্যপদের সংখ্যার প্রসঙ্গ তোলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনের আসনে বসে থাকা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে প্রাথমিক ও স্কুল শিক্ষায় শূন্যপদ কত রয়েছে তা জানতে চান। ব্রাত্য তখন বলেন, 'প্রাথমিক ও স্কুল শিক্ষা মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ শূন্যপদ এই মুহূর্তে রয়েছে।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কয়েকজন দুষ্টু লোক আছে, তারা কোর্টে বার বার মামলা করে নিয়োগ আটকে দিচ্ছে। দয়া করে নিয়োগ আটকাবেন না। মানুষ যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

রাজ্যের বেকার সমস্যাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারকে বারবার আক্রমণের নিশানা করেছে বিরোধীরা। রাজ্যে কোনও কর্মসংস্থানের পরিবেশ না থাকার জন্যই এই রাজ্যের বেকার তরুণ, তরুণীরা ভিন রাজ্যে যাচ্ছে বলেও তাদের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে মমতা এদিন বলেন, 'সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য আমাকে সংবিধান মেনে চলতে হয়। মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলা ছিল। সুপ্রিম কোর্ট একটা পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। ওরা ভালো কথাই বলেছে। ওবিসি নিয়ে সমীক্ষা যেমন চলছে তেমন চলবে।' সরকারি চাকরিতে ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছিল রাজ্য। এই সংরক্ষণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। মামলায় রাজ্যের সংরক্ষণ নির্দেশ বাতিল করে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ করা যায় না। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। এই প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে মামলাটা চলছে। আমি আশা করব, এটা মিটে যাবে। তার পরই নিয়োগ হবে।'

মামলার জন্য শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না

এরপর বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নিয়োগ আটকানোর খেলা খেলবেন না। মানুষ যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। প্রয়োজনে ফুটবল খেলুন, ক্রিকেট খেলুন, টেনিস খেলুন। মনে রাখবেন, জেনারেল কাস্টের কোটা কেটে আমি ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করিনি। এজন্য অতিরিক্ত টাকা দিয়ে, অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করেছি। সংরক্ষণ নিয়ে আদালতে মামলার জেরেই দুই থেকে তিন লক্ষ চাকরি আটকে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেই আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করব।'

এদিনও মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সময় বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না। তাঁরা প্রথমেই ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সময় একমাত্র আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই নিয়োগ নিয়ে বিবৃতি প্রসঙ্গে নৌশাদ বলেন, 'মামলার জন্য নিয়োগ হয়নি সেটা ঠিক। কিন্তু কেন রাজ্য সরকার মামলা দ্রুত শেষ করতে তদ্বির করছে না? রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান তো হত।'

ঔরঙ্গজেব লাগাম চাইছে সংঘ

নাগপুরের হিংসার মূল অভিযুক্ত ধৃত

নাগপুর, ১৯ মার্চ : বাবরি কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি চাইছে না আরএসএস। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধি সরানো ঘিরে নাগপুরে যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন রেশমবাগের নেতারা। জল যাতে বেশিদূর না গড়ায় তাই দ্রুত বিতর্কে লাগাম টানতে চাইছেন সংঘের শীর্ষ নেতৃত্ব। আরএসএস নেতা সুনীল আম্বেকার বলেন, 'প্রশ্ন হল, ঔরঙ্গজেব যদি আজও প্রাসঙ্গিক হন তাহলে ওই সমাধি কি সরিয়ে দেওয়া উচিত? উত্তর হল, ঔরঙ্গজেব এখন আর প্রাসঙ্গিক নন। হিংসা যে প্রকারেরই হোক, তা কোনও সমাজের পক্ষেই হিতকর নয়।'

আরএসএস নেতার এহেন বয়ানের পর স্বাভাবিকভাবেই তাকে স্বাগত জানিয়েছে শিবসেনা (ইউবিটি), এনসিপি (এসপি)-র মতো বিরোধী দলগুলি। ঘটনা হল, নাগপুর হিংসার ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে মহারাষ্ট্র সরকারও তৎপরতা বাড়িয়েছে। বুধবার হিংসার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ফাহিম শামিম খান নামে মাইনরিটিজ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এমডিপি)-র এক স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারের খানিক আগে গণেশপেঠ থানায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআরে ওই নেতার নামে মামলাও রুজু করা হয়েছে। এর

থমথমে এলাকা। বুধবার নাগপুরের হংসাপুরিতে।

পাশাপাশি পুলিশের তরফে একটি ভিডিও ও ছবি প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, হিংসা ছড়ানোর খানিকটা আগে উসকানিমূলক ভাষণ দিচ্ছেন ফাহিম। তাঁকে ২১ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পুলিশ জানিয়েছে, নাগপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ালেও সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে এখনও কার্ফিউ জারি রয়েছে। ওই এলাকাগুলিতে ২ হাজারেরও বেশি সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের এফআইআরে বলা হয়েছে, হিংসায় শুধু সাধারণ মানুষ নন, আক্রান্ত হয়েছেন এক মহিলা পুলিশকর্মীও। ওই কর্তব্যরত মহিলা পুলিশকর্মীর শ্লীলতাহানি করে দুষ্কৃতীরা। তাঁর উর্দি ধরে টানাটানিও করা হয়েছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরও মহিলা পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে নোংরা, অশ্লীল কথাবার্তা ও অঙ্গিভঙ্গি করা হয়েছিল। এলাকায় উসকানিমূলক স্লোগানও দিয়েছিল তারা। খুলদাবাদ থেকে ঔরঙ্গজেবের সমাধি সরানোর দাবিতে সোমবার ভিএইচপি এবং বজরং দলের কর্মী-সমর্থকরা আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভ দেখানোর সময় তারা চাদর সহ ঔরঙ্গজেবের একটি কুশপুতুল পোড়ায়। এরপরই হিংসার আগুনে ঘৃতাহুতি হয়। নাগপুরের মহল, হংসপুরী এলাকায় চলে হিংসা, লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। এদিকে ফাহিম খানের পাশাপাশি ভিএইচপি ও বজরং দলের একাধিক কর্মীর নামও রয়েছে পুলিশের এফআইআরে। তাদের মধ্যে ৮ জন এদিন কোতওয়ালি থানায় আত্মসমর্পণ করে। নাগপুর হিংসায় ৩০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

র‍্যাশনের সুবিধা কি বিপিএল পরিবার পাচ্ছে

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : র‍্যাশন কার্ডের অপব্যবহার নিয়ে এবার সরাসরি প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলি বা বিপিএল উপভোক্তাদের কাছে ভরতুকিযুক্ত র‍্যাশন সামগ্রী পৌঁছোচ্ছে কি না তা জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। করোনাকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। অযোগ্যরা ভরতুকিযুক্ত অত্যাবশকীয় পণ্য পাচ্ছেন কি না তা জানতে চায় বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। বিচারপতিরা বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলির কাছে যে র‍্যাশন সামগ্রী পৌঁছোনো দরকার সেটা পৌঁছোচ্ছে না। পরিযায়ী শ্রমিকদের আইনজীবী বলেন, কেন্দ্রীয়

প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

সরকারের ই-শ্রম পোর্টাল অনুযায়ী ৩০ কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের নাম রয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের র‍্যাশন কার্ড নেই। বিচারপতিরা জানান, অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি দাবি করে, তারা বিপুল সংখ্যক র‍্যাশন কার্ড দিয়েছে। তারা বিষয়টিকে বড় করে দেখাতে চায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যাদের র‍্যাশন সামগ্রীর প্রয়োজন তারা কতটা উপকৃত হচ্ছে সেটা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, 'দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলির জন্য বরাদ্দ সুবিধা কি অযোগ্যদের পকেটেও যাচ্ছে? র‍্যাশন কার্ড এখন জনপ্রিয়তা অর্জনের কার্ড হয়ে উঠছে। যখন রাজ্যগুলি উন্নয়ন দেখাতে চায় তখন তারা বলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার যখন বিপিএল পরিবারগুলির কথা বলা হয় তখন তারা বলে ৭৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, যোগ্যদের কাছে যাতে র‍্যাশনের সুবিধা পৌঁছে যায়।'

সংসদের বাইরে অন্য মেজাজে প্রিয়াংকা গান্ধি। নয়াদিল্লিতে বুধবার।

গাজায় হামলা জারি উদ্বিগ্ন ভারত

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে গাজায় নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। তাতে ৪০০-রও বেশি প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বুধবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গাজার পরিস্থিতি নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে সব বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হোক। বিষয়টি জরুরি। আমরা দাবি জানাচ্ছি, গাজার মানুষের জন্য মানবিক সাহায্য চালিয়ে যেতে দেওয়া হোক।'

ভারতে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার বলেছেন, 'হামাস শান্তি চায় না। তারা পণবন্দিদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছে। গাজা হামাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েল আক্রমণ চালিয়ে যাবে।' তিনি জানান, হামাস দুটো শর্ত পূরণ করলে গাজায় শান্তি ফিরতে পারে। প্রথমত, নিঃশর্তে বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কখনও ইজরায়েলের ওপর আক্রমণ করবে না বলে হামাসকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, 'ইজরায়েল যে কোনও মূল্যে তার কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যদি কূটনৈতিকভাবে সমাধান না মেলে তাহলে সামরিকভাবে তা অর্জন করবে ইজরায়েল।'

সুনীতাদের ফেরার কৃতিত্ব দাবি ডনের

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ২৮৬ দিন কাটিয়ে বুধবার স্পেসএক্সের যানে চেপে ফ্লোরিডা উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে অবতরণ করেছেন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিমাস এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোর। তাঁদের 'ঘর ওয়াপসি'-কে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাসে মেতেছে গোটা বিশ্ব। এই সাফল্যকে পুঁজি করেই আমেরিকার রাজনীতিতে নিজের রাজনৈতিক জমি শক্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি ক্ষমতায় না এলে সুনীতাদের পক্ষে যে পৃথিবীতে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল, নানাভাবে সেই কথা বোঝানোর চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। তাঁকে যোগ্য সংগত করেছে হোয়াইট হাউস। সুনীতাদের ফিরে আসাকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলেছে দিনভর। ট্রাম্প বলেন, 'বাইডেন ওঁদের (সুনীতা, বুচ) ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষমতায় আসার পরেই এলনকে বলেছিলাম ওঁদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। কথা দিয়েছিলাম, পালন করেছি।' বলেন, 'সুনীতারা ফিরে এসেছেন। ওঁদের এবার সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। সুস্থ হয়ে গেলে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে আসার আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

লক্ষণীয়ভাবে এই ইস্যুতে এলন মাস্কের ভূমিকা নিয়েও সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন মাস্ক শুধু তাঁর নির্দেশ পালন করেছেন। বিপরীতে স্পেসএক্স কর্তা মাস্কের বার্তা, সুনীতাদের ফিরিয়ে আনা তাঁর সংস্থার পক্ষে খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল না। পৃথিবীর কক্ষপথ

> বাইডেন ওঁদের (সুনীতা, বুচ) ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষমতায় আসার পরেই এলনকে বলেছিলাম ওঁদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। কথা দিয়েছিলাম, পালন করেছি।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

নয়, আগামী ৩ দশকের মধ্যে মানুষকে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে দেবে স্পেসএক্স। নিজস্ব অঙ্ক মেনে ট্রাম্প, মাস্ক বিবৃতি দিলেও দু'জনই কটাক্ষ করতে ছাড়েননি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে।

রিপাবলিকান পার্টির বাইডেনের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করেছেন। তবে নিশ্চুপ প্রাক্তন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প শিবিরের অভিযোগের জবাব দেওয়া দুরস্ত, সুনীতাদের প্রত্যাবর্তন নিয়েও এদিন দুপুর পর্যন্ত বাইডেনের কোনও শুভেচ্ছাবার্তা নজরে আসেনি।

ইউক্রেন যুদ্ধে 'ধীরে চলো' রাশিয়ার
অপেক্ষায় ট্রাম্প, নিজের ছন্দে পুতিন

মস্কো ও ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি নিয়ে ট্রাম্প-পুতিন বহু প্রতীক্ষিত ফোনালাপ হল মঙ্গলবার। দু-ঘণ্টা আলোচনার পর রাশিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, পুরোপুরি যুদ্ধবিরতি নিয়ে মতৈক্য না হলেও তারা ইউক্রেনের জ্বালানিকেন্দ্রগুলির ওপর ৩০ দিনের জন্য হামলা বন্ধ করতে রাজি। তবে রাশিয়ার প্রস্তাব নিয়ে মুখ খোলেনি আমেরিকা ও ইউক্রেন। পোড়খাওয়া রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দর কষাকষিতে তারা যে চাপে পড়েছে, ট্রাম্প ও জেলেনস্কি প্রশাসনের নীরবতা সেদিকেই ইঙ্গিত করছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

আলোচনার টেবিলে পুতিনের পাল্লা কতটা ভারী তার ইঙ্গিত আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একাধিক সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ফোনের জন্য ট্রাম্পকে নাকি একঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করিয়েছেন পুতিন। ট্রাম্প আগে থেকে ঠিক করা সময়ে ফোন করলেও পুতিন ফোন ধরেননি। তিনি তখন রাশিয়ার শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। সেই বৈঠকে পুতিনের শরীরী ভাষা ও মন্তব্য নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের আগ্রহ নিয়েও।

মঙ্গলবার রাশিয়ার সময় অনুযায়ী বিকাল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুই শীর্ষনেতার ফোনে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘড়িতে ৪টে বেজে গেলেও হালকা মেজাজে শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান পুতিন। সেখানে উপস্থিত আধিকারিকরা ট্রাম্পের ফোন আসার কথা মনে করিয়ে দিলেও পুতিন গুরুত্ব দেননি। শেষে শিল্পপতি ইউনিয়নের প্রধান আলেকজান্ডার শখিন প্রেসিডেন্টকে জানান, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ বিকাল ৪টের বেশি হয়ে গিয়েছে বলে বার্তা দিয়েছেন। পুতিন বৈঠকে রয়ে যাওয়ায় ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে সমস্যা হবে কি না জানতে চান শখিন। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জবাব দিতে গিয়ে হাসতে হাসতে পুতিন বলছেন, 'ওঁর কথা শোনার দরকার নেই। ওঁর তো ওটাই কাজ।' শখিন বলেন, 'এ ব্যাপারে ট্রাম্পের বক্তব্য জানা দরকার।' সেই কথার রেশ ধরে পুতিন বলেন, 'আমি কিন্তু ট্রাম্পের নাম করিনি। পেশকভের কথা বলেছিলাম।' এর বেশ কিছুক্ষণ পর মস্কোর ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক হলে আয়োজিত শিল্পপতিদের বৈঠক থেকে ধীরে-সুস্থে বার হন পুতিন। ঘড়িতে তখন ৫টা বেজে গিয়েছে। সেখান থেকে ক্রেমলিনে ফিরে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

বুধবার পুতিনের যুদ্ধবিরতির ইচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি জানান, ট্রাম্প-পুতিন আলোচনার পরেও ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রুশ সেনা। জেলেনস্কির কথায়, 'হামলা চলছেই। আমাদের পরিকাঠামোগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে। ইউক্রেনীয়দের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পুতিন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবও খারিজ করে দিয়েছেন।'

নৌকাডুবিতে নিহত ৬

ভোপাল, ১৯ মার্চ : মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার মাতাটিলা বাঁধের জলাধারে নৌকাডুবির ঘটনায় ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও নিখোঁজ এক কিশোরীর দেহ উদ্ধারে তল্লাশি জারি রেখেছে উদ্ধারকারী দল।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই জলাধারের মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে অবস্থিত সিদ্ধবাবা মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল নৌকাটি। যাত্রী ছিল ১৫ জন। হঠাৎ নৌকায় জল ঢুকে যাওয়ায় তা ডুবে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা ৮ জনকে উদ্ধার করেন। নিখোঁজ ৭ জনের জন্য ডুবুরি নামিয়ে ৬ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সবথেকে ধনী এবং গরিব বিধায়ক পদ্মের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : এহেন ভারসাম্যের খেলা বোধহয় ভারতের অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে দেখানো কার্যত অসম্ভব। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর একটি রিপোর্টে ভারতের ধনীতম এবং দরিদ্রতম বিধায়কদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সবথেকে ধনী এবং সবথেকে গরিব বিধায়ক বিজেপিরই। সাম্প্রতিকতম নির্বাচনে দায়ের করা হলফনামাগুলি খতিয়ে দেখে ওই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী, মুম্বইয়ের ঘাটকোপার পূর্বের বিজেপি বিধায়ক পরাগ শা দেশের সবথেকে ধনী বিধায়ক। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩৮৩ কোটি টাকা। অপরদিকে বাঁকুড়ার ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মলকুমার ধাড়া সবথেকে দরিদ্র। তাঁর কাছে মাত্র ১৭০০ টাকা রয়েছে। দেশের ২৮টি রাজ্য এবং ৩ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৪০৯২ জন বিধায়কের হলফনামা থেকে ওই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। পরাগ শা-র পর ধনী বিধায়কদের তালিকায় রয়েছেন কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার (সম্পত্তি ১৪১৩ কোটি টাকা), কর্ণাটকেরই নির্দল বিধায়ক কেএইচ পুত্তাস্বামী গৌড়া (১২৬৭ কোটি টাকা), কংগ্রেস বিধায়ক প্রিয়কৃষ্ণ (১১৫৬ কোটি টাকা), অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু (৯৩১ কোটি টাকা)। অপরদিকে ১ লক্ষ টাকার কম সম্পত্তি রয়েছে যাঁদের সেই দরিদ্র বিধায়কদের তালিকায় নির্মলকুমার ধাড়া ছাড়াও রয়েছেন পঞ্জাবের আপ বিধায়ক নরিন্দর পাল সিং সাওয়ানা (১৮৩৭০ হাজার টাকা), নারিন্দর কৌর ভরাজ (২৪৪০৯ হাজার টাকা), জম্মু ও কাশ্মীরের আপ বিধায়ক মেহরাজ মালিক (২৯০৭০ হাজার টাকা), পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা (৩০৪২৩ হাজার টাকা)। সম্পদশালী বিধায়কদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ।

আরও আগে ফেরানো যেত, দাবি মাস্কের

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা তাঁর কাছে বিরাট কোনও সাফল্য নয়। বরং লক্ষ্য পূরণের সিঁড়ি মাত্র। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প থেকে আমেরিকার আমআদমি সবাই যখন আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্র থেকে নভশ্চরদের ফিরে আসার আনন্দে মশগুল, তখন আশ্চর্যজনকভাবে সংযত দেখিয়েছে প্রত্যাবর্তনের মূল কারিগর এলন মাস্ককে। অথচ তাঁর সংস্থার যানে চেপেই নাসার নভশ্চররা পৃথিবীতে ফিরেছেন। বোয়িং যা পারেনি সেটাই করে দেখিয়েছে স্পেসএক্স। সেসব নিয়ে আত্মপ্রচারের বদলে স্পেসএক্সের দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন মাস্ক। একইসঙ্গে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিশানা করতে ভোলেননি। তাঁর দাবি, স্পেসএক্সের তরফে সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বাইডেনকে। কিন্তু সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

স্পেসএক্স কর্তার কথায়, 'আমরা অবশ্যই আরও আগে মহাকাশচারীদের ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। মহাকাশচারীদের মাত্র আট দিনের জন্য সেখানে থাকার কথা ছিল। তাঁরা প্রায় ১০ মাস ধরে সেখানে ছিলেন। স্পষ্টতই, এর কোনও মানে হয় না। স্পেসএক্স কয়েক মাসের মধ্যে মহাকাশচারীদের আনতে পারত। আমরা বাইডেন প্রশাসনকে সেই প্রস্তাব দিয়েছিলাম।'

মাস্ক জানান, পৃথিবীর কক্ষপথ নয়, তাঁর আসল লক্ষ্য মঙ্গল গ্রহে মানুষকে পৌঁছে দেওয়া। সেজন্য সময়ও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, 'আমরা মঙ্গল পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করব। স্পেসএক্স যে কাউকে মঙ্গলে পৌঁছে দেবে। আমার মনে হয়, ২০-৩০ বছরের মধ্যেই সেটা সম্ভব হবে।' এক্সে তিনি বলেন, 'মহাকাশচারীদের আরও একটি নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য স্পেসএক্স ও নাসার টিমকে অভিনন্দন।'

পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাম্প ও মাস্ক দু'জনেই ধনকুবের হলেও তাঁদের লক্ষ্য আলাদা। ট্রাম্প চাইছেন আমেরিকার রাজনীতিতে স্থায়ী ছাপ রাখতে। বিপরীতে মাস্ক আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে নিজের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করতে চাইছেন। অধিকাংশ বেসরকারি মহাকাশ সংস্থা যখন পৃথিবীর কক্ষপথ বা চাঁদে মানুষ পাঠানোর চেষ্টা করছে, তখন মঙ্গলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মাস্ক। যে লক্ষ্যের একটি ধাপ হল সুনীতাদের ফিরিয়ে আনা।

শশীর গলায় ফের মোদি প্রশস্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের প্রশংসা করে সম্প্রতি কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিরাগভাজন হয়েছিলেন শশী থারুর। তাঁকে সেইসময় দলীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাঝে কয়েকদিন চুপ থাকার পর কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে থারুর যেভাবে ফের মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন, তাতে কেরলে বিধানসভা ভোটের একবছর আগে অস্বস্তিতে হাতশিবির।

তুলসী গাবার্ড ও শশী থারুর।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারতের অবস্থানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাধুবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন কর্তা বলেছেন, এই সংকট মেটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার যে কূটনৈতিক সমাধানের কথা বলেন, তা নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। রাইসিনা ডায়ালগ শীর্ষক এক আলোচনাসভায় শশী থারুর বলেন, '২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ-ইউক্রেন সংকট নিয়ে ভারতের অবস্থানের সমালোচনা করার জন্য আমি এখনও লজ্জিত। কিন্তু তিনবছর বাদে ভারতের ভারসাম্যের নীতির কারণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দু-সপ্তাহের ব্যবধানে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন। দুই দেশেই তাঁকে সমানভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে।' তাঁর সাফ কথা,'রাশিয়া এবং ইউক্রেন যদি কোনও শান্তিচুক্তিতে পৌঁছোয়, তাহলে ভারত শান্তিরক্ষাবাহিনী পাঠাতে পারে। কারণ, রাশিয়া ইতিমধ্যে ন্যাটো দেশগুলির থেকে ইউরোপীয় শান্তিরক্ষীদের পাঠানোর প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে।' ৪৯টিরও বেশি শান্তিরক্ষা অভিযান করে ভারতের ভূমিকা সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে বলেও জানিয়েছেন থারুর।

মোদি-প্রশস্তিতে রাহুলকে নিশানা বিজেপির। দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বুধবার বলেন, 'রুশ-ইউক্রেন নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান যে ভুল ছিল, সেটা ওই দলের সাংসদ শশী থারুর মেনে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারত সরকার যা করেছে, তা সঠিক বলেও জানিয়েছেন। আশা করব, রাহুল গান্ধি ওঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবেন না।' বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য লিখেছেন, 'রুশ-ইউক্রেন সংকটে ভারতের অবস্থান নিয়ে শশী থারুর নিজের ভুল স্বীকার করায় রাহুল গান্ধি অসন্তুষ্ট হবেন। কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগও থারুরের বক্তব্যকে নিজের অভিমত বলে জানানোর চেষ্টা করবে।'

ফের উত্তপ্ত মণিপুর, হত ১

ইম্ফল, ১৯ মার্চ : রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেও মণিপুরে হিংসায় লাগাম পরানো যাচ্ছে না। কুকি-মেইতেই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এখনও। এরই মধ্যে মঙ্গলবার হমার এবং জোমি জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিংসার জেরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি। চূড়াচাঁদপুরের খানিকটা দূরে ওই হিংসার ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম লালরোপুই পাখুমেত (৫৩)। বেশ কয়েকজন সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছেন। জোমি জনগোষ্ঠীর তরফে তাদের পতাকা উত্তোলন করতে গেলে আপত্তি তোলে হমার গোষ্ঠী। প্রথমে বচসা। তারপরই লাঠিধারী একদল লোক অপর গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। দুই পক্ষের অশান্তি থামাতে বলপ্রয়োগ করে নিরাপত্তা বাহিনী। কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসে গোলা ফাটানো হয়।

পরকীয়ায় মজে স্বামীকে খুন, মেয়ের ফাঁসি চান মা-বাবা

লখনউ, ১৯ মার্চ : স্ত্রী পরকীয়ায় মজেছেন। প্রেমিকই তাঁর সব। এর জেরে খুন হলেন স্বামী। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রেমিকের সাহায্যে কোপালেন স্বামীকে। তারপর শ্রদ্ধা কাণ্ডের মতো স্বামীর দেহ ১৫ টুকরো করে প্লাস্টিকের ড্রামে পুরে তার মুখ সিমেন্ট দিয়ে বুজিয়ে দিলেন। উত্তরপ্রদেশের ইন্দিরানগরের ঘটনা।

মেয়ের এই কৃতকর্মের জন্য ফাঁসি চেয়েছেন মা-বাবা। ধৃত মুশকান রাস্তোগির মা ও বাবা যথাক্রমে প্রমোদ কুমার রাস্তোগি ও কবিতা রাস্তোগি বলেছেন, 'আমরা চাই মেয়ের ফাঁসি হোক। ওর বাঁচার অধিকার নেই।'

অবাক করার মতো নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে প্রেমিককে নিয়ে স্ত্রী মুশকান রাস্তোগি বেড়াতে চলে যান মানালিতে। সঙ্গে স্বামীর মোবাইল। পাড়া-পড়শি, আত্মীয়দের বোকা বানাতে সেই মোবাইল থেকে ইনস্টায় এন্তার ছবি পাঠাতে লাগলেন। ঠিক সেই শিনা বোরা হত্যাকাণ্ডের মতো, শিনার মা ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় যা করেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। পার পেলেন না। নিহত মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতের স্ত্রী মুশকান রাস্তোগি, তাঁর প্রেমিক সাহিল শুক্লাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সৌরভের দেহের ময়নাতদন্ত হচ্ছে। চলছে তদন্ত। মামলা রুজু হয়েছে।

মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুত প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন

মুশকান রাস্তোগিকে। তাঁদের বিয়ে হয় ২০১৬-য়। মুশকানের মা, বাবা জানিয়েছেন, 'সৌরভ আমাদের মেয়েকে অন্ধের মতো ভালোবাসত। সমস্যা ছিল মুশকানেরই।'

পুলিশ জানিয়েছে, সৌরভের পরিজনেরা এই বিয়ে চাননি। তাঁদের বছর পাঁচেকের এক কন্যা আছে। মেয়েকে নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল তাঁদের। বাদ সাধে পরকীয়া। সৌরভ জানতে পারেন মুশকান তাঁর বন্ধু সাহিলের সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ। শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। বন্ধুর সঙ্গেও সম্পর্ক তিক্ত হয়। স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকতে শুরু করেন। শুধুমাত্র মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পথে যাননি সৌরভ। স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে বিদেশে মার্চেন্ট নেভির চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সৌরভ। সেই স্ত্রী বেপথু হওয়ায় ফের মার্চেন্ট নেভির কাজে যোগ দিয়ে দেশ ছাড়েন। সম্প্রতি দেশে ফেরেন। তার মধ্যে এই কাণ্ড।

মিরাট সিটির এসপি আয়ুষ বিক্রম জানিয়েছেন, ৪ মার্চ সৌরভকে শেষ দেখা গিয়েছে।

ধৃত যুগল খুনের কথা স্বীকার করেছে। এই ঘটনা চাপতে তাঁরা বেড়াতে গিয়েছিলেন। সৌরভের খবর না পেয়ে পরিজনেরা পুলিশে খবর দেন। ইনস্টাগ্রামের পোস্ট থেকে পুলিশ যুগলের সন্ধান পায়।

ঘরের মেয়ে ঘরে এলে সামোসা পার্টি

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : ২৮৬ দিন মহাকাশে কাটিয়ে সুনীতা উইলিয়ামস নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফেরায় আনন্দে মেতেছে গোটা বিশ্ব। আত্মহারা মহাকাশজয়ীর পিতৃপিতামহের গ্রাম গুজরাটের মেহসানা জেলার ঝুলসন। যেন অকাল দীপাবলি। আতশবাজির আলো, বাজিপটকা ফাটানোর সঙ্গে মিষ্টি বিতরণ আর মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধ্যে দিয়ে গতকাল ভোররাতেই গ্রামের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁদের উচ্ছ্বাস সুনীতাকে ঘিরে। এখন তাঁদের প্রতীক্ষা ঘরের মেয়ের ঘরে ফেরা নিয়ে। এই আবহে সুনীতার ভ্রাতৃবধূ ফাল্গুনী পাণ্ড্য জানালেন, তাঁর ননদ খুব তাড়াতাড়ি ভারতে আসছেন।

ফাল্গুনী জানিয়েছেন, সুনীতার সঙ্গে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা পাণ্ড্য পরিবার করে ফেলেছে। তাঁরা সিঙ্গাড়া পার্টি করবেন। তবে ঠিক কবে সুনীতা এদেশে আসছেন, ফাল্গুনী তা নির্দিষ্টভাবে জানাতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

মোদির চিঠিতে সুনীতা ভারতবাসীর হৃদয়ে

লিখেছেন, '১৪০ কোটি ভারতীয় আপনার কৃতিত্বে গর্বিত। কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকলেও আপনি আমাদের হৃদয়ের খুব কাছে রয়েছেন।' এই চিঠিটি মার্চের ১ তারিখে মোদি লিখেছিলেন। সুনীতা ও বুচ ফেরার পর চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে।

ফাল্গুনীর কথায়, মহাকাশ স্টেশনেও সিঙ্গাড়া খেতেন সুনীতা। তিনি-ই প্রথম নভশ্চর যিনি মাধ্যাকর্ষণের বাইরে গিয়েও সিঙ্গাড়া ভুলতে পারেননি। সুনীতার জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা ও কর্মকাণ্ড মার্কিন মুলুকে হলেও শিকড়কে ভুলতে পারেননি সুনীতা। তাই কাজুবরফি এখনও তাঁর ভীষণ পছন্দের। ১৯ সেপ্টেম্বর ছিল সুনীতার ৫৯তম জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রিয় মিষ্টি কাজু কাটলি যা কাজুবরফি নামেও পরিচিত পাঠিয়েছিলেন ফাল্গুনী। মহাকাশে বসে খেয়েছেন। মঙ্গলেও তিনি কি প্রথম ব্যক্তি হবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'সেটা তাঁর পছন্দের।'

শ্রীমতী পাণ্ড্য এবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ পরিদর্শন করে পুণ্যস্নান করেছেন। সেকথা সুনীতাকে জানিয়েছিলেন। তা শুনে সুনীতার আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের পরিপূর্ণতা পেতে ভাইবৌকে মহাকুম্ভের ছবি পাঠাতে বলেছিলেন। মার্কিন হয়েও পিতৃভূমিকে বিস্মৃত হননি সুনীতা। তাঁর আচরণ, পছন্দ ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় পরিবার থেকেই তিনি উঠে এসেছেন।

মহাকাশ থেকে সুনীতা নিরাপদে আমেরিকায় ফিরে আসায় এখন স্বস্তিতে পরিবারের পরিজনেরা। কিন্তু শুধু স্বস্তিতে মন ভরছে না তাঁদের। তাঁরা আনন্দের দোসর হতে চাইছেন, সেই আনন্দ আসবে সুনীতা গুজরাটে ফিরলে।

সুনীতার বাবা দীপক পাণ্ড্যের পৈতৃক ভূমি ভারত। ফাল্গুনীর কথায়, দীপক পাণ্ড্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বাবার মতোই সুনীতা। তিনিও ভারত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন। ভারতীয়দের প্রতি একটা অদ্ভুত টান, ভালোবাসা আছে। ফাল্গুনীর স্থির বিশ্বাস, সুনীতা এবছরেই বাপ-ঠাকুরদার ভিটেয় ফিরবেন।

সুনীতা ও স্বপ্ন

মহাকাশ নিয়ে উৎসাহ বাড়াবেন

কনক সাহা
(শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর বিজ্ঞানী)

সুনীতা উইলিয়ামসের স্পেস স্টেশনে দীর্ঘদিন থাকার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে মহাকাশ বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ নানা দিক উন্মুক্ত করবে। তবে এই মুহূর্তে সবচাইতে বেশি আলোচনা হচ্ছে 'হিউম্যান স্পেস ট্রাভেল' নিয়ে। বর্তমানে আমেরিকা থেকে রাশিয়া বা ভারত সব দেশেই হিউম্যান স্পেস ট্রাভেল নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে। সব দেশই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেদিক থেকে সুনীতারা তাদের সামনে বড় উদাহরণ হতে পারে। এভাবে স্পেস স্টেশনে যাওয়া এবং পুনরায় ফিরে আসা হিউম্যান স্পেস ট্রাভেল নিয়ে দেশে দেশে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। এতে মহাকাশের প্রতি সাধারণের মধ্যেও একটা উন্মুক্ত ধারণা তৈরি হবে।

নবীন প্রজন্মের মধ্যেও সুনীতার এই দীর্ঘদিনের স্পেস স্টেশনের থাকার অভিজ্ঞতা উদ্দীপনা জাগাচ্ছে। রাতের আকাশের তারাদের দেখে, বই পড়ে কিংবা টেলিস্কোপে নজর রেখে স্কুল স্তর থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে মহাকাশ নিয়ে উৎসাহ তৈরি হয়। যখন তারা জানবে সেই রহস্যময় মহাকাশে ঘুরে আসা যায় তখন তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই বাড়তি উন্মাদনা তৈরি হবে। মহাকাশ বিজ্ঞানচর্চায় সুনীতাদের এই কীর্তি একটি নতুন অধ্যায় লিখতেই হবে। তাদের অভিজ্ঞতা, যারা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করতে চায় তাদের সহযোগিতা করবে। মহাকাশ ঘিরে নবীন প্রজন্মের মনের মধ্যে যে ভয় রয়েছে সেটাও অনেকটাই কাটিয়ে দেবে সুনীতাদের সাফল্যের গল্প।

মহাকাশ নিয়ে নবীন প্রজন্মকে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। মহাকাশচর্চায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নত পরিকাঠামো নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি পড়াশোনার জন্য যথাযথ পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরি। এমনিতেই মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনায় অনেক বাধা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষক নেই, আবার কোথাও শিক্ষক থাকলেও ছাত্র নেই। সেদিক থেকে সকলকেই সম্মিলিতভাবে এর সমাধান করতে হবে। আরও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে। তবে ইদানীং কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাশ নিয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সেটা আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে ছাত্রছাত্রীদেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় উচ্চমাধ্যমিকের পর ভালো চাকরির আশায় অনেকেই মূল ধারার পড়াশোনা থেকে সরে যাচ্ছে। এর ফলে মেধা হারিয়ে যাচ্ছে। সেদিকেও আমাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনুলিখন : প্রসেনজিৎ সাহা।

হাসিমুখ যেন বলে দেয় পৃথিবীর বিকল্প নেই

দেবাশীষ সরকার
(সোয়ান-এর সম্পাদক)

কল্পনা চাওলার জন্মদিনেই (১৭ মার্চ) সুখবর পায় বিশ্ব। ফিরছেন সুনীতা উইলিয়ামসরা। কাউন্ট ডাউন শুরু হয় সোমবার থেকে। প্রতীক্ষার অবসান ঘটে বুধবার। এমন মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য ৪৮ ঘণ্টা টানটান উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা বুকে ঠাঁয় বসেছিল বিশ্ববাসী। অবশেষে এদিন ভোরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিল, মেয়ে ঘরে ফিরেছে। সুনীতাদের ঘরে ফেরার প্রক্রিয়াটাই এত রোমাঞ্চকর যে, তা ইতিমধ্যেই নানা দিক উন্মোচন করেছে। আগামীতে এ নিয়ে যে জোর চর্চা হবে, তা বলাই বাহুল্য। কী চর্চা হয়, সেগুলো জানতে আপাতত আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

অনেকের মধ্যেই একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, আটদিনের পরিবর্তে কেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ২৮৬ দিন মহাকাশে থাকতে হল সুনীতাদের? ভূপৃষ্ঠ থেকে 'মাত্র' ৪০০ কিলোমিটার দূরে থাকার পরেও কেন তাঁরা পৃথিবীতে ফিরতে পারছিলেন না? এই যেমন দু'দিন আগে আমায় একজন বললেন, 'এখন তো শিলিগুড়ি-কলকাতা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা যায়। অথচ ৪০০ কিলোমিটার দূর থেকে সুনীতারা আসতে পারছেন না?' এখানে মূল বিষয়টি হল, পৃথিবীর মাটিতে যাতায়াত করা, আর মহাকাশ থেকে ধরিত্রীর বুকে অবতরণে আকাশপাতাল ফারাক। এই অবতরণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

তাই অনেকের মনে সুনীতাদের নিয়ে আশঙ্কার মেঘ জমাট বেঁধেছিল। কিন্তু এই মহিলা নভশ্চর নতুন করে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কিছু পাওয়ার জন্য মেহনত করতে হয়। প্রাণসংশয় সত্ত্বেও তাঁরা ঝুঁকি নিয়েছেন বলেই তো আজ ভাবনার খোরাক পেয়েছে বিশ্ববাসী। সুনীতাদের মহাকাশ অভিযান এবং তাঁদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার জন্য মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এবং এলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্সের কৃতিত্বও কিন্তু কম নয়।

আটদিনের পরিবর্তে ২৮৬ দিন থাকতে হয়েছে সুনীতা, বুচ উইলমোরকে। এতদিন কিন্তু তাঁরা শুয়ে-বসে সময় কাটাননি। নিরলসভাবে কাজ করেছেন। গবেষণা চালিয়েছেন। মহাকাশে থাকার সময় সুনীতারা ৪,৫৭৬ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে পা রাখতে পারেননি। ফলে বিষয়টা যে সহজ নয়, তা স্পষ্ট।

ফ্লোরিডায় যখন সুনীতা পা রাখলেন, তখনই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গোটা বিশ্ব। সুনীতার হাসি বলে দিচ্ছিল, যতই মহাকাশে যাওয়া হোক না কেন, পৃথিবীর বিকল্প কিছু হতে পারে না। হয়তো এই দিনটার জন্যই অধীর আগ্রহে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ছিলেন তিনি। যতই আমরা মহাবিশ্ব নিয়ে মাতামাতি করি না কেন, বসবাসের ঠিকানা একমাত্র পৃথিবী। গাছ, হাওয়া আমাদের মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। তাই নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। সুনীতাদের ফিরে আসার মধ্যে দিয়ে এই শিক্ষাই যেন আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি সর্বত্র।

আগুনের গোলায় চেপে ফেরা সহজ ছিল না

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : নয় মাস মহাকাশে কাটিয়ে স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশযানে চড়ে সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরেছেন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর। ফ্লোরিডার উপকূলে ভারতীয় সময় ভোর ৩টে ২৭ মিনিটে তাঁদের ক্যাপসুল সমুদ্রে অবতরণ করে। সঙ্গে ছিলেন নাসার নিক হেগ ও রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা রসকসমসের মহাকাশচারী আলেকজান্ডার গোর্বুনভ।

পৃথিবীতে ফেরার এই যাত্রা সুনীতাদের মোটেও সহজ ছিল না। মহাকাশ থেকে ফিরে আসার সময় ড্রাগন ক্যাপসুলটির গতি ছিল প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর বাতাসের ঘষা লেগে ক্যাপসুলের বাইরের তাপমাত্রা ১,৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে বিশেষ তাপ প্রতিরোধী ঢাল থাকার জন্য সেই আঁচ ক্যাপসুলের ভিতরে থাকা মহাকাশচারীদের গায়ে লাগেনি ।

ড্রাগন ক্যাপসুলটি ফেনলিক-ইমপ্রেগনেটেড কার্বন অ্যাবলেটর (পাইকা) নামে বিশেষ হিট-শিল্ড ব্যবহার করে। নাসার তৈরি এই প্রযুক্তি স্পেসএক্স মহাকাশযানেও ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় উজ্জ্বল সাদা ক্যাপসুলটি বাদামি হয়ে যায়, যা প্রমাণ করে এর বাইরের স্তর ধীরে ধীরে পুড়ে গেলেও ভেতরে থাকা মহাকাশচারীরা ছিলেন সুরক্ষিত।

স্প্ল্যাশডাউন (সমুদ্রে অবতরণ)-এর সময় ড্রাগন ক্যাপসুল ছয়টি প্যারাসুট ব্যবহার করেছিল। জলস্পর্শের পর প্রথম উদ্ধারকারী দল দ্রুত ক্যাপসুলের কাছে পৌঁছে গ্যাস লিকের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে। এরপরই ক্যাপসুলের দরজা খুলে মহাকাশচারীদের বের করে আনা হয়।

প্রথমে বের হন নাসার নিক হেগ। এরপর রাশিয়ার আলেকজান্ডার গোর্বুনভ। সবচেয়ে প্রতীক্ষিত মুহূর্ত আসে যখন সুনীতা উইলিয়ামস ক্যাপসুল থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন এবং সবাইকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। এরপর বেরোন বুচ উইলমোর।

তাঁদের জন্য এখন অপেক্ষা করছে দীর্ঘ শারীরিক পরীক্ষা। মহাকাশে দীর্ঘদিন থাকার ফলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া, পেশিশক্তি হ্রাস, বিকিরণজনিত ক্ষতি ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা সহ নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞরা তাঁদের স্বাস্থ্যের ওপর নিয়মিত নজরদারি করবেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তো ইতিমধ্যে বলেছেন, সুনীতাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা সহজ হবে না।

সর্বনাশে পৌষমাস গবেষণায়

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরের মহাকাশ সফরের উদ্দেশ্য ছিল বোয়িং স্টারলাইনার মহাকাশযানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। এটি নাসার বাণিজ্যিক ক্রু প্রোগ্রামের অংশ, যার মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলি মহাকাশচারীদের যাতায়াত সহজতর করবে। স্পেসএক্সের পর বোয়িংকেও এই কাজে অনুমোদন দেওয়া হয়।

এদিকে স্টারলাইনারে ত্রুটি ধরা পড়ায় সেটিকে গত বছর সেপ্টেম্বরে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হলেও উইলিয়ামস ও উইলমোরকে মহাকাশ স্টেশনেই (আইএসএস) থেকে যেতে হয়। আইএসএসের পরিকল্পনা আগে থেকেই নির্ধারিত হওয়ায় তাঁদের ফেরানোর জন্য নতুন মহাকাশযান পাঠানো সম্ভব ছিল না।

সুনীতারা নির্ধারিত সময়ে ফিরতে না পারলেও এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি গবেষকদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে ফিরে এসেছে। দীর্ঘ অনির্ধারিত মহাকাশযাত্রা গবেষণার ক্ষেত্রে তৈরি করে দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা। দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকলে মানবদেহের কী পরিবর্তন হয়, তা নিয়ে নাসা গবেষণা করছে। সুনীতা ও বুচ এতদিন মহাকাশে থাকার জন্য প্রশিক্ষিত ছিলেন না, তাই তাঁদের দেহ ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তন নতুন তথ্য দেবে।

নিম্ন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে হাড় ও পেশির গঠন দুর্বল হয়ে যায়, মস্তিষ্কের তরল চলাচলে পরিবর্তন আসে, এমনকি হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। এছাড়া অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকার মানসিক প্রভাব কী হতে পারে, সেটিও গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নাসা ও অন্যান্য মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চাঁদে একটি স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে, যেখানে মহাকাশচারীদের দীর্ঘ সময় থাকতে হবে। সুনীতা ও বুচের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে বলে মনে করছেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা। তাঁদের ধারণা, মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এবারের এই অনিশ্চিত সফর হয়তো ভবিষ্যতের আরও বড় সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করবে।

পিৎজা-চিংড়িতে ৯ মাস উদরপূর্তি

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : ঠিক ছিল ৮ দিন মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তাঁরা। কিন্তু মহাকাশযানে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেই আট দিন হয়ে গেল ৯ মাসের বেশি। এই দীর্ঘ সময় কী খেয়ে ছিলেন সুনীতা ও তাঁর সতীর্থ বুচ? জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে নভশ্চরদের জন্য যে রসদ মজুত থাকে সেই খাবারই খেয়েছেন দুজনে। তবে প্রথম ৩ মাস তাঁদের খাদ্য তালিকায় যে বৈচিত্র্য ছিল পরের দিকে তা কমতে থাকে। শুরুতে টাটকা ফল, সবজি, মাংস, রুটি থেকে শুরু করে 'রেডি টু ইট' সব ধরনের খাবার খাচ্ছিলেন সুনীতা এবং বুচ। ৩ মাস পর থেকে তাঁদের খাবারের তালিকার সিংহভাগ জুড়ে ছিল পিৎজা, রোস্ট করা মুরগির মাংস এবং চিংড়ি মাছের ককটেল। এর সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল খেয়েছেন দুজনে। এছাড়া স্টু, সুপ জাতীয় খাবারের স্বাদ নিয়েছেন তাঁরা।

খাবারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জলের জোগান এসেছে মহাকাশচারীদের প্রস্রাব ও ঘাম 'রিসাইকেল' করে। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন মহাকাশে কাটালেও খাবারের অভাবে সুনীতা ও বুচের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়নি। কারও ওজনও কমেনি। মহাকাশকেন্দ্রে তাঁদের আরও কিছুদিন থাকতে হলেও অন্তত খাবারের অভাবের সমস্যায় পড়তে হত না।

ড্রাগনের পরের সওয়ারি সেই শুভাংশু

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশযানে সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর এবার নজর পড়েছে পরবর্তী অ্যাক্সিয়ম মিশন ৪ (এএক্স-৪)-এর দিকে। এই অভিযান ভারতের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে।

২০২৫ সালের বসন্তে নির্ধারিত এই মিশনে এই প্রথম একজন ভারতীয় মহাকাশচারীকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো হবে। এএক্স মিশনে যাবেন ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট শুভাংশু শুক্লা।

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স ড্রাগন মহাকাশযানে যাত্রা শুরু করবে এএক্স-৪। ১৪ দিনের এই মিশনে শুভাংশুর সঙ্গে থাকবেন প্রাক্তন নাসা মহাকাশচারী পেগি হুইটসন (মিশন কমান্ডার), পোল্যান্ডের ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার মহাকাশচারী সাওস উজনানস্কি-ভিসনেভস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু। নাসার আইএসএস প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপক ডানা ওয়েইগেল বলেন 'মিশনের প্রধান লক্ষ্য মহাকাশ গবেষণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।'

আপাতত কোয়ারান্টিন

- পৃথিবীতে ফিরলেও চারজনকে কোয়ারান্টিন করে রাখা হবে
- কারণ তাঁরা দীর্ঘ সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিহীন জীবনযাপন করেছেন
- অন্তত ৪৫ দিন বিশ্রাম নেবেন তাঁরা, চলবে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা

স্বাস্থ্যসংকট

সুস্থ হতে নিবিড় পরিচর্যা প্রয়োজন

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ : আটদিনের সফর বাড়তে বাড়তে ২৮৬ দিনে গিয়ে পৌঁছোয়। ফলে পৃথিবীতে ফিরলেও এখনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোররা। কারণ, দীর্ঘ সময় মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরহিত অবস্থায় দিন কাটানোর ফলে মানবদেহে নানা শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, যা পুনরুদ্ধার করতে সময় লাগে।

হাড় ও পেশির ওপর প্রভাব

মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ না থাকায় হাড় ও পেশির ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। পৃথিবীতে পেশি ও হাড় সর্বদা মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে কাজ করে, যা তাদের শক্তিশালী রাখে। কিন্তু মহাকাশে এই শক্তির অভাবে পেশিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে। মাসে একজন মহাকাশচারী তার হাড়ের প্রায় ১ শতাংশ ঘনত্ব হারাতে পারেন, যা হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। ঝুঁকি কমাতে মহাকাশে থাকাকালীন শরীরচর্চা করেন মহাকাশচারীরা।

উচ্চতা বৃদ্ধি ও মেরুদণ্ডের সমস্যা

মহাকাশে দীর্ঘদিন থাকলে মেরুদণ্ড সামান্য প্রসারিত হয়। ফলে মহাকাশচারীরা কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে যান। তবে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর এই উচ্চতা হ্রাস পায় এবং মেরুদণ্ড ফের সংকুচিত হয়। অনেকেই পিঠের ব্যথায় ভোগেন।

শিশুর পায়ের মতো নরম ত্বক

মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় থাকেন নভশ্চররা। তাঁদের পায়ের ওপর চাপ পড়ে না। পায়ের নীচের চামড়া নরম হয়ে যায় এবং সুরক্ষামূলক ক্যালাস স্তর (ত্বকের শক্ত ও মোটা অংশ) উঠে যেতে পারে। পৃথিবীতে আসার পর মহাকাশচারীরা ধাপে ধাপে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য খালি পায়ে হাঁটা, বিশেষ ব্যায়াম ও ম্যাসাজের সাহায্যে পায়ের ত্বক ও পেশির কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করেন।

হৃদযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালনের পরিবর্তন

মহাকাশে শরীরের রক্ত, জল ও অন্যান্য তরল নীচের দিকে না গিয়ে মাথার দিকে উঠে যায়, যার ফলে মুখমণ্ডল ফুলে যায় ও নাক বন্ধ হয়ে থাকে। শরীরের নীচের দিকে তরল কমে পাখির পায়ের মতো সরু ও দুর্বল দেখায়। হৃদযন্ত্রের কাজও কমে যাওয়ায় সামান্য গোলাকার হয়, যা রক্তপ্রবাহের দক্ষতাকে কমাতে পারে। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক গঠন ফিরে আসে।

দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি

মহাকাশে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির বিরুদ্ধে কোনও প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা নেই। তাই মহাকাশচারীরা প্রতিদিন একটি এক্স-রে-র সমপরিমাণ বিকিরণের শিকার হন। সুনীতা ৯ মাসে প্রায় ২৭০টি এক্স-রের সমতুল্য বিকিরণের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে নভশ্চরের। এছাড়া মহাকাশে হারানো হাড়ের ঘনত্ব অনেক সময় পুরোপুরি ফিরে আসে না, যা পরবর্তী জীবনে অস্টিওপোরোসিস ও ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি বাড়ায়। হাড়ের ক্ষয়ের দরুন কিডনিতে পাথর জমার পরিমাণ বেড়ে যায়।

মানসিক ও ঘুমের সমস্যা

মহাকাশের পরিবেশ পৃথিবীর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতি ৯০ মিনিটে মহাকাশ স্টেশন পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, যার ফলে দিনে ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেন মহাকাশচারীরা। এটা দেহের অভ্যন্তরীণ ঘড়িকে ব্যাহত করে, যার ফলে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া দীর্ঘ সময় একসঙ্গে একই স্থানে সীমিত সংখ্যক মানুষের সঙ্গে কাটানোর কারণে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে মহাকাশচারীদের মধ্যে।

বংশীর ডানা ছাঁটলেন মমতা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৯ মার্চ : রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনকে। নতুন চেয়ারম্যান হলেন বিজেপির এসসি মোর্চার প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা সাংসদ নগেন রায়ের ঘনিষ্ঠ হরিহর দাসকে। হরিহর দাস বর্তমানে গোঁসাইয়েরহাট হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক। কোচবিহার-২ ব্লকের যজ্ঞনারায়ণের কুঠি এলাকার বাসিন্দা তিনি। বংশীকে ছেঁটে ফেলে হরিহরকে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান করায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, নগেনের ঘনিষ্ঠ ও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণাম করার পুরস্কারই কি পেলেন হরিহর? রাজনৈতিক মহলের মতে, 'গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে বংশীবদন বর্মন রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান থাকলেও সংস্থার কাজে গতি আসেনি। এমনকি নিয়ম করে সংস্থার মিটিংও প্রায় হত না। পাশাপাশি সম্প্রতি রাজ্যের শাসকদল সম্পর্কে কিছু বেফাঁস মন্তব্য করছিলেন বংশী, যা তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। এই অবস্থায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজবংশী ভোটব্যাংকের অঙ্ক কষে নগেনকে তুষ্ট রাখতেই তৃণমূল নেত্রী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অপরদিকে, এই বোঝাপড়ায় নগেনও তাঁর দ্বিমুখী রাজনৈতিক অবস্থান খোলা রাখলেন।

বংশী অবশ্য বলেন, 'যেহেতু আমি দুটো পদে চেয়ারম্যান রয়েছি সে কারণে দিন সাতেক আগে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমাকে ফোন করে জানানো হয়, টেকনিকালি অসুবিধা হচ্ছে। আপনি যে কোনও একটিতে থাকুন, একটি পদ ছাড়ুন। আমি বলেছি, আমি তো নিজে পদে বসিনি। উনি যখন বসিয়েছেন, তাহলে সরাতে চাইলে দুটি পদ থেকেই সরিয়ে দিন। তখন তাঁরা বলেন, আপনি একটি পদে থাকুন। আমি তাঁদের কাছে রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করি।' বংশী বলেন, 'আমি রাজবংশী মানুষ। রাজবংশী মানুষের উন্নয়নের জন্য সবসময় কাজ করে যাব। তাতে পদ থাকল, কী থাকল না, কোনও যায় আসে না।'

ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হরিহর ২০০৬ সালে ইস্ট নয়ারহাট বামুনিয়া গভর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০৯ সালে আলিপুরদুয়ারে ঘরঘরিয়া জুনিয়ার হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ২০১৩ সালে তিনি গোঁসাইয়েরহাট হাইস্কুলে ভূগোলের শিক্ষক পদে যোগ দেন। এরপর কলেজ সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি এক বছরের লিয়েন নিয়ে বাঁকুড়ার খাতরা আদিবাসী কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন। ফিরে এসে তার আগের গোঁসাইয়েরহাট হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। বর্তমানেও সেখানেই কর্মরত তিনি।

সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে বরাবরই জড়িত হরিহর। বিজেপির এসসি মোর্চার জেলা সভাপতির পদে ছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনের সময়েও কোচবিহারে তিনি তৃণমূল প্রার্থী জগদীশের বিপক্ষে দলীয় প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের হয়ে প্রচার করেছেন। হরিহর বরাবরই নগেন-ঘনিষ্ঠ। লোকসভা নির্বাচনের পরে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে এসে নগেন রায়ের বাড়িতে গেলে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণাম করতেও দেখা যায় হরিহরকে, যা নিয়ে বিজেপির অন্দরে ব্যাপক শোরগোল হয়েছিল। গত কয়েকমাস ধরে অবশ্য বিজেপির সঙ্গে তাঁর আর যোগাযোগ ছিল না।

হরিহর এদিন বলেন, 'আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এমন দায়িত্ব দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর সম্মান রেখে আমি ভাষা আকাদেমির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করে যাব।'

রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় বলেন, 'হরিহর দাস শিক্ষিত এবং খুব ভালো মানুষ। তাঁকে চেয়ারম্যান করায় আশা করছি রাজবংশী ভাষা আকাদেমির আরও উন্নয়ন ও প্রসার হবে।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন তিনি চিন্তাভাবনা করেই করেছেন। বিষয়টিকে স্বাগত জানাই।' সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অনেক বেশি সচেতন। তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।' বংশীকে সরানো প্রসঙ্গে জগদীশ বলেন, 'তিনি রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রয়েছেন। আমরা চাই এক ব্যক্তি এক পদে থাকুক। একাধিক পদে না থাকাই শ্রেয়।'

বেফাঁস মন্তব্যে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন বংশীবদন। -ফাইল চিত্র

কমিটিতে 'প্রয়াত' পূর্ণপ্রভা

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ : রাজবংশী ভাষা আকাদেমির নতুন যে কমিটি রাজ্য থেকে পাঠানো হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ নম্বরে নাম রয়েছে পূর্ণপ্রভা বর্মনের। যদিও দু'বছর আগেই তিনি মারা গিয়েছেন। এতেই প্রশ্ন উঠেছে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভূমিকা নিয়ে।

বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মনও বলেন, 'পূর্ণপ্রভা বর্মন দুই বছর আগেই মারা গিয়েছেন।'

ভারতীয় সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য, জলপাইগুড়ির রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজবংশী বিশেষজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ বর্মনের মেয়ে পূর্ণপ্রভা। ১৯৯৫ সালে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসের কাউন্সিলার ছিলেন তিনি। পরে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। ২০০০ সাল থেকে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদিকা পদে ছিলেন তিনি। ২০০৬ সালে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হলেও কংগ্রেসের দেবপ্রসাদ রায়ের কাছে পরাজিত হন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ড এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য ছিলেন তিনি।

টয়ট্রেনের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : টয়ট্রেন লাইনের কাছে গাড়ি রাখায় মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল বুধবার। দার্জিলিং জিটিএ পার্কিং প্লাজার কাছে টয়ট্রেনের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি টয়ট্রেনের লাইন ঘেঁষে দাঁড় করানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই সময় গাড়িতে যাত্রীও ছিল। বুধবার বিকেলে দার্জিলিং থেকে ঘুমগামী একটি টয়ট্রেনের জয়রাইডের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এর জেরে গাড়িতে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। ঘটনায় গাড়ির সামনের একাংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার দায়ে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার হল দুই তরুণ। মঙ্গলবার প্রধাননগর থানার সহযোগিতায় শিলিগুড়ি থেকে বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ আনন্দ সামন্ত ও অরূপ সাহা নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। কলকাতার বাসিন্দা সাহিল আগরওয়াল গত বছর অক্টোবরে বিধাননগর সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে বিধাননগরের উদ্দেশে রওনা দেয় পুলিশ।

এখনই জোটসঙ্গী নয়

বঙ্গ কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির পরামর্শ রাহুলের

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : এখনই জোটসঙ্গী নির্বাচন করে ২০২৬-এর ভোটের ঘুঁটি সাজাতে চাইছে না কংগ্রেস। তার আগে নিজেদের ক্ষমতা যাচাই করতে রাজ্যে ময়দানে নামতে চাইছেন রাহুল গান্ধিরা। বুধবার দিল্লিতে এআইসিসি'র নতুন দপ্তরে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাহুল। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, বৈঠকে ঠিক হয়েছে সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং ভোটে জেতার সম্ভাবনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা আসনগুলিকে এ,বি,সি এবং ডি-চারভাগে ভাগ করা হবে। তারপর গুরুত্ব অনুসারে এক-এক ভাগের জন্য এক-এক রকম রণকৌশল স্থির হবে।

প্রাথমিকভাবে রাজ্যে 'এ' বিভাগের ৫১টি বিধানসভাকে চিহ্নিত করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। ৮ এবং ৯ এপ্রিল আহমেদাবাদে এআইসিসি'র ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে। তারপরই প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাবেন দিল্লিতে। সেখানে কোন বিধানসভাকে কোন বিভাগে রাখা হচ্ছে এবং কেন তার ব্যাখ্যা থাকবে। এদিনের বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, অধীর চৌধুরী, শংকর মালাকার, দীপা দাশমুন্সি, ইশা খান চৌধুরী সহ রাজ্যের বাছাই করা পঁচিশজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

শংকরের কথা, 'তৃণমূল বা সিপিএম কারও সঙ্গেই আপাতত জোট হচ্ছে না। একক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেইমতো পদক্ষেপ হচ্ছে। সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাইয়ের পরই জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাহুল, প্রিয়াংকা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যের জনসংযোগ করবেন। তার প্রাথমিক পরিকল্পনাও হয়েছে।' অধীরের বক্তব্য, 'সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে। প্রদেশ নেতৃত্ব কিছু বিষয় পর্যালোচনা করে এআইসিসিকে রিপোর্ট দেবে।'

রাজ্যে বামেদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নির্বাচনে লড়াই করে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি কংগ্রেস। অধীর চৌধুরী নেতৃত্বে থাকাকালীন রাজ্য স্তরে দলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে তৃণমূলের। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দলের অবস্থান কী হবে তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছিলেন কয়েকজন নেতা। রাহুল গান্ধি তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বারবার অন্যের ভরসায় নির্বাচনে না নেমে একক ক্ষমতায় লড়াই করার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, সাংগঠনিক পরিস্থিতি বুঝতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যের জেলা সভাপতিদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলবেন রাহুল ও খাড়গে। তারপর প্রদেশের রিপোর্ট পেলেই রাজ্য সফরে বের হবেন তাঁরা। বুধবারের সভায় উত্তরবঙ্গের মালদা, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলায় সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষ নজর দিতে বলেছেন রাহুল। বৈঠকে উপস্থিত ইশা খানের কথায়, 'কেন্দ্র ও প্রদেশ মিলে যেসব পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে তাতে আমাদের একক শক্তি অনেকটাই বাড়বে।'

দিল্লিতে এআইসিসি'র নতুন দপ্তরে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক।

চ্যালেঞ্জ সামলে পৃথিবীতে সুনীতারা

প্রথম পাতার পর

'গোটা যাত্রাপথে আমাদের ক্যাপসুল ছিল হাসি-মশকরায় ভরা!' গত বছর জুন মাসে সুনীতারা মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে সুনীতাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) ছাড়ে ড্রাগন যান।

সুনীতাদের ফেরার পর তাঁদের অসমসাহসী অভিযানকে অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে তিনি লেখেন, 'এই যাত্রা ছিল সাহস, ধৈর্য ও সীমাহীন মানবস্পন্দনের এক পরীক্ষাস্বরূপ। সুনীতা উইলিয়ামস ও ক্রু-৯-এর মহাকাশচারীরা আবারও প্রমাণ করলেন প্রকৃত অধ্যবসায় কাকে বলে! অজানা মহাকাশের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও তাঁরা যে স্থির সংকল্প দেখিয়েছেন, তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।'

বুধবার অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ফ্লোরিডা উপকূলে নিরাপদেই অবতরণ করেন মহাকাশচারীরা। তবে তার আগেই তাঁদের আনার জন্য সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন নৌবাহিনীর বোট। মডিউল সহ সুনীতাদের জাহাজের কাছে নিয়ে আসে নৌবাহিনী। মহাকাশচারীদের জাহাজে তোলা হয় হাইড্রলিক পদ্ধতিতে। এরপর ড্রাগন ক্যাপসুলের দরজা খুলে প্রথমে বেরিয়ে আসেন নিক হগ। তার প্রায় ৫ মিনিট পরে ভারতীয় সময় ভোর ৪টে ২২ মিনিটে একমুখ হাসি নিয়ে বেরিয়ে আসেন সুনীতা উইলিয়ামস। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও তাঁর হাসিটি ছিল অমলিন। উপস্থিত দর্শক ও সংবাদমাধ্যমের লোকজনের দিকে তাকিয়ে আলতো করে হাত নাড়তে দেখা যায় সুনীতাকে। এরপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হিউস্টন জনসন স্পেস সেন্টারে। সেখানে তাঁদের জড়িয়ে ধরে ও হাতে হাত মিলিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানান নাসার কর্তাব্যক্তিরা। ওয়েবসাইটে লেখা হয়, 'স্বাগত বুচ, সুনি, নিক ও আলেকজান্দ্র।'

গত কয়েক মাসে সুনীতাদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। উত্তেজনার পারদ চড়ছিল হুহু করে। তাতে রাজনৈতিক রং লেগেছিল জো বাইডেনের উদ্দেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্কের নানা কথাবার্তায়। বিশ্বের প্রায় সমস্ত মানুষ অধীর অপেক্ষা করছিলেন সুনীতাদের জন্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটি যাতে বিশ্ববাসী সরাসরি দেখতে পান, তার জন্য লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থা করেছিল ইউটিউব। উত্তেজনা ছিল নাসার নিয়ন্ত্রণকক্ষেও। অবতরণের পরপরই যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে নভশ্চররা নিরাপদে রয়েছেন, তখন নাসার দপ্তর ফেটে পড়ে করতালিতে।

পৃথিবীতে ফিরে এলেও এখনই নিজেদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না মহাকাশচারীরা। তাঁদের রাখা হবে ক্রু-কোয়ার্টারে। সেখানেই পাক্কা দেড় মাস ধরে চলবে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তারপরে সুনীতা ও বুচের সঙ্গে দেখা করার সম্মতি মিলবে।

মহাকাশচারীদের অবতরণের পরে ভারতীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৫টা ৫ মিনিটে সাংবাদিক বৈঠক ডাকে নাসা। সংস্থার উপ-সহকারী প্রশাসক জোয়েল মনটালবানো ও কার্যক্রম সমন্বয় ব্যবস্থাপক বিল স্পিচ বলেন, 'নাসার গর্বের সঙ্গীরা নিরাপদে অবতরণ করেছেন। ৯ মাসে ৯০০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ১৫০টি বিষয়ের গবেষণা করেছেন তাঁরা।'

শিখাকে আশ্বাস সেচমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি মেনে ভুপিন্দর নগর শান্তি পাড়ে মহানন্দার ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বুধবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় সেচমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, তাঁর বিধানসভার অধীন ভুপিন্দর নগর শান্তি পাড়ে ভাঙন প্রবণ মহানন্দা নদীতে বাঁধ নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না। জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'এই প্রস্তাব আগেও আমরা পেয়েছি। প্রস্তাব খতিয়ে দেখেই বলছি, এখনই এই ধরনের নির্মাণের কোনও দরকার নেই।' তখন শিখা পালটা বলেন, 'একান্তই যদি বাঁধ নির্মাণ না করা হয়, তাহলে অন্তত ড্রেজিং করুন।' শিখার দাবি, ওই এলাকায় নদীর চরে বহু মানুষের বাস। বর্ষার আগে কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হলে তাঁদের প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আশিঘর আঙ্গারি ঝোরার পরিস্থিতিও একইরকম। সেখানেও এই সমস্যা রয়েছে। জবাবে শিখাকে আশ্বস্ত করে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'আপনিই জানান, এলাকায় কবে থাকবেন, আপনার উপস্থিতিতেই সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সেখানে পাঠাব।'

কুণালকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি

কলকাতা, ১৯ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসঙ্গী হিসাবে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে লন্ডনে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ২১ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত বিদেশ সফরে যেতে পারবেন কুণাল। তবে ৫ লক্ষ টাকা জমা রাখতে হবে তাঁকে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে নিম্ন আদালতে তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। তবে তাঁর বিদেশযাত্রায় টাকার উৎস সম্পর্কে জানতে চায় আদালত।

সারদা চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত কুণাল ঘোষের জামিনের শর্ত হিসাবে নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখতে হয়। বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে তাই পাসপোর্টের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে কুণালকে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, তাঁর বিদেশ যাওয়ার টাকা কোথা থেকে আসবে? উত্তরে তাঁর আইনজীবী জানান, তৃণমূল নেতা নন, সাংবাদিক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে তাঁকে। শেষে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার তরুণ

প্রথম পাতার পর

সেই ঘটনাতেও অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। চলতি মাসের প্রথমদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাটিগাড়া থানা এলাকার এক কিশোরীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরে ভিনরাজ্য থেকে এক তরুণ এসেছিল। ঘোরানোর কথা বলে সে চাঁদমণি এলাকায় ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের হাতে পাকড়াও হওয়ায় ওই তরুণের কপালে জোটে উত্তমমধ্যম।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'নাবালিকার ওপর যৌন অত্যাচার জঘন্য অপরাধ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় এই অপরাধে অপরাধীদের জন্য সাজা কঠোর রয়েছে। যে কোনও কিশোরীর পরিবার সতর্ক হওয়ার থেকেও বড় ব্যাপার, যারা এই ধরনের অপরাধ করছে, তাদের চিহ্নিত করে নতুন আইনের ধারায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।'

দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৯ মার্চ : কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানার ঝাঙ্গিদিঘি গ্রামে মঙ্গলবার রাতে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম জসপাল দাস ওরফে সরেরি (৩৫)। তিনি গবাদিপশু কেনাবেচা করতেন। তাঁকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান।

বাস ধরতে

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে মোট চারটি অ্যাম্বুল্যান্স আছে। যার মধ্যে একটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ায় বিকল হয়ে রয়েছে। বাকি তিনটি সচল। রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, তিনটি অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী পরিষেবাই হবে অগ্রাধিকার, বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। অ্যাম্বুল্যান্স বরাদ্দ হওয়ার পরও তা বাতিল হয়ে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আর হাসপাতালের কর্মীকে বাস ধরিয়ে দিতে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবহার অবশ্যই নিন্দার। সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।

সাইবার প্রতারণায় গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী

ময়নাগুড়ি, ১৯ মার্চ : শেয়ার বাজার ও অনলাইন আর্থিক প্রতারণা মামলায় ময়নাগুড়ির বাসিন্দা জহর রায়ের নাম জড়িয়েছিল। মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ময়নাগুড়িতে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। আদালতে জহরকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারক তাঁর পাঁচদিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। দিল্লি পুলিশের দলটি বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে নিয়ে দিল্লিতে রওনা দেবে।

এবিষয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে বেশ কয়েকবার মোটা অঙ্কের টাকা ঢুকেছে। ওই লেনদেনের সঙ্গে শেয়ার মার্কেট ও অনলাইনে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ জড়িয়ে যায়।' এব্যাপারে দিল্লিতে একটি মামলা হলে সেই অভিযোগের সূত্র ধরে দিল্লি পুলিশ জলপাইগুড়িতে আসে। তারপর জেলা পুলিশের সহযোগিতায় জহরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপার জানান।

ময়নাগুড়ি বাইপাসের ধারে জহরের রেস্তোরাঁ ও পানশালার ব্যবসা। শেয়ার বাজার ও অনলাইনে টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে জহরের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আর্থিক প্রতারণা হয়েছে। এবিষয়ে দিল্লিতে এক ব্যক্তি একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল।

এর আগে গত জানুয়ারি মাসেও অন্য একটি আর্থিক প্রতারণার মামলায় হরিয়ানা পুলিশের একটি দল ময়নাগুড়িতে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। কলকাতার কসবা থানার পুলিশের তরফ থেকেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হরিয়ানা পুলিশের দল ময়নাগুড়িতে তদন্ত করতে আসার পর জহরের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার বিষয়টি প্রথমবার প্রকাশ্যে আসে। পরে কলকাতার ও দিল্লি পুলিশের তরফ থেকেও একই ধরনের অভিযোগ জানা যায়।

অবশেষে মঙ্গলবার ওই ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হয়েছেন। যদিও দিল্লি পুলিশের দলটি সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। গ্রেপ্তারির ব্যাপারে জহরের কাছে জানতে চাওয়া হলেও উত্তর মেলেনি।

সরকারপক্ষের আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী বলেন, 'বুধবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি সিজেএম আদালতে তোলা হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ জহরকে দিল্লি আদালতে পেশ করার জন্য ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করলে বিচারপতি পাঁচদিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।'

লুকআউট নোটিশ

কলকাতা, ১৯ মার্চ : বাংলাদেশে পালাবদলের পর বিশাল সংখ্যক বাংলাদেশি এপার বাংলায় চলে এসেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই জাল পাসপোর্ট তৈরি করেছেন। সেই জাল পাসপোর্ট চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ১২০ জন বাংলাদেশি জাল পাসপোর্ট তৈরি করে এই রাজ্যে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেরই খোঁজ মিলছে না। কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই ৬৯ জন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে জাল পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে।

সাসপেন্ড

কিশনগঞ্জ, ১৯ মার্চ : বিহারের আরারিয়া জেলার ফুলকাহা থানার আইসি রৌনক কুমার ও তাঁর গাড়ির চালক হোমগার্ড অজয়কুমার পাসোয়ানকে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে সাসপেন্ড করা হল। পূর্ণিয়ার ডিআইজি প্রমোদকুমার মণ্ডলের নির্দেশে তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, এই থানার এএসআই রাজীবরঞ্জন মল্লর অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মেলার পরই পূর্ণিয়ার ডিআইজি এমন নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ফিরে আসা যায়...

প্রথম পাতার পর

এলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের। এটাও তো বিজ্ঞানের জয়, যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে। বিজ্ঞানচর্চা কখনও থেমে থাকে না, এগিয়ে যায়। আগামীতে আরও এগোবে। যাবতীয় আবিষ্কার ভবিষ্যতে ইতিহাস হয়ে যাবে। কিন্তু সুনীতা বিজ্ঞানীদের কাছে প্রেরণা হয়ে থাকবেন চিরদিন।

পৃথিবীর মতো মহাকাশে অবাধ বিচরণ সম্ভব নয়। করা যায় না কাজ। পদে পদে বিপদ। দিন-দিন মাসল লস হয়। শারীরিক নানা পরিবর্তন ঘটে। ধীরে ধীরে যা প্রাণসংশয়ের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। এ সবকিছুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতার জানা। তা সত্ত্বেও মন দিয়ে হাসিমুখে নিজের কাজটা করে গিয়েছেন এই মেয়ে। ভাবা যায়!

কতটা মানসিক দৃঢ়তা থাকলে এমন অবস্থায় নিজেকে রাখা যায়, বিশ্ববাসীর কাছে তার একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন সুনীতা। কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা শিক্ষণীয়। নিজের সংকল্পে কতটা অবিচল থাকলে এই জায়গায় পৌঁছানো যায়, তা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা। 'আয়রন লেডি' না হলে কি এমন দৃঢ়তা কারও থাকতে পারে?

এই নভশ্চরের কাছে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। শুধু আমাদের মতো বিজ্ঞানীদের নয়, প্রতিটি সেক্টরের মানুষের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত সুনীতা উইলিয়ামস। আমার বিশ্বাস সেটা হবেও। শুধু বিজ্ঞান নয়, কলা, বাণিজ্য সহ প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষ যদি সুনীতার মতো কাজের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবেই তো সফলতার নতুন পথ খুঁজে পাবে বিশ্ববাসী। সেই পথ কিন্তু দেখিয়ে দিলেন সুনীতাই।

অনুলিখন : সানি সরকার

অ্যান্টাসিডে লুকিয়ে অসুখের বীজ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : আপনি কি অম্বলের সমস্যায় ভোগেন? যে কোনও জমায়েতে এ প্রশ্ন করলে হাত তুলবেন প্রায় সকলেই। অম্বলের গলা-বুক জ্বালার হাত থেকে রক্ষা পেতে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমজুড়ে মুড়িমুড়কির মতো অ্যান্টাসিড খাওয়ার প্রবণতাও রয়েছে। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অম্বল হলেই বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অ্যান্টাসিড খাওয়ার এই প্রবণতা অজান্তেই বিপদ ডেকে আনছে। পাকস্থলী ও যকৃৎ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অ্যান্টাসিডের বিক্রি ও তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপের 'ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ জার্নাল'-এ। সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ ভাস্কর চক্রবর্তী ও অধ্যাপিকা ডঃ অস্মিতা ছেত্রী যৌথভাবে এই গবেষণা করেছেন। তাতেই উঠে এসেছে এই ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো তথ্য।

কেউ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার সেসবের ধার ধারছেন না। গুগল দেখে, বা পরিচিতের পরামর্শে অম্বল হলেই অ্যান্টাসিড খেয়ে নিচ্ছেন। তবে ঘনঘন অ্যান্টাসিড খাওয়ার ফলে গুরুতর রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে। তা নিয়েই এক বছর ধরে সমীক্ষা করেছেন ভাস্কররা। সেই সমীক্ষা শেষে ভাস্কর বলছেন, 'নিয়মিত যদি অ্যান্টাসিড খাওয়া হয় তাহলে পাকস্থলী ও যকৃৎ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে আলসার, অ্যানিমিয়া বা মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা যায়।'

এব্যাপারে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের তরফে শিলিগুড়ি, কালিম্পং ও গ্যাংটকের একাধিক রোগীকে নমুনা হিসেবে বেছে নিয়ে কেস স্টাডি করা হয়েছে। তাতেই দেখা গিয়েছে, বাজারে সুলভ এমন বিভিন্ন নামী ব্র্যান্ডের অ্যান্টাসিড নিয়মিত খেলে প্রথম দিকে সুফলই মেলে। অ্যাসিডিটির সমস্যা কমে। সমস্যা তৈরি হয় দীর্ঘদিন ধরে খেলে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয় বলে জানান ডঃ ছেত্রী।

অ্যান্টাসিড খাওয়া নিয়ে সতর্ক করছেন ভাস্কররা। কিন্তু প্রশ্ন হল, উত্তরবঙ্গ বা সিকিমের বাসিন্দাদের ঘনঘন এভাবে অ্যান্টাসিড খাওয়ার প্রয়োজনই বা হচ্ছে কেন? নমুনা ধরে ধরে সমীক্ষার ফল থেকে জানা গিয়েছে, খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম এখানকার বাসিন্দাদের একটি বড় সমস্যা, এমনটাই জানিয়েছেন ডঃ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রাতরাশের পর দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকার একটা অভ্যাস এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তাঁরা দুপুরের খাবার খাচ্ছেন বিকেলে। এমনকি রাতে খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়ছেন।' তাঁর কথায়, 'খাবারের এই অনিয়মের জন্য হজমের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যা থেকে অম্বল হচ্ছে। দীর্ঘসময় খালিপেটে থাকার জন্য পাকস্থলী থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বের হয়, তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।' তাহলে সমাধান? খালি পেটে দীর্ঘক্ষণ থাকা যাবে না। অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার টুকটাক খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বলছেন গবেষকরা।

কেন অম্বল

- প্রাতরাশের পর দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকার অভ্যাস
- দুপুরের খাবার বিকেলে খাওয়ার ফল
- রাতে খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়ার প্রভাব

কুফল

- নিয়মিত অ্যান্টাসিড খেলে পাকস্থলী ও যকৃৎ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- আলসার, অ্যানিমিয়া বা মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ

ছোট্ট তারা

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাথমিকের পড়ুয়া নীলাদ্রি সাহা। যোগে পারদর্শী সে। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রটি রাজ্য স্তরের যোগ প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছে।

বিষাইছে বায়ু...

বিপন্ন পরিবেশ, সমস্যায় পাখি ও পতঙ্গ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : কারও চোখ লাল হয়ে জল পড়ছে, কেউ আবার শ্বাসকষ্টে কাহিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটে গিয়েছে শহর শিলিগুড়ির প্রকৃতি-পরিবেশ। হঠাৎ কেন পালটে গেল শহর, প্রশ্ন পাড়ায় পাড়ায়। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ধোঁয়ার জন্য যে নষ্ট হচ্ছে শহরের বাস্তুতন্ত্র, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু দোসর হয়ে হাজির বনাঞ্চলের আগুন। সবমিলিয়ে সাধারণ মানুষ তো চরম সমস্যাতে পড়েছেনই, বিপন্ন করে তুলেছে পশুপাখি থেকে উদ্ভিদজগৎকে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসক থেকে পরিবেশপ্রেমীরা।

মঙ্গলবার রাতের পর বুধবার সন্ধ্যা থেকে ফের শহর ধোঁয়াময়। ফলে কারও চোখ জ্বলছে, কারও আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। ছোট থেকে বড়, সমস্যায় সকলেই। চরম সমস্যায় কোভিড সংক্রামিতরা। বর্তমান সময়ে আবহাওয়ার পরিবর্তনে জ্বর, সর্দিকাশির মতো রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। মূলত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিশু এবং প্রবীণদের। এমন পরিস্থিতিতে বায়ু দূষণ আরও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক শামিম ইউসুফ হায়দর। তাঁর বক্তব্য, 'বায়ু দূষণের জেরে কোভিডে যাঁরা সংক্রামিত হয়েছিলেন, তাঁদের বেশি করে বিপদে পড়তে হবে। কেননা, কোভিডে সংক্রামিত হওয়ায় তাঁদের অনেকের শ্বাসযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

শুধু মানুষ নয়, টানা দু'দিনের ধোঁয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পশুপাখি থেকে কীটপতঙ্গকেও। পরিবেশের ভারসাম্য রাখা বা বাস্তুতন্ত্র ঠিক রাখতে হলে যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যায় সমাধান করতে হবে বলে মনে করেন পরিবেশবিদ বিপ্লব রায়। নকশালবাড়ি কলেজের পরিবেশবিদ্যা বিষয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক বিপ্লব বলেন, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনায় ব্যাপকভাবে প্লাস্টিক রয়েছে। সেই প্লাস্টিক যখন পুড়ছে, তাতে ডাইঅক্সিন গ্যাস তৈরি হচ্ছে এবং এই ডাইঅক্সিনের মতো বিষাক্ত গ্যাস ক্যানসার হওয়ার অন্যতম কারণ। গত কয়েক মাস ধরে শহরের বাতাসে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে যদি বাতাসে ক্ষতিকারক গ্যাসগুলো মিশতে থাকে, তাহলে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনবে।'

বনাঞ্চলে ঘনঘন আগুন লাগার ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ। এছাড়াও প্রজনন ও বিকাশজনিত সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দিতে পারে বলে মনে করছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ধীরাজ সাহা। প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে বলেও আশঙ্কা রয়েছে।

উদ্ভিদজগতের ক্ষতি নিয়ে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই ক্ষতিকারক ধোঁয়া যদি আরও কয়েক মাস এভাবে দেখা যায়, তবে আস্তে আস্তে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হবে। সালোকসংশ্লেষ ঠিকভাবে না হওয়ার জন্য ফলন অনেক কমে যাবে। এমনকি গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যাবে।' প্রশাসনিক নজরদারি বৃদ্ধি এবং সচেতনতা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান চাইছেন প্রত্যেকেই।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে উঠছে ধোঁয়া।

যেখানে বিপদ

- ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আগুনে তৈরি হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস
- ধোঁয়ায় ক্ষতি চোখের, বাড়ছে শ্বাসকষ্ট, উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা
- বনাঞ্চলের আগুনে বিপন্ন পশুপাখি থেকে কীটপতঙ্গ
- প্রশাসনিক নজরদারি ও সচেতনতার পক্ষে বিশেষজ্ঞরা

এখনই রেহাই নেই, ধোঁয়ার দোসর আগুন

দমবন্ধ শহরের

শিলিগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ধোঁয়ার দোসর হয়েছে বনের শুকনো পাতার আগুন। তাই এখনই ধোঁয়া এবং চোখ জ্বালার হাত থেকে রেহাই মিলছে না শিলিগুড়িবাসীর, আলোকপাত করলেন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : বৈকুণ্ঠপুর, মহানন্দার জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও দফায় দফায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডেও বুধবার সকাল থেকেই একাধিক এলাকায় আগুন লেগেছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে দিনের আলোতেও ধোঁয়ায় ঢেকেছিল আশপাশের এলাকা। কিন্তু এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন লাগা বন্ধ করতে শিলিগুড়ি পুরনিগম যেমন কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না, তেমনই বন দপ্তরও বনের আগুন নেভাতে কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ করছে না। দুই পক্ষই সপক্ষে একাধিক যুক্তি দিচ্ছে।

৫ মাইলে জঙ্গলের আগুন নেভাচ্ছেন বনকর্মীরা। ছবি : সূত্রধর

পুরনিগমের যুক্তি, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্ত বর্জ্য সরানোর কাজ চলছে। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে। বন দপ্তর বলছে, যেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে সেখানেই জল নিয়ে পৌঁছে আগুন নেভাচ্ছেন বনকর্মীরা।

পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্ত লিগ্যাসি ওয়েস্ট সরানোর কাজ চলছে। আমরা এখনও পর্যন্ত ৪০ শতাংশ আবর্জনা সরিয়ে ফেলেছি। বাকি আবর্জনা সরানোর জন্যে সরকার আরও ৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।'

প্রতিবছরই এই সময় সন্ধের পর থেকে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় শহর। সেই ধোঁয়া থেকে শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা করার মতো সমস্যা হয় শহরে। এবছরও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শহরে। কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি হচ্ছে সেই বিষয়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল মঙ্গলবারের পর বুধবারও সকাল থেকেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনায় আগুন জ্বলছে। এক জায়গায় নয়, একাধিক জায়গায় আগুন জ্বলছে এবং ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে রায় কলোনি সহ ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা।

ওই এলাকাতেই রয়েছে চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কয়েকশো বসতি। ঝাঁঝালো ওই ধোঁয়ার কারণে পড়ুয়াদের যেমন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তেমনই এলাকাবাসীরও নাভিশ্বাস উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দা রিমঝিম সরকারের বক্তব্য, 'আগে তো রাতের দিকে আগুন লাগত বা লাগানো হত। কিন্তু এখন দিনের বেলাতেও ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু আমাদের সমস্যার কথা কেউ শোনে না।' ওই এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে ছেলেকে পড়ান হাকিমপাড়ার বাসিন্দা শরৎ বসু। তাঁর বক্তব্য, 'রাতে ধোঁয়া দেখে এবং সংবাদপত্রে খবর দেখে আতঙ্কেই ছেলেকে স্কুলে পাঠাচ্ছি না।'

পুরনিগম দাবি করছে, বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আদৌও কী আবর্জনা সরানো গিয়েছে। এলাকায় গিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্য ছবি। অন্তত ৫০০ মিটার দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আবর্জনার পাহাড়। অন্যদিকে, জঙ্গলে আগুন লাগার পর জল নিয়ে হাজির হচ্ছে বন দপ্তর। কিন্তু আগুন লাগা আটকাতে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে না।

এদিন সকালেও শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কের কাছে ছয় মাইলে জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শুকনো পাতার পাশাপাশি একটি গাছেও আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে বন দপ্তরের সারুগারা রেঞ্জের বনকর্মীরা দমকলকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

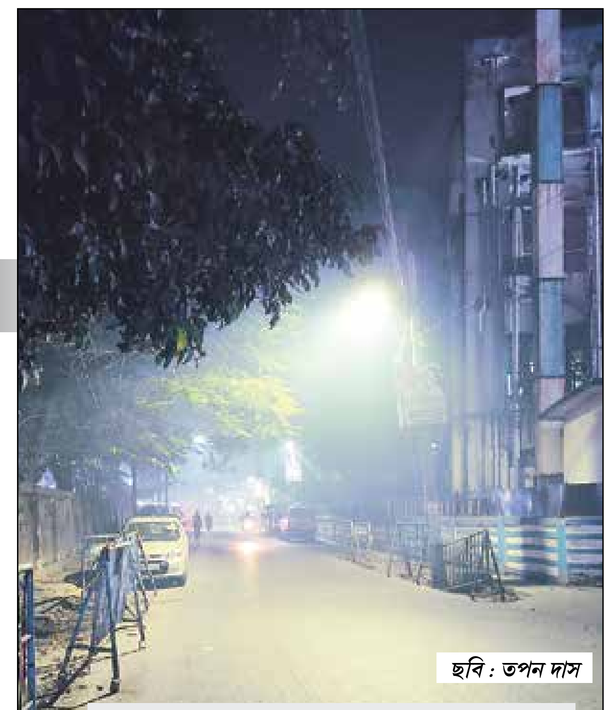

ছবি : তপন দাস

ডাম্পিং গ্রাউন্ড

- ২৪.৮৮ একর জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ড
- প্রতিদিন শিলিগুড়ি শহরে ৩৬০ মেট্রিক টন বর্জ্য জড়ো হয়
- ১৪০ মেট্রিক টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্যে চলে যায় বায়ো মাইনিং ফ্যাক্টরিতে

বাস্তব ছবি বলছে

- ডাম্পিং গ্রাউন্ডের প্রায় ৫০০ মিটার দূর থেকে আবর্জনার পাহাড় দেখা যাচ্ছে
- বুধবার ডাম্পিং গ্রাউন্ডজুড়ে আগুন থাকলেও জলের গাড়ি কিংবা দমকল আসেনি
- ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বর্জ্য সাফাইয়ে কতদিন লাগবে, ততদিন ধোঁয়ার কী হবে উত্তর নেই

পুরনিগম বলছে

- ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনার ৪০ শতাংশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বলে দাবি পুরনিগমের
- বাকি ৬০ শতাংশ আবর্জনা পরিষ্কার করতে আরও ৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সুডা
- বর্জ্য পরিষ্কার করা হয়ে গেলে পুরনিগম ওই এলাকার বিউটিফিকেশন করবে
- আগুন লাগানো হচ্ছে না, মিথেন গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে এসে আগুন লাগছে

আজ থেকে শুরু হচ্ছে আর্ট ফেয়ার

শিলিগুড়ি আর্ট ফেয়ারের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করছেন কর্মকর্তারা।

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : শিলিগুড়ি আর্ট ফেয়ারের আয়োজন করতে চলেছে নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। ২০ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শিলিগুড়ির জিটিএস ক্লাবের মাঠে এই মেলা আয়োজিত হবে। ২০ তারিখ মেলার উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এখানে ৪০টিরও বেশি স্টল থাকছে। দ্বিতীয় বছরের আর্ট ফেয়ারও যে দর্শকদের নজর কাড়বে, তা মনে করছেন উদ্যোক্তারা। উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা থেকে দুশোর বেশি শিল্পী আর্ট ফেয়ারে যোগ দেবেন। সেখানে শিল্পনৈপুণ্যের নানা জিনিস প্রদর্শিত হবে। সেইসব জিনিস কিনতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

এবিষয়ে বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজয় মিত্র, সভাপতি সঞ্জয় দে প্রমুখ। সুজয় মিত্র বলেন, শিল্পীদের কথা মাথায় রেখেই মূলত এই আয়োজন করা। শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরার উপযুক্ত জায়গা সবসময় পান না। তাই তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরার একটা জায়গা করে দেওয়ার জন্যই এই আয়োজন। পাশাপাশি তাঁদের আঁকা ছবি ও হাতে তৈরি অন্য জিনিসগুলো বিক্রি হলে আর্থিকভাবেও শিল্পীরা কিছুটা লাভবান হবেন। ২১ তারিখ হতে চলেছে জলরংয়ের ওয়ার্কশপ, ২৪ তারিখ প্রোফেশনাল আর্টিস্ট গ্রুপের আরও একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শ্রুতিনাটক এবং শর্ট ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। ২০ তারিখ সকালে একটি পদযাত্রারও আয়োজন করা রয়েছে। তারপর বিকেলে আর্ট ফেয়ারের উদ্বোধন করা হবে।

চর্মমেলায় রক্তদান

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে চর্ম ও শিল্পমেলা কাম ট্রেড ফেয়ারে বুধবার এক রক্তদান শিবির হয়। মেলার আয়োজক বিপ্লব সরকার জানিয়েছেন, শিবিরে ৫৫ জন রক্ত দেন। সংগৃহীত রক্ত মহারাজা অগ্রসেন লায়ন্স ম্যাগনাম ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়।

আজ শহরে

- সন্ধে ৭টায় উত্তাল নাট্যগৃহে 'অমল চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা'য় এবারের বিষয় অন্য চোখে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস। বক্তা অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায়, সাহিত্যিক বিপুল দাস।

স্নায়বিক রোগীর জন্য শিবির

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য একটি নিউরোসার্জিক্যাল ওপিডি ক্যাম্প হয় থ্যালামাস হাসপাতাল চত্বরে। সেখানে ডাক্তার শফি আহমেদ রিজভি ও ডাক্তার মায়াঙ্ক চক্রবর্তী রোগীদের বিনামূল্যে পরামর্শ দেন। শতাধিক রোগী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। রোগ নির্ধারণের জন্য রোগীদের বিভিন্ন প্যাথলজিকাল পরীক্ষাও স্বল্পমূল্যে করা হয়।

বিধান মার্কেটে ফের আন্দোলনে ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ব্যক্তি মালিকানার দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াল বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। বুধবার সন্ধ্যায় সমস্ত দোকান বন্ধ রেখে মিছিলে পা বাড়ালেন তাঁরা। দাবি উঠল একটাই, চাই ব্যক্তিমালিকানা। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে বলেন, 'আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব আমাদের ব্যক্তিমালিকানার দাবি পূরণ করা হোক। এরপর আমরা সরকারের সঙ্গে বসে, সরকারকেই বিধান মার্কেট আধুনিকীকরণের দায়িত্ব দেব। কারণ, আমাদের পক্ষে এতবড় মার্কেটের আধুনিকীকরণ করা সম্ভব নয়।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'বিধান মার্কেট নিয়ে আমরা নানাভাবে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছি। আমাদের সরকার আসার পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের প্রথম বৈঠকেই বিধান মার্কেটের উন্নতিকরণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। যদিও এরপর মহানন্দা দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েছে। ওই জমি এসজেডিএর। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। দোকান বন্ধ করে আন্দোলন সমস্যা সমাধানের পথ নয়।'

এদিন ওই মিছিলটি বিধান রোড থেকে শুরু হয়। এরপর মিছিলটি ভেনাস মোড়ে পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সোজা চলে যায় এয়ারভিউ মোড়ে। এরপর সেখান থেকে সেবক মোড়, পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে চলে আসে বিধান মার্কেটে। বিশালাকার এই মিছিলটিকে ঘিরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় শহরের মূল তিন রাস্তা। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'এসজেডিএর সঙ্গে বৈঠকের পর ভেবেছিলাম, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে। বাস্তবে কিছুই হল না। কোনও কাগজপত্রই পেলাম না।'

এসজেডিএ ও বিধান মার্কেটের তরফে যৌথভাবে জমি জরিপ করে রেকর্ড করা হয়েছিল গতবছর পুজোর আগে। পরবর্তীতে এসজেডিএ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সেই রেকর্ড সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে আর কোনও উত্তর না পেয়ে ধৈর্য রাখতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। ডেপুটি মেয়রের কথায়, 'সরকারের সমস্ত দপ্তর, বিধান মার্কেটের এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী। আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব শুরু কাল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : ১৯৭১ সালে 'ধন্যি মেয়ে' সিনেমার হাত ধরেই দেশে সূচনা হয়েছিল ক্রীড়া চলচ্চিত্রের। শুধু তাই নয়, এই ঘরানার প্রথম তিনটে সিনেমাই তৈরি হয়েছিল বাংলায়। তাই বাংলায় খেলা এবং সিনেমাকে এক সুতোয় বাঁধতে ২০২৩ সাল থেকে কলকাতার বুকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব শুরু করে সোশ্যাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশন।

কলকাতার পর এবার শিলিগুড়িতেও প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব। শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়ার আয়োজনে ২১ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে রামকিঙ্কর হলে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে সিনেমাগুলো দেখানো হবে। তিনদিনে মোট ১২টি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। বুধবার এই বিষয়ে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে ছিলেন আয়োজক কমিটির সম্পাদক রঞ্জন মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ নাগ সহ অন্যরা। রঞ্জন বলেন, 'ভারতবর্ষ, ইরান, কাজাখস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইউএসএ- এই পাঁচটি দেশের মোট ১২টি ছবি প্রদর্শিত হবে।' তালিকায় থাকছে কাজাখস্তানের 'দ্য স্টার্ট', ইরানের 'দ্য ব্লু গার্ল', শ্রীলঙ্কার 'ফরওয়ার্ড ড্রাইভ'-এর মতো সিনেমার পাশাপাশি বাংলার 'বেলেঘাটা টু শিয়ালদা', 'আই অ্যাম বনি'-র মতো সিনেমাও।

ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবের কর্মকর্তারা।

প্রদীপ নাগ বলেন, 'উৎসবের শেষ দিন খেলার জগতের বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা হবে। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়া হবে শিলিগুড়ির টেবিল টেনিসের কোচ অমিত দাম এবং ক্রিকেট কোচ জয়ন্ত ভৌমিককে। এছাড়াও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অবদানের জন্য শিলিগুড়ির নর্থবেঙ্গল এক্সপ্লোরার্স ক্লাব এবং হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনকেও সম্মানিত করা হবে। দীনবন্ধু মঞ্চে গিয়ে বিনামূল্যে পাস সংগ্রহ করে সিনেমা দেখতে পারবেন ক্রীড়া ও সিনেমাপ্রেমীরা।

থানায় অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : বিজেপি এবং তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ তুলছিল সিপিএম। বুধবার সিপিএমের ৩ ও ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মন্তব্যের বিরোধিতা করে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হল। দলের তরফে এদিন টিকিয়াপাড়া থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে থানার সামনে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা করেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক। উপস্থিত ছিলেন ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তিলক গুন, কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ।

ঘুম নিয়ে সাফাই

বুধবার নয়ের পাতায় পুরনিগমের বাজেট সংক্রান্ত খবরের সঙ্গে পুর কমিশনার ছেরিং ওয়াই ভুটিয়ার একটি ছবি প্রকাশিত হয়। ছবিটির ক্যাপশনে লেখা হয়েছিল, 'বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটালেন পুর কমিশনার।' এ ব্যাপারে ছেরিংয়ের সাফাই, তিনি চোখের সমস্যায় ভুগছেন। তাই বাজেট চলাকালীন মাঝেমধ্যে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কমিশনারের কথায়, 'ড্রাই আই সিনড্রোম এবং মায়োপিয়ায় ভুগছি আমি। তা সত্ত্বেও বাজেটে অংশ নিয়েছি।'

কলকাতা নাইট রাইডার্স

খেতাব ধরে রাখার বিশাল চ্যালেঞ্জ

অপেক্ষার আর তিনদিন। তারপরই ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে যাবে আইপিএল। আর ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সামনে গতবারের খেতাব জয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্স। খেতাব ধরে রাখার বিশাল চ্যালেঞ্জ সামলে নয়া দৌড় শুরুর আগে কতটা প্রস্তুত কেকেআর? ইডেনে চলতি কেকেআরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবিরের মাঝে নাইটদের অন্দরে চোখ রাখলেন অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেন্টরের দায়িত্বে এবার গৌতম গম্ভীরের বদলে ডোয়েন ব্রাভো। শ্রেয়স আইয়ারের পরিবর্তে নেতৃত্বে আজিঙ্কা রাহানে। তবে খেতাব রক্ষার লক্ষ্যে কোর টিম ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে কেকেআর। রাহানে-ব্রাভোর নয়া পার্টনারশিপ নাইট ব্রিগেডকে চতুর্থ ট্রফি এনে দিতে পারবে?

অধিনায়ক : আজিঙ্কা রাহানে

হেড কোচ : চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত
মেন্টর : ডোয়েন ব্রাভো
বোলিং কোচ : ভরত অরুণ
ঘরের মাঠ : ইডেন গার্ডেন্স
প্রথম ম্যাচ : ২২ মার্চ, প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
দামি ক্রিকেটার : ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৩.৭৫ কোটি)

স্কোয়াড

রিটেইন
রিঙ্কু সিং (১৩ কোটি), সুনীল নারায়ণ (১২ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), রামনদীপ সিং (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে
ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৩.৭৫ কোটি), আনরিচ নর্তজে (৬.৫০ কোটি), কুইন্টন ডি কক (৩.৬০ কোটি), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৩ কোটি), স্পেনসার জনসন (২.৮০ কোটি), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২ কোটি), মইন আলি (২ কোটি), বৈভব অরোরা (১.৮০ কোটি), রোভমান পাওয়েল (১.৫০ কোটি), আজিঙ্কা রাহানে (১.৫০ কোটি)।

শক্তি

গভীরতা : কেকেআরের এবারের দলের মূল শক্তি গভীরতা। সব বিভাগে বিকল্প ক্রিকেটারও রয়েছে। ওপেনিংয়ে সুনীল নারায়ণের সঙ্গে কুইন্টন ডি ককের জুড়ি জমে গেলে গতবারের মতোই ছুটতে পারে কেকেআর। নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোর টি২০ ক্রিকেটে বিশাল অভিজ্ঞতাও নাইটদের বড় ভরসা। সঙ্গে প্রতিবারের মতো আন্দ্রে রাসেল তো রয়েইছেন।

অলরাউন্ডার : দ্রে রাসই শক্তি। দ্রে রাসই দুর্বলতা। দশ বছরের ট্রফি খরা কেটেছে শেষ মরশুমে। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা নয়া মরশুমে রাসেল, নারায়ণদের পাশে ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ অলরাউন্ডার হিসেবে এক্স ফ্যাক্টর হতেই পারেন। তবে মূল নজর থাকবে সেই রাসেলের দিকেই।

দুর্বলতা

খেতাব রক্ষার চাপ : শেষবারের জয়ী দলে অনেক বদল হয়েছে। প্রাক্তন মেন্টর গৌতম গম্ভীরের না থাকা ও প্রতি মুহূর্তে তুলনা তাড়া করবে নাইটদের। আজিঙ্কা রাহানের অভিজ্ঞতা থাকলেও কুড়ির ক্রিকেটে সাফল্য না থাকা দলের অন্যতম দুর্বলতা হিসেবে সামনে আসছে। সঙ্গে রয়েছে অধিনায়ক রাহানের ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও ধোঁয়াশা। পাশাপাশি মিচেল স্টার্কের শূন্যস্থান পূরণের জন্য আনরিচ নর্তজে ও স্পেনসার জনসনরা কতটা তৈরি, এখনও অজানা দুনিয়ার। খেতাব ধরে রাখার প্রত্যাশার চাপও থাকবে কেকেআরের জন্য।

এক্স ফ্যাক্টর

নারায়ণ ও রাসেলই দলের মূল এক্স ফ্যাক্টর। সঙ্গে নয়া মেন্টর ব্রাভোর দুর্দান্ত ক্রিকেট মস্তিষ্ক নাইটদের যাত্রাপথে কতটা উপযোগী হয়, সেটাই দেখার। সঙ্গে থাকবে অধিনায়ক রাহানের দল পরিচালনার বিষয়টিও। লাল বলের ক্রিকেটে রাহানে অধিনায়ক হিসেবে সফল হলেও সাদা বলের ক্রিকেটে তাঁর তেমন সাফল্য নেই। অভিজ্ঞ কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জন্যও থাকছে গম্ভীরের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার চ্যালেঞ্জও।

সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন (২০১২, ২০১৪ ও ২০২৪)
সর্বোচ্চ জয় : ১৪০ রান, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০০৮
সর্বোচ্চ স্কোর : ২৭২/৭, দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৪
সর্বনিম্ন স্কোর : ৬৭, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০০৮

সর্বাধিক রান : ৩০৩৫, গৌতম গম্ভীর
সর্বাধিক উইকেট : ১৮০, সুনীল নারায়ণ
সেরা বোলিং : ১৫/৫, আন্দ্রে রাসেল, মুম্বই

থিম সং : করব, লড়ব, জিতব রে

সম্ভাব্য একাদশ : সুনীল নারায়ণ, কুইন্টন ডি কক, আজিঙ্কা রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেল, রামনদীপ সিং, হর্ষিত রানা, স্পেনসার জনসন, বৈভব অরোরা ও বরুণ চক্রবর্তী।

মূল লক্ষ্য ট্রফি, বলছেন কেকেআর মেন্টর

নাইটদের ডান্স স্টেপ শেখাবেন ব্রাভো

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে, নেচে মঞ্চ মাতালেন মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মার্চ : উই আর চ্যাম্পিয়ন। গেইল ইজ আ চ্যাম্পিয়ন। নাইট রাইডার্স ইজ আ চ্যাম্পিয়ন!

নতুন মরশুম। নতুন শুরু। নতুন ভাবনা। কিন্তু লক্ষ্য সেই একই, সাফল্য। আরও সহজ করে বললে, চতুর্থ আইপিএল ট্রফি।

ইতিহাস বলছে, অতীতে ২০১২ ও ২০১৪, যখনই খেতাব জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, ঠিক তার পরের মরশুমটা মোটেও ভালো যায়নি। ২০২৪ সালে তিন নম্বর খেতাব জয়ের পর ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলে নাইটদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে, সময়ই তার জবাব দেবে। তবে এবার ইতিহাস বদলাতে চান দলের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো।

কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে নাইটদের ডেরা। সেই ডেরার ঠিক পাশে বিশ্ব বাংলা মিলন মেলা প্রাঙ্গণ আজ সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের দখলে। নাচ, গানের মাধ্যমে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা নাইটদের আইপিএল অভিযানের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। দলের মেন্টর ব্রাভো নিজে তাঁর বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ন গান গাইলেন, নাচলেনও। সঙ্গে ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর দলকে ডান্স স্টেপও শিখিয়ে দেবেন। তবে তার আগে মূল লক্ষ্য হল ট্রফি। পরপর দুই মরশুম ট্রফি জিতে নয়া ইতিহাস গড়ার ডাক দিয়ে ব্রাভো আজ বলেছেন, 'সাফল্য তখনই পাওয়া যায়, যখন জেতার খিদে থাকে। আমাদের বর্তমান দলটা চ্যাম্পিয়ন। শেষ মরশুমের প্রায় ৮০ শতাংশ ক্রিকেটার রয়েছে দলে। এই দলকে নিয়ে পরপর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা ইতিহাস গড়তে চাই। ভয়ডরহীন ক্রিকেটের মাধ্যমে সেটা সম্ভব।'

শেষবার যখন কেকেআর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, দলের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনি এখন প্রাক্তন নাইট। কেকেআরের বর্তমান অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। তাঁর ডেপুটি ভেঙ্কটেশ আইয়ার। রাহানে, ভেঙ্কটেশদের সঙ্গে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে পাশে বসিয়ে কেকেআরের মেন্টর ব্রাভো বলছিলেন, 'এই দলের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি ওদের মধ্যে ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা রয়েছে। আমি সকলকে উদ্বুদ্ধ করে সামনে তাকাতে চাই। ক্রিকেটের পাশে দলের বর্তমান ছেলেদের ডান্স স্টেপও শিখিয়ে দেব। কিন্তু সবার আগে চাই ট্রফি। কারণ, সাফল্যই শেষ কথা।' নাইটদের নয়া মেন্টর ব্রাভোকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কোচ চান্দু স্যারও। তাঁর কথায়, 'ব্রাভো একজন কিংবদন্তি। ও জানে কীভাবে সফল হতে হয়। ওর থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। আমাদের দলে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, রিঙ্কু সিং, আজিঙ্কা রাহানেদের মতো সিনিয়ার তথা অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছে। সবার মধ্যে আমি ফের সাফল্যের তাগিদটা দেখেছি। এবার মাঠে নেমে চ্যাম্পিয়ন তকমা ধরে রাখার সময়।'

চ্যাম্পিয়ান তকমা নিয়ে শনিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএল অভিযানের পর কেকেআরের ভাগ্যে কী রয়েছে এবার, ক্রমশ স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে মেন্টর ব্রাভোর নাচের তালে পা মেলাতে তৈরি পুরো দল।

পরিবার নীতি বদলাবে না বোর্ড : সইকিয়া

মুম্বই, ১৯ মার্চ : বিরাট কোহলির গুরুতর আপত্তি। তবুও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সিদ্ধান্তে অনড়। বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নয়া নীতি কার্যকর করেছে বিসিসিআই। যেখানে বলা হয়, ৪৫ দিনের সফর হলে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ পরিবারকে সঙ্গে রাখা যাবে। সফরের সময় তার কম হলে তা হবে সাত দিন। এরপর প্রকাশ্যেই এই নীতির বিরোধিতা করেছেন বিরাট। শোনা যাচ্ছিল বোর্ড হয়তো নিয়মে কিছুটা ছাড় দিতে পারে। কিন্তু কোথায় কী! বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া স্পষ্ট বলেছেন, 'বিসিসিআই ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেউ চাইলে আপত্তি জানাতে পারেন। তবে নিয়ম সকলের জন্য এক থাকবে।' অদূর ভবিষ্যতে নিয়ম শিথিল করার যে কোনও ভাবনা নেই তাও জানিয়ে দেন বোর্ড সচিব।

বিরাটের সতীর্থ তন্ময় এবার আম্পায়ার

তন্ময় শ্রীবাস্তব

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : তন্ময় শ্রীবাস্তবের নামটা হয়তো অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। ২০০৮ সালে বিরাট কোহলিদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তন্ময়। এবারের আইপিএলে সেই তন্ময় সামলাবেন আম্পায়ারের দায়িত্ব। তিনিই হবেন প্রথম আম্পায়ার যিনি ক্রিকেটার হিসেবেও আইপিএলে অংশ নিয়েছেন। তন্ময় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ৪৬ রান করেছিলেন। তবে সিনিয়ার পর্যায়ে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি। ২০০৮ ও ২০০৯ সালের আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের (বর্তমান নাম পাঞ্জাব কিংস) হয়ে খেললেও দাগ কাটতে পারেননি। ৫ বছর আগে তন্ময় অবসর নেন। তারপর মাত্র ২ বছরের মধ্যেই লেভেল-২ পাশ করেন।

অনিশ্চিত কলকাতা বনাম লখনউ ম্যাচ

উদ্বোধনের মঞ্চে থাকছে ড্রোন শো ও আতশবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মার্চ : আপনি কি ক্রিকেটপ্রেমী? আপনার হাতে কি শনিবারের ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের টিকিট রয়েছে?

থাকলে আপনি ভাগ্যবান। না থাকলে নিশ্চিতভাবেই আপনাকে কপাল চাপড়াতে হতে পারে। সৌজন্যে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু ম্যাচ। সন্ধ্যা সাতটায় হবে টস। তার আগে অভিনব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে চলেছে ইডেন। যেখানে শ্রেয়া ঘোষাল, শাহরুখ খান, সলমন খান, দিশা পাটানি থেকে শুরু করে বলিউডের একঝাঁক তারকা থাকবেন। দেখাবেন তাঁদের স্কিল। কিন্তু শুধু সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বিষয়টি। জানা গিয়েছে, ইডেনের আকাশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় দেখা যাবে ড্রোন শো-ও। আতশবাজির প্রদর্শনীও থাকছে। বুধবার সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় মাত্র আধঘণ্টা। তার মধ্যেই ড্রোন শো থেকে শুরু করে আতশবাজির প্রদর্শনী, সবই হবে।'

আইপিএল বোধনের মঞ্চে থাকছে আরও চমক। রাতের দিকের খবর, মূল স্টেজে যখন অনুষ্ঠান চলবে, তখন মাঠের বাউন্ডারির ধারেও চলবে কিছু অনুষ্ঠান। যার মহড়া আজ বিকেল থেকেই ইডেন সংলগ্ন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় ইডেনের নৈশালোক সাময়িক বন্ধ করা হবে। তখন গ্যালারির দর্শকদের অনুষ্ঠান দেখতে যেন সমস্যা না হয়, তার জন্য বিশেষভাবে তৈরি চশমা বিতরণ হবে গ্যালারিতে। শনিবারের সন্ধ্যা থেকে রাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রিকেটের কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে গিয়েছে।

কেকেআর সমর্থকদের জন্য খারাপ খবরও রয়েছে। বড় অঘটন না হলে ৬ এপ্রিল ইডেনের কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্ট ম্যাচ অন্য কোথাও সরে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। কেকেআর-এলএসজি ম্যাচের দিন রয়েছে রামনবমী। সেই কারণে কলকাতা পুলিশ আগেই জানিয়েছিল, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। আজও ফের কলকাতা পুলিশের তরফে সিএবি-কে একই কথা জানানো হয়েছে। সিএবি কর্তারা কেকেআর ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে পুরো বিষয় জানিয়েছেন। বোর্ডের তরফে এখনও পালটা কিছু জানানো হয়নি।

রোহিত নয়, চেন্নাই ম্যাচে নেতৃত্বে সূর্য

মুম্বই, ১৯ মার্চ : পিছনের দিকে আর হাঁটতে নারাজ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি।

ভাবনার প্রতিফলন রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর ম্যাচে অধিনায়ক নির্বাচনে। গত আইপিএলে মন্থর ওভার রেটের কারণে এক ম্যাচ নির্বাসিত নিয়মিত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাই হার্দিককে পাচ্ছে না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তবে রোহিত শর্মা দলে থাকলেও হার্দিকের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব।

অধিনায়ক রোহিত-অধ্যায় পিছনে ফেলে আগামীর ভাবনা।

পাশে থাকার আবেদন হার্দিকের

ফলস্বরূপ ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকে গুরুত্ব। বিশ্বকাপ জেতার পর রোহিত টি২০ ফরম্যাটকে গুডবাই জানান। পরবর্তী সময়ে রোহিতের জুতোয় পা রেখে অধিনায়ক সূর্যের পারফরমেন্স বেশ নজরকাড়া। ইংল্যান্ডকে ঘরের মাঠে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছে সূর্যর ভারত। সেই সূর্যেই ভরসা। আইপিএল অভিযানে নামার প্রাক্কালে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যা পরিষ্কার করে দেন স্বয়ং হার্দিক। বলেছেন, 'সূর্য জাতীয় দলকে ভালোভাবে সামলেছে। আমি যখন থাকব না (মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে) নিশ্চিতভাবে ওই বিকল্প।'

জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে অবশ্য ধীরে চলো নীতি। হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনে জানান, বর্তমানে বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) রিহ্যাবে রয়েছেন বুমরাহ। এনসিএ থেকে কী রিপোর্ট আসে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে দল। সবকিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে। আশাবাদী, দ্রুত ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন দল তথা বিশ্বের একনম্বর স্পিডস্টার। সূত্রের খবর, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বুমরাহ।

দলে একঝাঁক জাতীয় দলের অধিনায়ক। রোহিত, সূর্য, বুমরাহ প্রত্যেকেই দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। হার্দিকের কাছে যা অ্যাডভান্টেজ। তিনি ভাগ্যবান তিনজন অধিনায়ককে পেয়েছেন। বিশ্বাস, সকলের সহযোগিতা নিয়ে দলকে হাফডজন আইপিএল খেতাবের পথে এগিয়ে দিতে পারবেন। বিশেষ বার্তা সমর্থকদের উদ্দেশেও।

২০২৪ সালে প্রতি পদক্ষেপে সমর্থকদের টিটকিরির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। হার্দিকের বিশ্বাস, এবার কটাক্ষ নয়, সমর্থন, ভালোবাসা অপেক্ষা করবে তাঁর জন্য। সাংবাদিক সম্মেলনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকদের উদ্দেশে হার্দিকের আবেদন, 'যখন ব্যাট করতে নামব, চিয়ার করবেন, যখন ছক্কা মারব চিয়ার করবেন, টসের সময়ও। এছাড়া ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আর অন্য কিছু দেখতে চাই না। এটাই আমার চাওয়া। বরাবর নিজেকে আদ্যোপান্ত টিমম্যান ভেবেছি। জানি, যদি নিজের অলরাউন্ড স্কিল তুলে ধরতে পারি, তাহলে লাভবান হবে দল।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে খোশমেজাজে হার্দিক পান্ডিয়া। বুধবার মুম্বইয়ে।

'এবার তিনশো হবে আইপিএলে'

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : গত আইপিএলে আটবার আড়াইশো প্লাস স্কোর হয়েছে। সর্বাধিক সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ২৮৭/৩। ওভার পিছু ১৪.৩৫ রান! 'আনলাকি থার্টিনে' আটকে যায় তিনশোর গণ্ডি। ব্যাটাররা যে বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন শনিবার শুরু মেগা লিগে তেরোর গেরো পার করে প্রথমবার তিনশোর স্বাদ মিলবে আইপিএলে, এমনই বিশ্বাস শুভমান গিল, এবি ডিভিলিয়ার্সের।

গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমানের মতে, তিনশো আর বেশি দূর নয়। বলেছেন, 'খেলার গতি যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে অচিরেই ম্যাচে তিনশো স্কোর দেখব। গত বছর বেশ কয়েকবার তিনশোর কাছাকাছি স্কোর হয়েছে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম বাড়তি আকর্ষণ যোগ করেছে এবং আইপিএলের বিনোদন আরও বাড়িয়েছে। তবে মেগা লিগের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, প্রতিদিন নতুন প্রতিভার উত্থান।'

একসুর শুভমান-এবির

২০২২ সালে আত্মপ্রকাশেই চ্যাম্পিয়ন গুজরাট। দ্বিতীয় বছরও ফাইনালে। ২০২৪ সালে কিন্তু ধারাবাহিকতায় লাগাম। গিলের বিশ্বাস, সাফল্যের চাকা ফের ঘুরবে। দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী গুজরাট অধিনায়কের দাবি, 'অত্যন্ত শক্তিশালী পেস অ্যাটাক আমাদের। রশিদ খানও রয়েছে। শেরফানে রাদারফোর্ড, গ্লেন ফিলিপস, জস বাটলারের মতো বিস্ফোরক ব্যাটারকে পেয়েছি এবার। মাহিপাল লোমরোর, রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরের মতো প্রতিভাবান ভারতীয় খেলোয়াড় দলের গভীরতা বাড়িয়েছে। বাড়িয়েছে ভারসাম্য, আইপিএলের মতো লম্বা টুর্নামেন্টে যা গুরুত্বপূর্ণ।'

গুজরাট টাইটান্সের ফোটোশুটে অধিনায়ক শুভমান গিল।

এবির মুখে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের প্রভাবের কথা। দাবি, 'ইমপ্যাক্ট নিয়মের ফলে টপ থ্রি ব্যাটার চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারছে। ফিল্ডিং রেস্ট্রিকশনও রয়েইছে। রিংয়ের বাইরে মাত্র দুইজন প্লেয়ার থাকার ফলে টপ অর্ডার বিগ হিটের ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। হয়তো এবারের আইপিএলে তিনশোর গণ্ডি পেরোতেও দেখব আমরা।'

কেকেআরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে কলকাতা পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

উঠতে চলেছে থুতু-নিষেধাজ্ঞা

আইপিএল ২০২৫

মুম্বই, ১৯ মার্চ : বলে থুতু ব্যবহারের কৌশল ফের কাজে লাগাতে পারবেন বোলাররা। সূত্রের খবর, আসন্ন আইপিএলে বলে থুতু লাগানোয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। করোনাকালে সংক্রমণের আশঙ্কায় বলে থুতু লাগানোর নিয়মে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় বোলাররা দীর্ঘদিন থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় মহম্মদ সামি একই দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। সূত্রের খবর, আইপিএল থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে আইসিসি-র ওপরও চাপ বাড়বে। এই প্রসঙ্গে এক বিসিসিআই কর্তা বুধবার বলেছেন, 'করোনার আগে বোলারদের একটি অন্যতম কৌশল ছিল বলে থুতু লাগানো। এখন করোনার আশঙ্কা নেই। তাই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে কোনও ক্ষতি থাকার কথা না।'

স্টার্ক-কামিন্স না হলেও দলকে জেতাতে পারি : শশাঙ্ক

চণ্ডীগড়, ১৯ মার্চ : ভুল করে দলে নেওয়া।

যদিও ভুলের খেসারত নয়, সুফল পেয়েছিলেন প্রীতি জিন্টারা। ভুলবশত নিলামে নেওয়া শশাঙ্ক সিং ছিলেন ২০২৪ আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের সেরা পারফর্মার! যাঁকে আর হাতছাড়া করতে চায়নি পাঞ্জাব। প্রথম রিটেনশন হিসেবে ৫.৫ কোটিতে রেখে দেওয়া।

দেওয়ালির ২-৩ দিন আগে শশাঙ্ককে ফোন পাঞ্জাব কিংসের- 'তোমাকে আমরা রাখছি আগামী বছর। কাল ফর্মটা পাঠাব। সই করে দিও।' সময়মতো পরের দিন বাড়িতে হাজির দলের সিইও সতীশ মেনন ও জেনারেল ম্যানেজার আশিস তুলি। ঘোর কাটতে কিছুটা সময় লেগেছিল। কারণ, নতুন মরশুমের জন্য দুইজনকে মাত্র ধরে রেখেছিল পাঞ্জাব। তার মধ্যে একজন শশাঙ্ক।

ঘোর কাটিয়ে গতবারের সফল কাহিনীর (১৬৫.৬৪ স্ট্রাইক রেটে ৩৫৪ রান) পুনরাবৃত্তি ঘটাতে বদ্ধপরিকর। শুধু ব্যাটিং নয়, বল হাতেও ম্যাচ-উইনার হতে চান। বলেছেন, 'বোলিং নিয়ে খাটছি। কারণ, আমার বোলিংও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিজের সীমাবদ্ধতা জানি। কখনও বলব না আমি মিচেল স্টার্ক বা প্যাট কামিন্স, তবে আমার কোটার ২৪টি বল সঠিক জায়গায় রাখতে পারলে আমিও জেতাতে পারি। রিকির (পন্টিং) সঙ্গে কথা হয়েছে। বলেছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী বোলিংয়ে আমাকে ব্যবহার করবে।'

জুটিতে ট্রফি দেখছেন শ্রেয়স-পন্টিং

আইপিএল পরিবারে অবশ্য তিনি পরিচিত ধ্বংসাত্মক ব্যাটার, চাপের মুখে লড়াকু ভাবমূর্তির জন্য। জুনিয়ার পর্যায়ে সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ারদের প্রাক্তন সতীর্থ শশাঙ্কের কথায়, 'আমি অভিভূত, আমার ওপর যে বিশ্বাস দেখিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। একটা দল শুধু দুজন আনক্যাপড প্লেয়ারকে রিটেইন করছে! তার মধ্যে আমি একজন! এক সন্ধ্যায় কল। পরের দিন চুক্তিতে সই। টাকা-পয়সা নিয়ে কিছু লেখা ছিল না। এই নিয়ে কোনও কথাও হয়নি। শেষপর্যন্ত ৫.৫ কোটিতে রিটেইন। আমার কাছে যা বিশাল ব্যাপার। গতবার ১-২টি ম্যাচ জিতিয়েছিলাম। এবার ৩-৪টি ম্যাচ জেতাতে চাই। সেটাই হবে আস্থার সঠিক প্রতিদান।'

> এক সন্ধ্যায় কল। পরের দিন চুক্তিতে সই। টাকা-পয়সা নিয়ে কিছু লেখা ছিল না। এই নিয়ে কোনও কথাও হয়নি। শেষপর্যন্ত ৫.৫ কোটিতে রিটেইন। আমার কাছে যা বিশাল ব্যাপার।
>
> **শশাঙ্ক সিং**

খুশির দিনে কঠিন সময়ের কথাও শশাঙ্কের মুখে। কেরিয়ারে প্রচুর ওঠাপড়া দেখেছেন। কখনও নিলামে দল মিলেছে, কখনও নয়। আবার দল পেলেও খেলার সুযোগ মেলেনি। হতাশ হলেও বাবা-মা সবসময় ছেলের পাশে থাকতেন। উৎসাহ জোগাতেন। এবার একেবারে রিটেইনের মর্যাদা। খুশি বাবা-মা-বোন প্রত্যেকে। ৫.৫ কোটির সঙ্গে যা বড় প্রাপ্তির মধ্যপ্রদেশ ভিলাইয়ের ছেলে শশাঙ্কের জন্য।

হেডকোচ পন্টিং আবার শ্রেয়সের সঙ্গে জুটি বেঁধে পাঞ্জাবকে প্রথম ট্রফি দিতে বদ্ধপরিকর। বলেছেন, 'দিল্লিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। দুর্দান্ত প্লেয়ার। দারুণ ব্যক্তিত্ব। এখন আইপিএল জয়ী অধিনায়কও। দুইদিন হল দলে যোগ দিয়ে অধিনায়ক হিসাবে নিজের ভূমিকাটা দারুণভাবে বুঝে নিয়েছে। খুব ভালো দলও হয়েছে। পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে কোচ-অধিনায়কের বোঝাপড়াও গুরুত্বপূর্ণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঘরে-বাইরে দল হিসাবে ছাপ রাখতে পারব আমরা।'

শ্রেয়সের চোখ আবার ট্রফিতে। সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ পন্টিংয়ের পাশে বসে নতুন অধিনায়ক বলেছেন, 'আমার মূল লক্ষ্য ট্রফি হাতে ভিকট্রি ল্যাপ। নিলামে যখন আমাকে পাঞ্জাব নেয়, তখনই লক্ষ্যটা ঠিক করেছিলাম। পাঞ্জাব কখনও আইপিএল জেতেনি। ওদের জন্য ট্রফি আনতে চাই। সমর্থকদের খুশি করতে চাই। চাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দ দিতে।'

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএল ২০২৫

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আইপিএলের ক্রীড়াসূচি

২২ মার্চ	কলকাতা নাইট রাইডার্স	বনাম	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৩ মার্চ	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বনাম	রাজস্থান রয়্যালস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
২৩ মার্চ	চেন্নাই সুপার কিংস	বনাম	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৪ মার্চ	দিল্লি ক্যাপিটালস	বনাম	লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৫ মার্চ	গুজরাট টাইটান্স	বনাম	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৬ মার্চ	রাজস্থান রয়্যালস	বনাম	কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৭ মার্চ	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বনাম	লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৮ মার্চ	চেন্নাই সুপার কিংস	বনাম	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৯ মার্চ	গুজরাট টাইটান্স	বনাম	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩০ মার্চ	দিল্লি ক্যাপিটালস	বনাম	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
৩০ মার্চ	রাজস্থান রয়্যালস	বনাম	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩১ মার্চ	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বনাম	কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বনাম	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বনাম	গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স	বনাম	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৪ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বনাম	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৫ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস	বনাম	দিল্লি ক্যাপিটালস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
৫ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস	বনাম	রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৬ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স	বনাম	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
৬ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বনাম	গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৭ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বনাম	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৮ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস	বনাম	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৯ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স	বনাম	রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১০ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বনাম	দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১১ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস	বনাম	কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১২ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বনাম	গুজরাট টাইটান্স	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
১২ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বনাম	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৩ এপ্রিল	রাজস্থান রয়্যালস	বনাম	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
১৩ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস	বনাম	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৪ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বনাম	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৫ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস	বনাম	কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৬ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস	বনাম	রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৭ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বনাম	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৮ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বনাম	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৯ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স	বনাম	দিল্লি ক্যাপিটালস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট

EIILM-KOLKATA
Jalpaiguri Campus
Affiliated to Raiganj University (State Government University)
ADMISSION OPEN 2025-2026
LIMITED SEATS HURRY UP!
BBA (H) in Marketing, Finance & HR
BBA (H) in IT & ITES
BCA
BBA (H) in Hospital Management
BBA (H) in TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT
MBA (INDUSTRY INTEGRATED) FULL TIME
• Scholarships and Other Benefits
• Mentorship Programs
• Industrial Visits
100% Placement Assistance
+91 82500 31303
Porapara, Pandapara, Jalpaiguri, Pin-735132
www.facebook.com/eiilmjc www.instagram.com/eiilmjc
infoeiilmjc@gmail.com https://eiilm-jc.in

MATHURA NATH MEMORIAL NURSING INSTITUTION
FALAKATA
শুধু ক্রিকেট দেখলে হবে? নিজের নার্সিং ক্যারিয়ার নিয়েও ভাবো।
Courses
GNM 3yrs
BSC(N) 4yrs
Call: 89000 95200

বুক ব্যথা বা হার্ট অ্যাটাক?
জীবন রেখা হাসপাতাল
83730 66644
Mediclaim WBHS ESI

Summer Swimming
Siliguri Club
86099-82828
Eastern By Pass Road, Near: Iskcon Road, Crossing, Baneshwar More, Siliguri

Child Not Speaking?
Speech Therapy
Group Therapy
Occupational Therapy
Autism Management
Special Education
Behavior Therapy
COOPER Speech Therapy Centre
Sevoke Road, Opp. Payel Cinema, Siliguri
7810804426

PHILIPS Smart Light Hub
Now at SILIGURI
ADIE & CO.
Hill Cart Road, Opposite Mangaldeep Building, Beside Vinayak Hotel
Mob:+91 7584816954, 9832067075

LAPTOP BAZAAR
Visit : www.Laptopbazaarindia.com
• Best Price • Best Product • Best Offer
Address: A Unit of RP Infocom, Panitanki More, Sevoke Road, Siliguri, Ph.: +91-94340-12370, 98510-08011

sutra DIAGNOSTICS
ন্যায্য ও নির্ভুল
81458 78872

Advanced Laser Surgery for
Piles/Haemorrhoids Fissures Fistula Pilonidal sinus
Lasotronix Laser
DR. T DAS
MBBS, MS, FIAGES
Advanced Laparoscopic Laser Endo Surgeon
86531-69717
SUBARNO MEDICAL COOCHBEHAR

গ্রুপ 'এ'	চেন্নাই সুপার কিংস কলকাতা নাইট রাইডার্স রাজস্থান রয়্যালস রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পাঞ্জাব কিংস	গ্রুপ 'বি'	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদ গুজরাট টাইটান্স দিল্লি ক্যাপিটালস লখনউ সুপার জায়েন্টস	মোট স্টেডিয়াম : ১৩ বয়স্কতম ক্রিকেটার : মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪৩ বছর, চেন্নাই সুপার কিংস) কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার : বৈভব সূর্যবংশী (১৩ বছর, রাজস্থান রয়্যালস)

১৯ এপ্রিল	রাজস্থান রয়্যালস	বনাম	লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২০ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস	বনাম	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
২০ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বনাম	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২১ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স	বনাম	গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২২ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বনাম	দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৩ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বনাম	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৪ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বনাম	রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৫ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস	বনাম	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৬ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স	বনাম	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৭ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বনাম	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
২৭ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস	বনাম	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৮ এপ্রিল	রাজস্থান রয়্যালস	বনাম	গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২৯ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস	বনাম	কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩০ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস	বনাম	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১ মে	রাজস্থান রয়্যালস	বনাম	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
২ মে	গুজরাট টাইটান্স	বনাম	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বনাম	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৪ মে	কলকাতা নাইট রাইডার্স	বনাম	রাজস্থান রয়্যালস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
৪ মে	পাঞ্জাব কিংস	বনাম	লখনউ সুপার জায়েন্ট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৫ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বনাম	দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৬ মে	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বনাম	গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৭ মে	কলকাতা নাইট রাইডার্স	বনাম	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৮ মে	পাঞ্জাব কিংস	বনাম	দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৯ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বনাম	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১০ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	বনাম	কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১১ মে	পাঞ্জাব কিংস	বনাম	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
১১ মে	দিল্লি ক্যাপিটালস	বনাম	গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১২ মে	চেন্নাই সুপার কিংস	বনাম	রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৩ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বনাম	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৪ মে	গুজরাট টাইটান্স	বনাম	লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৫ মে	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	বনাম	দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৬ মে	রাজস্থান রয়্যালস	বনাম	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৭ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বনাম	কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৮ মে	গুজরাট টাইটান্স	বনাম	চেন্নাই সুপার কিংস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট
১৮ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস	বনাম	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

প্রথম কোয়ালিফায়ার
তারিখ : ২০ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

এলিমিনেটর
তারিখ : ২১ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
তারিখ : ২৩ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

INDIAN PREMIER LEAGUE

ফাইনাল
তারিখ : ২৫ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

সুনীল ফিরতেই জয়ে ফিরল ভারত

ভারত-৩ (ভেকে, লিস্টন ও সুনীল)
মালদ্বীপ-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মার্চ : ফিরে আসা নিয়ে ছিল প্রশ্ন, ছিল কিছু সমালোচনাও। কিন্তু কিংবদন্তিদের জন্য মঞ্চ তৈরিই থাকে। দেশকে জয়ের সরণিতে ফেরাতে সেই মঞ্চের সঠিক ব্যবহার সুনীল ছেত্রীর।

মানসিকতা বদলের প্রয়োজন ছিল। দরকার ছিল একজন নেতার। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেই তাই ফেরাতে হল সুনীলকে। যার ফল আসতেও দেরি হল না। এদিন শুরু থেকেই দেখে মনে হয়েছে ২০২৩ সালের নভেম্বরের পর ভারতের জয় আসা সময়ের অপেক্ষা। গোল হল নিয়মিত ব্যবধানে। বন্যার মতো মালদ্বীপ বক্সে আক্রমণ শানিয়ে গিয়েছে ভারত। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সুনীল। আক্রমণের তার বেঁধে দিলেন, গোল করলেন ও পেতে দলকে উজ্জীবিত করলেন। নিশ্চিতভাবেই সমালোচনার জবাব।

ম্যাচের প্রথম মিনিটেই সহজ সুযোগ নষ্ট নাওরেম মহেশ সিংয়ের। সুযোগটা তৈরি করে দেন অধিনায়ক স্বয়ং। হ্যাঁ, সুনীল ফিরে আসার পর আর্মব্যান্ড আর কারও হাতে থাকার কথা নয়। মাঠে এবং মাঠের বাইরে তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় নেতা। কিক অফের হতেই তিনি বল টেনে নিয়ে চলে যান প্রতিপক্ষ বক্সে এবং ভারসাম্য হারাতে হারাতেও শট নিতে ভুল করেননি। মালদ্বীপ গোলরক্ষক হুসেইন শরিফের হাতে লেগে বল বেরিয়ে এলে গোলে ঠেলতে পারেননি মহেশ। তবে ওই একটা সুযোগেই জয়ে ফেরার আগ্রহটা যেন চোখে পড়ে যায়। প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যেই অন্তত গোটা তিনেক সুযোগ ভারতের। সঙ্গে অন্তত গোটা আটেক কর্নার। শেষপর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গোল আসে ৩৪ মিনিটে। ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজের কর্নারে রাহুল ভেকের নিখুঁত হেড শরীর ছুড়েও আটকাতে পারেননি শরিফ। দ্বিতীয়ার্ধের ঠিক শুরুতেই সুনীলের হেড গোললাইন থেকে ফেরান হামজা মহম্মদ।

গোল করে ঈশ্বরকে স্মরণ সুনীল ছেত্রীর। বুধবার শিলংয়ে।

ম্যাচের আগেই বড় ধাক্কা। কোমরে চোট পেয়ে ছিটকে যান মনবীর সিং। বদলে আয়ুষ দেব ছেত্রী সুযোগ পেলেন। তবে ম্যাচের মাঝেই চোট পেয়ে বসে যেতে হল ব্র্যান্ডনকেও। এই চোট-আঘাত নিয়ে পরে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মানোলো মার্কুয়েজ। হয়তো প্রীতি ম্যাচ বলেই সন্দেশ ঝিংগানকে বসিয়ে রেখে সুযোগ দেওয়া হল তরুণ ভালপুইয়াকেও। লম্বা সময় অপেক্ষার পর অবশেষে জাতীয় দলের জার্সিতে প্রথম একাদশে বিশাল কেইথ। তাঁকে সেভাবে পরীক্ষার মধ্যেই ফেলতে পারেনি মালদ্বীপ। ৭৩ মিনিটে পরিবর্ত নাজিমের দুর্বল শট ধরতে সমস্যা হয়নি কেইথের। রাহুল-শুভাশিস বসুদের ডিফেন্সের পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন হয়নি। ভারতের দ্বিতীয় গোল সেট পিস থেকে। ৬৬ মিনিটে মহেশের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে দেশের হয়ে প্রথম গোল লিস্টন কোলাসোর। ৭৬ মিনিটে তৃতীয় গোলের বলটাও তাঁরই তোলা। লিস্টনকে বলটা দিয়েছিলেন মহেশ। সুনীল ফ্লিক করেন। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ৯৫ নম্বর গোল হয়ে গেল সুনীলের। মহেশও প্রচুর পরিশ্রম করলেন। এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতার্জন পর্বের জন্য মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ম্যাচ বড় পরীক্ষা অবশ্যই নয়। তবে হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরাতে জয়টা জরুরি ছিল। কোচ হিসাবে অক্সিজেন পেলেন মানোলোও।

ভারত : বিশাল, ভালপুইয়া (বরিস), ভেকে, মেহতাব, শুভাশিস (অভিষেক), মহেশ, সুরেশ (আপুইয়া), আয়ুষ, লিস্টন (আশিক), ব্র্যান্ডন (ফারুখ) ও সুনীল (ইরফান)।

সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে বলছেন নারায়ণ

‘বরুণের রহস্য স্পিন বোঝা কঠিন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মার্চ : দুইজনে একসঙ্গে অনেক বছর ধরে রয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। দুইজনে বোলিং শুরু করেন, বিপক্ষ ব্যাটারদের মনের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

সেই ত্রাস, আতঙ্ক এবার আরও বেশি বাড়বে। দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের সদস্য বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে আজ এভাবেই সরব হলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের আরও এক রহস্য স্পিনার সুনীল নারায়ণ। তাঁর মনে হচ্ছে, শনিবার থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলে আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করবেন বরুণ। বিকেলের দিকে মধ্য কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সুনীল তাঁর সতীর্থ বরুণকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা কেকেআরে একসঙ্গে খেলছি। বরুণের সঙ্গে বল করাটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। জুটিতে বোলিংয়ের সময় পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করি। অতীতের মতো এবারও আইপিএলে বরুণ বিপক্ষ শিবিরে আতঙ্ক তৈরি করবে। কারণ ওর রহস্য স্পিন বোঝা কঠিন।’

২০১২ সাল থেকেই নারায়ণ কেকেআর সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শেষ মরশুমে ব্যাট হাতে ইনিংস ওপেন করে ৪৫০-এর বেশি রানের পাশে বল হাতে ২০টি উইকেটও নিয়েছিলেন তিনি। নারায়ণের অলরাউন্ড দক্ষতার বিরাট প্রভাব কেকেআরের খেতাব জয়ের অন্যতম কারণ। বরুণও বল হাতে খারাপ করেননি। এহেন নারায়ণ আসন্ন মরশুম নিয়ে আজ বলেছেন, ‘কলকাতায় আসতে, ইডেন গার্ডেন্সে খেলতে বরাবরই পছন্দ করি আমি। কলকাতা তথা বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীর থেকে সবসময় ভালোবাসা পেয়েছি। অতীতের মতো এবারও দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাই।’ শেষ মরশুমের মতো এবারও নারায়ণ ওপেন করবেন। বড় অঘটন না হলে তাঁর সঙ্গী হতে চলেছেন কুইন্টন ডি কক। নয়া ওপেনিং জুটি নিয়ে নারায়ণ বলছেন, ‘শুরুটা ভালো করতেই হবে আমাদের। আমার সঙ্গে কে ওপেন করবে, নিশ্চিত নই আমি। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আইপিএলের মতো বড় ও কঠিন প্রতিযোগিতার শুরুটা ভালো করতে পারলে চাপ একটু কমে যায়। সেটাই প্রাথমিক লক্ষ্য আমাদের।’

২০২৪ সালে জেতা আইপিএল ট্রফি হাতে আজিঙ্কা রাহানে ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

ছবি : ডি মণ্ডল

আজ ফাইনাল

বেলাকোবা, ১৯ মার্চ : কেডি অ্যাকাডেমি রংধালির আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার। পাঁচ দিনের এই প্রতিযোগিতায় ছিল দুইটি বিভাগ- জুনিয়ার ও ভেটারেন্স। জুনিয়ারদের ফাইনালে নামবে চাচা ব্যাটেলিয়ান ও জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ।

সেমিতে বাংলার মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : নয়াদিল্লিতে সিনিয়ার ন্যাশনাল ক্যারমে সেমিফাইনালে উঠল বাংলার মহিলা দল। এই প্রতিযোগিতায় প্রথমবার তারা শেষ চারের টিকিট পেল। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ২-১ ব্যবধানে গতবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর প্রদেশকে হারিয়েছে। কাজল সিং প্রথম সিঙ্গলসে জয়ী হয়। মাম্পি কোদালিয়া দ্বিতীয় সিঙ্গলসে হেরে যান। তবে নির্ণায়ক ডাবলসে পাপিয়া বিশ্বাস- আহেলি কংসবনিক ২-১ সেটে উত্তর প্রদেশকে হারিয়ে বাংলাকে সেমিফাইনালের টিকিট এনে দেন। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নামবেন পাপিয়ারা।

ম্যাচে ফিরল এসআরটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ : এসআরটি (শচীন রমেশ তেন্ডুলকার) ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পিঙ্ক বলের ম্যাচে বুধবার ডিজে এলিটের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করল টিম এসআরটি। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে এসআরটির স্কোর ২৬/০। জয়ের জন্য আর তাদের প্রয়োজন ২২০ রান। এদিন এলিট দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯০ রানে অল আউট হয়। নিতেশ ঘোষাল ৭১ রান করেন। প্রতীক আগরওয়াল ৫১ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

মনবীরের চোটে চিন্তায় বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মার্চ : জাতীয় শিবিরে চোট পেয়েছেন মনবীর সিং। বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতায় আসছেন। তারপর মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মেডিকেল টিম তাঁকে পরীক্ষা করবে। পরীক্ষার পরই জানা যাবে, মনবীরের চোট কতটা গুরুতর।

এদিকে মনবীর চোট পাওয়ায় ক্ষুব্ধ মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। তারা প্রশ্ন তুলেছে, বার বার জাতীয় শিবিরে কেন মোহনবাগানের ফুটবলাররাই চোট পায়? এরআগে আশিক কুরুনিয়ান দেশের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেয়ে প্রায় একবছর মাঠের বাইরে ছিলেন। সামনেই আইএসএলের সেমিফাইনাল। তাঁর আগে মনবীরের চোট চিন্তা বাড়িয়েছে বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার।